আত্মিক সমাধান

৮ • ২০১১

Life Publishers International

প্রার্থনাকে একটি প্রাধান্যরূপে গঠন করা

সূ চী প ত্র

১। একটি জীবন প্রাপ্ত হওয়া ৩
মার্কব্যাটার্সন কর্তৃক
আপনাকে আপনার ব্যক্তিগত জীবন দর্শন আবিষ্কার ও নিরূপণ করতে সাহায্য করার পাঁচটি মূলনীতি সমূহ।

২। প্রভুর প্রার্থনা ৮
মার্ক টার্নেস্ কর্তৃক
প্রথম শতাব্দীর ইহূদী ধর্মাবলম্বীর প্রসঙ্গ অনুযায়ী যীশুর নমুনামূলক প্রার্থনার নির্য্যাস

৩। যীশুর মত প্রার্থনা ১৪
জর্জ ও উড কর্তৃক
প্রার্থনা করার এক শ্রেষ্ঠতর পন্থা

৪। ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন ১৮
ডগ্ ওস্ কর্তৃক
পিতা ও পুত্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্বরূপ প্রার্থনা

৫। আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না ২২
জেমস্ টি, ব্যাড্ফোর্ড কর্তৃক
পবিত্রতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা

৬। হস্তলিপির নেপথ্যে ২৬
যোষেফ এল, র‍্যাসেল্বেরী
আত্মা ও পরভাষায় কথা বলতে পারার অনুগ্রহদানের দ্বারা প্রার্থনা

৭। তথায় উর্দ্ধে, হেথায় নিম্নে, আমাদিগের মাঝে, আমার মধ্যে ৩০
জর্জ পল উড কর্তৃক

মাইকেল এ্যানজেলোর জীবনের বিষয়ে আরভিং স্টোন তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসে ব্যক্ত করেন, কিভাবে দায়ূদের রাজকীয় মূর্তি সৃষ্টির মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিল।

ইটালির, ফ্লোরেন্সের মার্বেল পাথরের উদ্যানের মধ্যে মাইকেল এ্যানজেলো ডুচিও (Duccio) ব্লক আবিষ্কার করেন ঃ যেটি কেন্দ্রস্থলে এক গভীর খোদাই সহকারে সতেরো ফুট দীর্ঘ ছিল। অন্যান্য শিল্পীরা যেকোনো ভাবে পাথরটি নাড়ানোর জন্য দুভাগে বিভক্ত হতে পারার কারণে পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিল।

মাইকেল এ্যানজেলো অবশ্য তাঁর স্টুডিওতে পাথরটি সরিয়ে এনেছিলেন। তিনি অবগত ছিলেন ডুচিও (Duccio) ব্লকটির মধ্যে দায়ূদ স্থাপিত ছিল। একমাত্র একজন সুপটু শিল্পীই সেই দায়ূদকে শ্রীহীন পাথর থেকে প্রকাশ করতে পারতেন।

ফ্লোরেন্সের পাথরের খাদের মধ্যেকার মার্ব্বেল পাথরের ক্ষমতা ছিল না একজন মাইকেল এ্যানজেলোকে এটির উপরে তাঁর প্রতিভার নিদর্শন রাখার কারণ মনোনয়ন করার, কিন্তু জীবনের এক শ্রেষ্ঠ অবদান গঠন করার জন্য সদাপ্রভুর কাছে অনুরোধ করার দিকে আমার এক মনোনয়ন রয়েছে — আমার নিজস্ব সত্তার কলঙ্কিত অপক্ক উপকরণের মধ্যে তাঁর নিজ প্রতিমূর্তিতে নিখুঁত ও বাটালির দ্বারা খোদাই করার।

জর্জ ও উড
নিজ অন্তরের গীত

লাইফ পাবলিশারস ইন্টারন্যাশানাল

লাইফ পাবলিশারস ২০০৯ এর কপিরাইট
লাইফ পাবলিশারস, স্প্রিংফিল্ড, মিসৌরী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক মুদ্রিত।
সর্ব স্বত্ব সংরক্ষিত।

আপনি এখন অন-লাইনে এনরিচমেণ্ট পত্রিকাটি ১৪টি ভাষায় লাভ করতে পারেন। ওয়েব সাইটের উপযুক্ত স্থানটি টিপে আপনি ঐ পত্রিকাটি পাবেন। এই ১৪টি ভাষার মধ্যে, আপনার পছন্দমতো ভাষায়, আপনি পত্রিকাটি মনোনীত করুন — তামিল, বাংলা, মালায়ালাম, হিন্দি, ফ্রেঞ্চ , রাশিয়ান, রোমেনিয়ান, হাঙ্গারিয়ান, ক্রোটিয়ান, জার্মান, স্প্যানিশ, চেক্, পর্তুগীজ বা ইউক্রেনিয়ান।

তারপর আপনি অন-লাইনে পত্রিকাটি পাঠের সুযোগ পাবেন বা আপনার সুবিধামতো ফাইলটি বার করে নিতে পারবেন।
আপনার যোগাযোগের নম্বর হল ঃ http://www.enrichmentjournal.ag.org

আপনি যে কোন প্রশ্নের উত্তর বা খবরাদির জন্য খোলা মনে নিজের নম্বরে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন ঃ
EnrichmentJournal@lifePublishers.org.

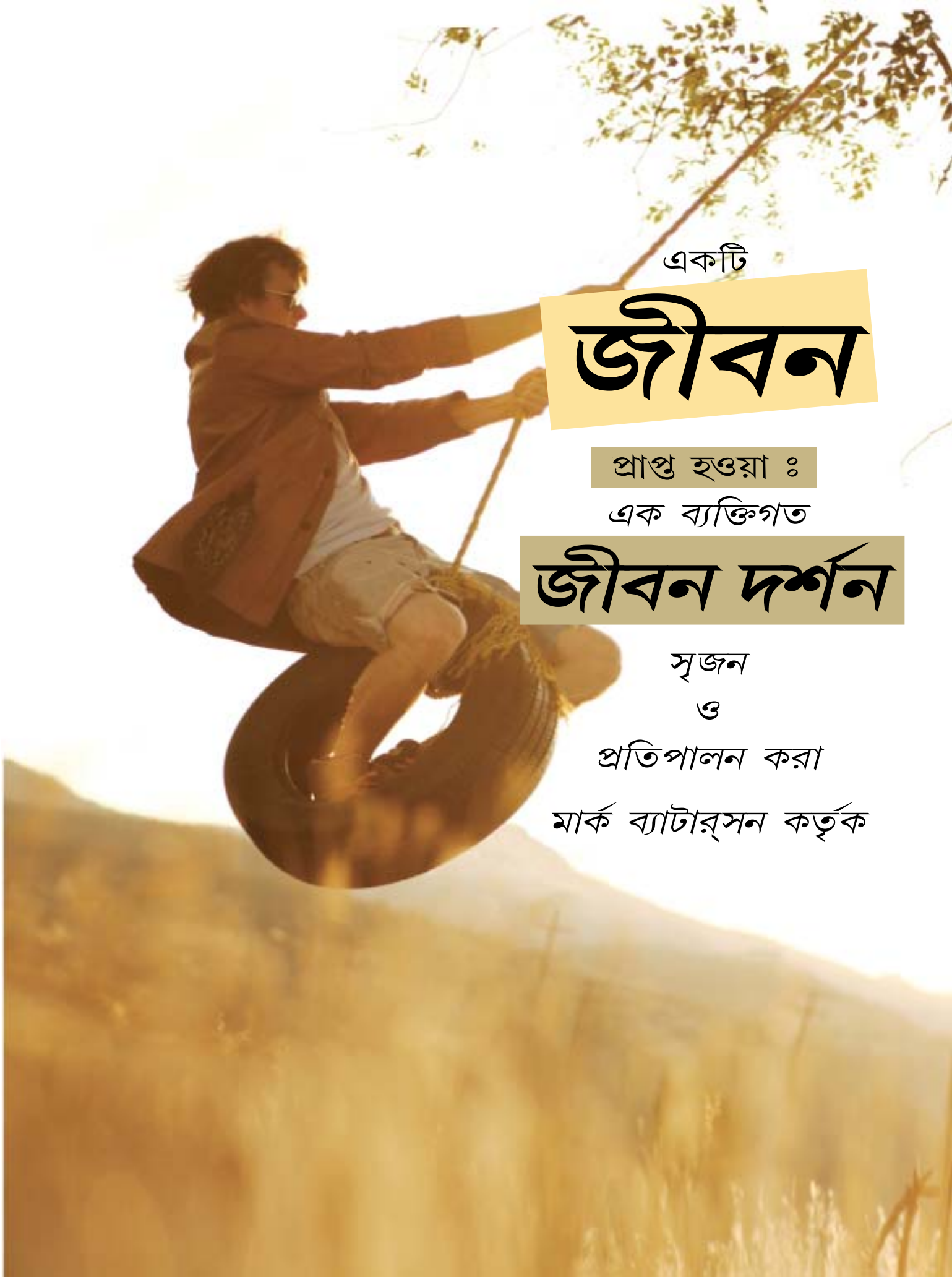

একটি

জীবন

প্রাপ্ত হওয়া ঃ

এক ব্যক্তিগত

জীবন দর্শন

সৃজন

ও

প্রতিপালন করা

মার্ক ব্যাটার্সন কর্তৃক

আপনাকে আপনার ব্যক্তিগত জীবন দর্শন আবিষ্কার ও নিরূপণ করতে সাহায্য করার পাঁচটি মূলনীতি সমূহ।

সেটি ছিল এক প্রচলিত (সানডে) রবিবাসরীয় স্কুলের ক্লাস। আমার মনে নেই কে শিক্ষা দিচ্ছিল অথবা বিষয়টি কি ছিল, কিন্তু সেটি আমার ক্ষেত্রে নিরূপণ করণের একটি মুহূর্তরূপে পরিণত হয়েছিল। আমার ব্যক্তিগত জীবন দর্শন রূপে পরিণত হয়ে থাকার কিছু বিষয় আমি ব্যক্ত করছিলাম। সেটি গড়ে ওঠার পরে আমার প্রকাশ্যে ঘোষণা অলংকার মূলক বোধ হতে পারে, কিন্তু সেটি ব্যাখ্যাকরে আমার অস্তিত্ব ও আমার সম্পর্কিত বিষয়। আমি কোনো স্বর্গদূতের গায়ক দলের সমবেত কণ্ঠে (হ্যালিলুয়্যা) ঈশ্বরের স্তোত্র শুনি নি, কিন্তু আমি জানতাম আমি আমার অস্তিত্বের কারণ আবিষ্কার করেছিলাম। আমি ব্যক্ত করেছিলাম "আমার জীবনের উদ্দেশ্য হল অন্যজনেদেরকে তাদের নিজ নিজ ঈশ্বর প্রদত্ত প্রচ্ছন্ন কর্মদক্ষতাকে সর্ব্বোচ্চ মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার দিকে সাহায্য করা।"

সেই বিবৃতি একজন স্বামী, পিতা, পালক ও রচয়ক রূপে আমার দর্শনের নির্য্যাস আয়ত্ত করে। প্রচ্ছন্ন কর্মদক্ষতা হল আমাদের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ দান। এটির দ্বারা আমাদের সকল করণীয় বিষয়টি হল ঈশ্বরের দিকে আমাদের দান। অন্যান্যদেরকে নিজ নিজ ঈশ্বর প্রদত্ত প্রচ্ছন্ন কর্মদক্ষতার তত্ত্বাবধানে সাহায্য করার মত আর কোনো কিছুই আমার মধ্যে উদ্যম সঞ্চার করে না।

আপনার কি ব্যক্তিগত জীবন দর্শন লাভ হয়েছে? শুধুমাত্র আপনার চালিত মণ্ডলী অথবা উপমণ্ডলী পরিচর্য্যার কাজে আপনার সেবাকাজ করার জন্য একটি দর্শন নয়। বিবাহের উদ্দেশে আপনার নিজের দর্শন কি রয়েছে? আপনার পরিবার? আপনার কি ধারণা আছে, কে আপনি আর কিসের কারণে আপনি? কি সেই বিষয় যা আপনাকে প্রভাতে জাগিয়ে তোলে আর শেষ রাত্রির পর্য্যান্ত খাড়া অবস্থায় রাখে?

অন্য দিন আমার ৮ বছরের পুত্র, যোশিয় তার জীবন দর্শন প্রকাশ করেছিল। সে বলল, "আমি কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পরে, আমি ৩ বছরের জন্য কাব্যকার হতে চাই, *অ্যামেরিকান আইডল* হওয়ার জন্য চেষ্টা করব আর তারপর পেশাগতভাবে ফুটবল খেলতে চাই"। সেটি কোনোখানেই উদয় হয়নি। আর কে জানে? হতে পারে সেটা তার জীবনের জন্য হয়ত ঈশ্বরের পরিকল্পনা। কিন্তু আমরা এক ব্যক্তিগত জীবন দর্শন অভ্যন্তরে ধারণ করি যখন আমরা যুবক হই আর আমাদের পরিণত হওয়া অনুসারে সেটি ক্রমান্বয়ে উন্মোচিত হয়। আমাদের দর্শন বহু সম্পাদন ও উপযোগীকরণগুলির মাধ্যমে আলোচিত হবে। আর সেখানে অপসারণের একটি প্রক্রিয়া সাধারণত যা সময়ের মধ্য দিয়ে ঘটে। আপনার ভালবাসার বিষয়গুলি আবিষ্কার করার দিকে নিজের পচ্ছন্দ না করার কিছু বিষয় সমূহ সম্পাদন করা আপনার দরকার। আপনার অস্তিত্বের সঙ্গে উদয় হওয়া ধারণাগুলি, যা আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় সেগুলি আপনার উপলব্ধি করা দরকার। আর সেই সকল বিষয়ই হল এক জীবন দর্শন সৃজন ও প্রতিপালন করণের প্রক্রিয়ার অংশবিশেষ।

স্বয়ং বর্তমান থাকা

ন্যাশন্‌ল কমিউনিটি চার্চ্চের যাজকত্বের দায়িত্ব পালন করা শুরু করার সময়ে, আমি চেষ্টারত ছিলাম একজন যাজক হওয়ার জন্য। চোদ্দ বছর পরে আমি নিজে টিকে থাকার জন্য চেষ্টারত ছিলাম। আর সেখানে এক বড় পার্থক্য দেখা দিল। পরিচর্য্যাকার্য্যের বিশাল বিপদগুলির একটি হল আপনার চালনা করার সকল কিছুর মধ্যে বাহ্যিকভাবে নিজের পরিচিতির অনুসন্ধানরত থাকা। আপনার পরিচর্য্যার কাজই আপনার পরিচিতিরূপে পরিণত হয়। আর সেটি হল যেখানে আমি কিছু বছর আগে ছিলাম। ন্যাশন্‌ল কমিউনিটি চার্চ্চ আমার জীবন ব্যবহার করেছিল। আর সৎভাবে এটি উপযুক্ত ও উত্তম প্রতিভাত হয়েছিল। তারপর আমার এক বিস্ময়কর প্রকাশ হয়েছিল।

আমি একটি সপ্তাহ শেষে মণ্ডলীর কর্তব্য থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম আর সেটি আমার নিজেকে, আমার জীবনকে ও ন্যাশন্‌ল কমিউনিটি মণ্ডলীকে দেখার পথটি পরিবর্তন করেছিল। এটি ছিল স্কি মরশুমের শেষ সপ্তাহ এবং আমার ছেলে ও আমি চেয়েছিলাম তুষারাবৃতের উপরে চালানোর পন্থাটি শিখতে। সেটি আমার জীবনের সবচেয়ে অবিস্মরণীয় দিনগুলির একটি দিন বলে প্রমাণিত হয়েছিল। বিশেষতঃ একটি মুহূর্ত আমার মনের মধ্যে নিথর হয়ে আছে। আক্ষরিকভাবে, আমরা পর্ব্বতের শিখরে চেয়ার লিফ্‌টে আরোহণ করার সময়ে প্রবল বরফের ঝড়ের মত তুষারপাত হওয়ার সময়ে আমি পবিত্র আত্মার মৃদু কণ্ঠস্বরও শুনেছিলাম। আমি সেই চেয়ার লিফ্‌টের উপরে সেই মুহূর্তে উপলব্ধি করেছিলাম যে আমার জীবন এক দশকের উৎকৃষ্টতর অংশের জন্য ন্যাশন্‌ল কমিউনিটি চার্চ্চের চতুর্দিকে সম্পূর্ণভাবে আবর্তিত হয়েছিল। আপনার একটি মণ্ডলী স্থাপন করার সময়ে একটি মাত্রার উপরে, আপনার হৃদয় ও সত্তা সেটির ভেতরে উজাড় করে দেওয়া একান্তই আবশ্যক। কার্য্যক্রম বা যাত্রাপথের নিমিত্তে আত্ম-বলিদান হল সমমূল্যবান। কিন্তু আমি অপরাধী সাব্যস্ত মূলক উপলব্ধি করণের দিকে উপনীত হলাম যে, মণ্ডলীর বাইরের এক জীবনের বিস্তর অধিকার বাস্তবিকভাবে আমার ছিল না। এ যেন ছিল পবিত্র আত্মার এক ভক্তি ঃ "একটি জীবন লাভ করা"।

আমি ভীত হই যে, আমরা সম্পূর্ণভাবে সৎ হওয়া সত্ত্বেও, বহু যাজকেরা স্বীকার করবেন তাদের মণ্ডলীর বাইরে কোনো জীবন — কোনো শখ, কোনো সম্পর্ক, কোনো লক্ষ্য, কোনো আগ্রহ, কোনো প্রান্তীয় দিকগুলি না থাকার বিষয়টি। আর তখন আমরা বিস্ময় বোধ করি কেন আমরা পরিচর্য্যার কাজ দ্বারা বিরক্ত বোধ করি অথবা কেন আমাদের ধর্মোপদেশগুলি এক ঘেয়ে বলে মনে হয়। সমাধান? এক জীবন লাভ করা। অথবা আমার হয় বলা দরকার এক ব্যক্তিগত জীবন দর্শন প্রাপ্ত হওয়া।

আপনার ব্যক্তিগত জীবন দর্শন আবিষ্কার ও নিরূপণ করার জন্য সাহায্য করবার পাঁচটি মূল নীতি আমাকে আলোচনা করার সুযোগ দিন।

একটি প্রান্তীয় দিক ত্যাগ করা

আমি একজন কাজকর্মে আসক্তব্যক্তি হওয়ার দ্বারা সর্বদা সংগ্রামরত হয়ে থাকি। তার একটা কারণ হল সহজ বিষয়, আমি কাজ করতে ভালবাসি। কিন্তু আপনি যদি সতর্ক না হন, কাজ ক্রমশঃ গৃহ এবং গৃহ ক্রমশঃ কর্মস্থল হয়ে যেতে পারে। আমার পরিবারকে পরিত্যক্ত করে থাকার মত এটি নয়। বস্তুতঃ (NCC) এন সি সিতে আমাদের একটি কথন রয়েছে যে আমি কর্মীবৃন্দের মধ্যে কঠোরভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। "তোমার পরিবারকে প্রথম স্থান দাও"। কিন্তু আমি সেই কথায় চলছিলাম কিনা সেই বিষয়ে নিশ্চিত নই। তাই তখন আমি কয়েকসংখ্যক সিদ্ধান্তগুলি নির্ণয় করে থাকি যা আমার জীবনের আরও প্রান্তীয় দিক সৃষ্টি করেছিল।

প্রথমে আমি সপ্তাহে একটি রাত মণ্ডলীতে অর্পণ করি। কেন? কারণ আমার পরিবারকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার। আমার শিশু সন্তানদের পড়াশুনা করার বাড়ীর কাজে সাহায্য করা প্রয়োজন। আমার প্রয়োজন তাদের দলগুলিকে শিক্ষাদেওয়া। আমার প্রয়োজন আমার শিশুদেরকে একে একে শিষ্য করা। আর উপরোক্ত যে কোনো বিষয়ের জন্য আমি কোনো অজুহাত তৈরী করতে পারি না।

দ্বিতীয়তঃ আমি আমার নিষ্ক্রিয় দিনগুলির সকলই ব্যবহার করার চেষ্টা করি। আমি আমার পরিবারের প্রতি কর্তব্যবোধ করতে বাধ্য থাকি। আমার মণ্ডলীর দিকে সেটি দিতে বাধ্য থাকি। আর আমি অকপটে বিশ্বাস করি কতিপয় দিনগুলি আমি কাজ করলে আমি আরও অধিক সৃজনশীল হব। আমার চতুর্দিকের এক

জীবনের লক্ষ্য সমূহ স্থির করণের জন্য ১০টি ধাপ সমূহ

দাবাখেলার চ্যাম্পিয়ন (প্রথম স্থানাধিকারী) গ্যারী ক্যাসপারোভ ***হাউ লাইফ ইমিটেটস্ চেস নামক তাঁর পুস্তকে দাবা*** খেলার থেকে শিক্ষাগুলি আলোচনা করেন যা তাঁর জীবনে তিনি প্রয়োগ করেন। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণের বিষয় হল ঃ "একজন দাবাখেলায় সর্বোচ্চ শ্রেণীভুক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ চালের পরিবর্তন করে, কারণ ভবিষ্যতে ১০ অথবা ২০ চালের পরিবর্তন করার মত বোর্ডটি দেখতে চাওয়া বিষয়টির উপর তারা ভিত্তিশীল থাকে"। সকল বিষয়ে লক্ষ্য স্থির করণের ক্ষেত্রে এটি এক মহান চিত্র। এটি হল এখানে ও এখন লক্ষ্য সমূহ স্থির করা যা এক স্পষ্ট ছবি দ্বারা সঞ্চালিত হয়, যা আপনি নিজ জীবনে এখন থেকে ১০ অথবা ২০ বছরের মত আপনার চাওয়া জীবনের বিষয়টির মত।

কিরূপে আমি শুরু করে থাকি?

আমি সুপারিশ করি যে আপনি একটি ব্যক্তিগত বিশ্রাম স্থানের সূচি প্রস্তুত করুন। একটি নুতন দিনপঞ্জী কিনুন। www.chasethegoose.com থেকে *টেন স্টেপস টু সেটিং লাইফ গোল্‌স্* - অংশটি প্রিন্ট করুন এবং লক্ষ্য স্থির করা শুরু করুন।

আমি আমার শেষের ২০ বছরে আমার জীবনের প্রথম লক্ষ্যগুলির তালিকা প্রস্তুত করেছিলাম। আমি একটি মণ্ডলীর বিশ্রাম স্থানে ছিলাম এবং লক্ষ্য স্থির করণ ছিল একটি অনুশীলনী। আমি মনে করি, আমার ২৫টি লক্ষ্য সমূহের গঠিত আদি তালিকা এক বিশ্রাম স্থানের নোট বই-এর মধ্যে রেখা টেনে কেটে দেওয়া হয়েছিল। বছরগুলি অতিক্রান্ত হওয়ার দরুন সেই আদি তালিকা ১০০-এর অতিরিক্ত জীবনের লক্ষ্য সমূহের মধ্যে ধীর গতিতে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। আর নথিভুক্ত করার উদ্দেশ্যে আমি তখনও আমার জীবনের লক্ষ্য সমূহের তালিকা সম্পাদন করা অব্যাহত রাখি। একটি জীবনের লক্ষ্য তালিকা সর্বদাই যথাযথ হয় এমন এক খসড়ার ফর্মের মধ্যে থাকে কারণ, আপনি সর্ব্বদাই নতুন লক্ষ্য সমূহ যুক্ত করে চলেন এবং পুরোনো একটি ঘুরিয়ে দেওয়া অব্যাহত রাখেন।

কেন লক্ষ্যসমূহ গুরুত্বপূর্ণ?

লক্ষ্যগুলি না সাজালে আপনার কখনই কার্যসম্পাদন হবে না। এটি সহজ বিষয়। এটি কি নিম্নমানের তত্ত্বাবধানের মত প্রতিভাত হয় না যখন বেশীর ভাগ লোকেরা তাদের জীবন পরিকল্পনা করা অপেক্ষা নিজেদের গ্রীষ্মকালীন ছুটির পরিকল্পনা করার দিকে বেশীরভাগ সময় অতিবাহিত করে? লক্ষ্যসমূহ বিনা, আমরা কল্পনার জীবন যাপন করা থামিয়ে দিই এবং আমরা স্মৃতির বাইরে জীবন ধারণ শুরু করি। লক্ষ্য বিনা আমরা ভবিষ্যত গঠন করা বন্ধ করে দিই আর অতীতকে পুনরাবৃত্তি করতে শুরু করি। লক্ষ্যগুলি বিনা আমরা পরিকল্পনার জীবন যাপন করা বন্ধ করি আর আমরা কর্ম সম্পাদনের অক্ষমতায় যথেচ্ছভাবে জীবন যাপন করা শুরু করি। আমি অবশ্যই চাইনা অতিরিক্ত আধ্যাত্মিক করে তোলার লক্ষ্যগুলি স্থির করতে, কারণ আপনি লক্ষ্যসমূহ স্থির করতে পারেন যা প্রকৃতিগতভাবে স্বার্থপর আর আপনি আত্মিক সম্পন্নরূপে শ্রেষ্ঠতর হবেন যদি আপনি সেগুলি সম্পাদন না করেন। কিন্তু আমিও বিশ্বাস করি, লক্ষ্যসমূহ বিশ্বাসের এক বহিঃপ্রকাশ হতে পারার বিষয়টি যদি আপনি সেগুলি উপযুক্তভাবে সুবিন্যস্ত করেন। ইব্রীয় ২১:১ পদে ব্যক্ত করা আছে যে বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়জ্ঞান। অন্য কথায়, বিশ্বাস হল আপনার অর্জন করতে চেষ্টা করার লক্ষ্যটির এক স্পষ্ট চিত্র। আর যদি ঈশ্বর সেটি ধারণ করেন, তাহলে তিনি এক উত্তম কার্য আরম্ভ করেছিলেন যিনি সেটি সমাপন করার জন্য বহন করবেন। আর সেই লক্ষ্য সম্পাদনকরণ হল আমাদের ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করার একটি পথ।

জীবনের লক্ষ্যসমূহ স্থিরকরণের জন্য দশটি ধাপসমূহ

১) প্রার্থনা দিয়ে শুরু করা
২) নিজের অভিপ্রায়গুলি মিলিয়ে নেওয়া
৩) অন্যজনের থেকে ধারণাগুলি প্রাপ্ত হওয়া
৪) শ্রেণীগতভাবে চিন্তা করা
৫) সুনির্দিষ্ট হওয়া
৬) আপনার লক্ষ্যসমূহ লিখে রাখা
৭) অন্যান্যদের অন্তর্ভুক্ত করা
৮) পথটির অভিমুখে সমারোহ করা
৯) দীর্ঘ চিন্তাভাবনা করা
১০) ঈশ্বরের মাপবিশিষ্ট স্বপ্নদেখা বজায় রাখা

টেন স্টেপস্ টু সেটিং লাইফ গোলস

ডাইনলোড করার জন্য ও আমার জীবনের লক্ষ্যগুলির তালিকা মিলিয়ে নেওয়ার জন্য দেখুন chasethegoose.com.

— মার্ক ব্যাটার্‌সন

শিক্ষাদানকারী দলগুলি গড়ে তোলার সময়ে আমি ৩৬ সপ্তাহের শেষ দিনগুলির দিকে আমার শিক্ষাদান নিয়মিত পর্য্যায়ে বিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিলাম।

তৃতীয়তঃ আমি আমার ভ্রমণ করার দিনগুলির সংখ্যা সীমিত করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমি ৩০ দিনগুলির দ্বারা শুরু করেছিলাম, কিন্তু অনেকগুলি অপেক্ষা পরিমানে কিছু সংখ্যক থাকার জন্য আমি ২৫ দিনগুলিতে চালের পরিবর্তন করেছিলাম। আমি আমাদের দায়িত্বশীল দলকে আমাকে দায়বদ্ধ রাখার জন্য অনুরোধ করেছিলাম।

এইসকল প্রান্তীয় দিকগুলি আমাকে মণ্ডলীর বাইরের একটি জীবন প্রতিপালন করতে সাহায্য করে। তারা মণ্ডলীর প্রাচীরগুলির বাইরে দাঁড়িয়ে সম্পর্কগুলি গড়ে তোলার দিকে আমাকে সুযোগ করে দেয়। তারা আমাকে সুযোগ করে দেয় আগ্রহগুলি প্ররোচিত করার দিকে যা আমার ধর্মোপদেশগুলিকে আরও অধিক মনোগ্রাহী করে তুলবে। সুখানুভূতির উদ্দেশ্যে সেগুলি আমাকে পাঠ করার সুযোগ করে দেয়।

শুধুমাত্র একজন নেতারূপে নয়, এক ব্যক্তিস্বরূপ উন্নতি বজায় রাখার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয়তার প্রান্তীয়দিকগুলি আমাদেরকে ফাঁকা জায়গা প্রদান করে।

ভুলে যাওয়ার কারণ ও পন্থাটি আমরা শিখি। আমরা ভবিষ্যতের সৃজন বন্ধকরে দিই আর অতীতকে পুনরাবৃত্তি করা অব্যাহত রাখি। আর সেটিই হল নেতাদের ক্ষেত্রে শেষ হওয়ার সূচনা।

নিত্যকর্মসূচীর পরিবর্তন

ওয়াইল্ড গুজ চেস্ (Wild Goose Chase) নামক আমার একটি পুস্তকের মধ্যে আমার নানান তথ্যগুলির মধ্যে একটি হল ঃ "ধীর পদক্ষেপের পরিবর্তন + স্থানের পরিবর্তন = দৃশ্যশ্রেণীর পরিবর্তন"। নিত্য কর্মসূচিগুলি উত্তম। আমারা বেশীরভাগ স্নান সেরে প্রত্যেকদিন ডিওডোরেন্ট (দুর্গন্ধনাশক) ব্যবহার করি। আপনার বন্ধুবর্গ ও পরিবারের প্রতিনিধি স্বরূপ অনুগ্রহ করে নিত্যকর্মসূচীর দিকে স্থায়ী থাকুন। নিত্যকর্মসূচি আত্মিক বৃদ্ধির এক চাবিকাঠি। আমরা সেগুলিকে আত্মিক-শৃঙ্খলা বলে অভিহিত করি। কিন্তু নিত্যকর্মসূচি একবার বাঁধাধরারূপে পরিণত হলে, আপনার দরকার নিত্যকর্মসূচি পরিবর্তন করার।

আমার আত্মিক মন্দার সময়ে, আমি আমার নিত্যকর্মসূচি জড়ো করতে চেষ্টা করি। কোনো কোনো সময়ে বিষয়টি আমার পাঠরত বাইবেল অনুবাদ পরিবর্তন করণের মত সহজ হয়। অন্যান্য সময়গুলিতে এটি এক ব্যক্তিগত বিশ্রামগ্রহণ অথবা ৪০ দিনের কিছু নির্বাচনীয় উপবাস দিনগুলিকে বেছে নেয়। আপনার দরকার আত্মিকভাবে সতেজ থাকার জন্য পন্থাগুলি অনুসন্ধান করা। আমাদের অবশ্যই নিজেদের আদি আহ্বানের মধ্যে পুনরায় অনুপ্রবেশ করার পন্থাগুলি আবিষ্কার করা দরকার।

আমাদের নেতৃত্বের মহান বিপদগুলির মধ্যে একটি হল ঃ "কল্পনা শক্তির বাইরে আমাদের পরিচর্য্যার কার্য সম্পাদন বন্ধ করে দেওয়া এবং স্মরণ শক্তির বাইরে পরিচর্য্যা কার্য্যের ক্রিয়াকলাপ আমাদের আরম্ভ করা"। ভুলে যাওয়ার কারণ ও পন্থাটি আমরা শিখি। আমরা ভবিষ্যতের সৃজন বন্ধ করে দিই আর অতীতকে পুনরাবৃত্তি করা অব্যাহত রাখি। আর সেটিই হল নেতাদের ক্ষেত্রে শেষ হওয়ার সূচনা।

ন্যাশন্ল কমিউনিটি মণ্ডলীর আমাদেরকে সাহায্য করে থাকার একটি বিষয় হল ঃ সকলই হল একটি পরীক্ষা। আমরা সৎভাবে আমাদের কার্য সম্পাদনের সকল বিষয় একটি পরীক্ষারূপে দর্শন করি। যদি সেটি কাজ না করে, আমরা সেই ক্রিয়াকলাপ থামিয়ে দিই। আর সেটি চাপ সরিয়ে নেয়। একজন নেতা স্বরূপ সেটি আপনাকে প্রবল সহনশীলতা প্রদান করে। লোকেরা যদি দর্শনটির বিরোধিতা করে, আপনি তাদেরকে মনে করিয়ে দিন যে এটি "শুধুই একটি পরীক্ষা"। আমাদের প্রচুর ব্যর্থতামূলক পরীক্ষাগুলি হয়ে থাকে — বিষয়গুলি আমরা পুনরায় কখনই করব না। কিন্তু আমরা ভুলগুলি করতে ভয় পাই না। আমরা ভয় পাই ভুল না করার বিষয়ে কারণ সেটি বোঝায় আমরা যথেষ্ট পরিমাণে নতুন বিষয়গুলি চেষ্টারত থাকি না।

প্রার্থনা, প্রার্থনা, প্রার্থনা

প্রার্থনা করা হল স্বপ্নে দেখা বিষয়টি আকার দেওয়া। প্রার্থনার মত আপনার জীবনে আর কোনো কিছুই রোমাঞ্চকর হবে না। আপনি যদি প্রার্থনার নিত্যকর্মসূচি অনুশীলন করেন, এটি আপনার জীবনকে বাঁধা ধরা রূপে পরিণত হওয়ার দিকে রক্ষা করবে। প্রার্থনা হল সেই জায়গা যেখানে আমি ঈশ্বরের ধারণাগুলি লাভ করি। আর বরং আমার হাজার হাজার উত্তম ধারণাগুলি অপেক্ষা ঈশ্বরের একটি ধারণা থাকবে। প্রার্থনা হল নিজের নিয়তির এক অনুভূতি অনুশীলন করার স্থান। প্রার্থনা হল পবিত্র আত্মার প্রণোদিত করার কারণ গুলির মর্ম গ্রহণ করার জায়গা। আর সেই সকল আত্মা-চালিত প্রবুদ্ধকরণগুলি পালন করা হল জীবন দর্শন প্রতিপালন করার চাবিকাঠি।

কেল্ট জাতির খ্রীষ্টিয়ানদের পবিত্র আত্মার উদ্দেশ্যে একটি নাম ছিল যা আমার কৌতুহল জাগায় ঃ *an Geadh-Glas অথবা (বন্য হাঁস)"।* আমি চিত্রকল্পসমূহ বা অলীক এবং নিহিতার্থ ভালবাসি। নামটি পবিত্র আত্মার রহস্যময় প্রকৃতির ইঙ্গিত দেয়। অনেকটাই এক বন্য হাঁসের মত ঈশ্বরের আত্মাকে দমিত অথবা তাঁর পথ খুঁজে বার করতে পারা যায় না। বিপদের এক শক্তি এবং পূর্বনির্ধারণযোগ্যমূলক নয় এমন এক বাতাস তাকে পরিবেষ্টিত করে থাকে। নামটি প্রথম দূরত্বের শ্রবণে একটি সামান্য অপবিত্রকরের মত ধ্বণিত হতে পারার সময়, বন্য হাঁসের ধাওয়া করা অপেক্ষা জীবন ব্যাপিয়া আত্মার চালনা অনুসরণ করার দিকে এক শ্রেষ্ঠতর বিবরণ আর কিরকম হতে পারে সেটি আমি ভাবতে পারি না।

কেল্ট জাতির খ্রীষ্টিয়গণেরা কিছু বিষয়ের উপর ছিল যা প্রতিষ্ঠানগত খ্রীষ্টিয় ধর্ম/চরিত্রকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে থাকে। আর আমি বিস্ময় বোধ করি যদি আমরা বন্য হাঁসের ডানা গুলি কেটে ছেটে বাদ দিয়ে থাকি এবং ঈশ্বরের প্রাথমিকভাবে অভিপ্রেত আত্মিক অভিযান অপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে কম — কিছু বিষয় কমিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিন্যাসিত করে থাকি। আপনি বন্য হাঁসদের ধাওয়া করলে সে আপনাকে আপনার কল্পনার বাইরে আপনার অজ্ঞাত বর্তমান পথগুলি দ্বারা আপনার স্থান গুলিতে আপনাকে নিয়ে যাবে। যীশু বলেন, "বায়ু যেদিকে ইচ্ছা করে, সেই দিকে বহে, এবং তুমি তাহার শব্দ শুনিতে পাও, কিন্তু কোথা হইতে আইসে, আর কোথায় চলিয়া যায়, তাহা জান না। আত্মা হইতে জাত প্রত্যেকজন সেইরূপ" (যোহন ৩:৮)।

আমি এখন যেটির অধিকার লাভ করে থাকি তা হল ঃ প্রার্থনার বিকল্প কিছু না

থাকা। প্রার্থনার মত কোনো কিছুই আপনার জীবনে এক রোমাঞ্চকর শক্তি যুক্ত করবে না। যত বেশী আপনি প্রার্থনা করবেন আপনার দর্শন প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে।

জীবনের লক্ষ্যসমূহ স্থির করা

সম্প্রতি আমি একটি সপ্তাহে জীবনের তিনটি লক্ষ্য সমূহ সম্পাদিত করি। আমার ছেলে আর আমি গ্র্যাণ্ডে ক্যানিঅনে কিনারা থেকে কিনারা পর্যন্ত দীর্ঘ পদযাত্রা করেছিলাম। আমরা জেদী ব্যক্তির মতো কিনারা উপরে চেপে ছিলাম। আর আমরা ক্যানিঅনের উপরে হেলিকপ্টরে চড়ে ভ্রমণ করেছিলাম।

এটি একটি ছবির চেয়েও বেশীকিছু ছিল। এটি ছিল এক আত্মিক জীবন পরিক্রমা। আমার ছেলের ১২তম জন্মদিনে সে এক শিষ্যত্বের চুক্তি সই করেছিল যাতে তিনটি চ্যালেঞ্জ অন্তর্ভুক্ত ছিল ঃ আত্মিক, ধীশক্তিসম্পন্ন ও দৈহিক। আমাদের পারস্পরিকভাবে সম্মত লক্ষ্যগুলির নাগাল পাওয়ার জন্য যাত্রাটি ছিল এক পুরস্কার স্বরূপ।

আপনি জানেন কেন আমাদের বেশীরভাগ জনই জীবনের বাইরে চাওয়া নিজেদের বিষয়টি লাভ করে না? কারণ আমরা জানি না আমরা কি চাই। আর আপনি লক্ষ্যগুলি না স্থির করলে কখনই সম্পাদন করবেন না। আপনি যদি নিজের ব্যক্তিগত জীবন দর্শন প্রতিপালন করতে চান, আপনাকে অবশ্যই কয়েকটি জীবনের লক্ষ্যসমূহ স্থির করতে হবে। আমার শেষ বিষয়টি অনুগ্রহ করে পরোক্ষ উল্লেখ করুন এবং প্রার্থনার প্রসঙ্গে সেটির সম্পাদন চালিত রাখুন। মোটের ওপর আপনাদের সকলের করণীয় বিষয় হল স্বার্থান্বেষী লক্ষ্য সমূহের গুচ্ছ সন্নিবেশ করা, আপনি সেগুলি সম্পাদন না করলে আপনি অধিকতর ভাল অবস্থায় থাকবেন। কিন্তু সেগুলি প্রার্থনার প্রসঙ্গে আপনার স্থির করা থাকলে, জীবনের লক্ষ্য সমূহ তখন বিশ্বাসের এক বহিঃপ্রকাশ রূপে পরিণত হয় ঃ "আর বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয় জ্ঞান" (ইব্রীয় ১১:১)।

আরম্ভ করার ক্ষেত্রে আপনার কিছু বিষয়ে সাহায্যের দরকার হলে, আপনি বিনামূল্যে www.chasethegoose.com সাইটে আমার লিখিত জীবনের লক্ষ্য সমূহ স্থির করণের জন্য ১০টি ধাপ সমূহ শিরোনাম ডাইনলোড করতে পারেন। (দেখুন সাইডবার ঃ "জীবনের লক্ষ্যসমূহ স্থির করণের জন্য ১০টি ধাপসমূহ")। যাজকত্বের বাইরের এক জীবন আমি একটি পথে লাভ করে থাকি সেটি ছিল লক্ষ্যসমূহ স্থির করণের দ্বারা। আমার পারিবারিক লক্ষ্যসমূহ, প্রভাবিত করার লক্ষ্যগুলি, দৈহিক লক্ষ্যসমূহ ও ভ্রমণ করার লক্ষ্যসমূহ বিদ্যমান। লক্ষ্য করুন আমার কোনো আত্মিক লক্ষ্যগুলি না থাকার বিষয়টি। কারণটি হল সেগুলির সকলই আত্মিক। আমার প্রত্যাশা প্রতিটি লক্ষ্য হল তত্ত্বাবধান করণের এক বহিঃপ্রকাশ। আর সেটি প্রকৃত লিট্মাস পরীক্ষার দ্বারা অতিক্রম করে থাকে ঃ এটি কি ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করে?

প্রত্যেকের লক্ষ্য স্থির করণের ব্যক্তিত্ব থাকে না। কিন্তু আমাদের লক্ষ্যসমূহ না থাকলে আমাদের বেশীরভাগ নিত্যকর্মের উদ্দেশ্যে স্থির থাকার পেছনে গমন অব্যাহত রাখি। আর আমরা জীবন যাপন শুরু করি যেন জীবনের উদ্দেশ্য হল মৃত্যুর দিকে নিরাপদে পৌঁছানো। ঈশ্বর আপনাকে আহ্বান করে থাকেন আপনার জীবনের সঙ্গে জড়িত অপরাধ করার জন্য আর সেটি হল লক্ষ্য সমূহ সম্পাদন করার বিষয়। সেগুলি আপনাকে আক্রমণাত্মকের উপরে স্থাপন করে।

বলবতী স্পৃহা (ক্ষুধার্ত থাকা), নির্বোধ থাকা

শিক্ষালাভ করার জন্য প্রচুর পরিমাণে বলবতীস্পৃহা দ্বারা কোনো একজনকে অথবা বিশাল জ্ঞান সহ কোনো একজনের মধ্যে আমাকে মনোনয়ন করতে হলে, আমি প্রত্যেক সময়ে শিক্ষালাভ করার দিকে প্রচুর পরিমাণে বলবতী স্পৃহা (ক্ষুধা) সহ একজন ব্যক্তিকে মনোনয়ন করব। সময় পার হয়ে গেলে, আমাদের অনেকেই পবিত্র ক্ষুধা (স্পৃহা) ঃ জীবনের স্পৃহা হারিয়ে ফেলি। হারিয়ে ফেলি দুঃসাহসিক কাজে উদ্যোগ নেওয়ার চাহিদা। অতিপ্রাকৃতিকের নিমিত্তে স্পৃহা। ঈশ্বরের বাক্যের উদ্দেশ্যে ব্যাকুলতা। আপনি একটি জীবন দর্শন ধারণ করা সক্রিয় রাখতে চাইলে, আপনার দরকার ঈশ্বরের বিষয়গুলির উদ্দেশ্যে এক পবিত্র স্পৃহা (ক্ষুধা) অনুশীলন করা। আর সেগুলি হল এক অর্জিত উপভোগকরণ।

একটি দর্শন ধারণ করা অব্যাহত রাখার অর্থ বোঝায় (ক্ষুধার্ত থাকা) বলবতী স্পৃহা বজায় রাখা। এটি আবার বোঝায় নির্বোধ থাকা। আমি নিশ্চিত নোহ বৃহৎ জাহাজ নির্মান করণে নির্বোধ অনুভব করেছিলেন। দায়ূদ গলিয়ৎ-এর সম্মুখীন করণে নির্বোধ অনুভব করেছিলেন। ইস্রায়েলীয়েরা যিরীহোর চতুর্দিকে নিয়মিত পদক্ষেপ বা মার্চ করার জন্য নির্বোধ অনুভব করেছিল। বিজ্ঞ মনুষ্যগণেরা একটি নক্ষত্র অনুসরণ করণে বোকা ভেবেছিলেন। পিতর নৌকার বাইরে আসাকে বোকা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু বিশ্বাস হল নির্বোধ দেখার জন্য ইচ্ছুক হওয়া এবং ফলাফলগুলি নিজেদের উদ্দেশ্যে কথা কওয়া। নোহ প্রলয় প্লাবন কাটিয়ে উঠেছিলেন। দায়ূদ গলিয়ৎকে পরাজিত করেছিলেন। ইস্রায়েল যিরীহো জয় করেছিল। বিজ্ঞ মনুষ্যগণেরা মশীহকে আবিষ্কার করেছিলেন। পিতর জলের উপরে হেঁটে গিয়েছিলেন। আর যীশু মৃত্যু থেকে উত্থাপিত হয়েছিলেন। আপনি যদি বোকা দেখার জন্য ইচ্ছুক না হন আপনি নির্বোধ।

২০০৫-এর জুন মাসে ১২ তারিখে স্ট্যাণ্ডফোর্ড ইউনির্ভাসিটিতে স্টিভ ইয়োর দ্বারা প্রদত্ত এক আরব্ধ ঠিকানা সম্প্রতি আমি হঠাৎ দেখেছিলাম। ভাগ্যের পরিহাস যে ইয়োবস কখনই কলেজটি থেকে স্নাতক হয় নি। আমি ভালবাসি তার শেষ করার চ্যালেঞ্জটি ঃ "আমি যখন যুবক ছিলাম, *দ্যা হোল আর্থ ক্যাটালগ (The Whole Earth Catalog)* নামক এক অভূতপূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থ সেখানে ছিল, যেটি আমার প্রজন্মের বাইবেল সমূহের মধ্যে একটি। স্ট্যুয়ার্ট ব্রাণ্ড, যে মেনলো পার্কের স্থান থেকে বেশী দূরে বসবাস করতেন না, তিনি সেটি সৃজন করেছিলেন ও তার কাব্যিক স্পর্শের দ্বারা জীবনের জন্য এটি আনয়ন করেছিল। এটি ছিল গত ১৯৬০ সালে ব্যক্তিগত কম্পিউটারস্ ও ডেসক্টপ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে, তাই এটি ছিল টাইপ রাইটারস্, পোলারোয়েড ক্যামেরা আর কাঁচিগুলি দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। গুগল (google) আসার ৩৫ বছর আগে এটি ছিল একটি কাগজের পৃষ্ঠারূপে, গুগ্লের মত পৃথক ভাবে ছিল। সুবিন্যস্ত উপকরণগুলি ও ধারণাগুলি দ্বারা এটি ছিল আদর্শ ধর্মী এবং উচ্ছ্বলিত। স্ট্যুয়ার্ট এবং তার দল *দ্যা হোল আর্থ ক্যাটালোগের* একাধিক বিষয়গুলি নিয়োগ করে ও তারপর যখন সেটি তার গতিধারা চালু করল, তারা এক অন্তিম বিষয় নিয়োগ করল। সেটি ছিল ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি এবং আমি আপনার বয়সের ছিলাম। তাদের শেষ বিষয়ের পেছনের মলাটে শহরের রাস্তার এক প্রভাতের ছবি ছিল, আপনি অতীব দুঃসাহসিক হলে সেখানে প্রেরণা দেওয়ার দীর্ঘ পদযাত্রা করার ধরন হতে পারার বিষয়টির আপনি সন্ধান পেতে পারেন। এটির তলায় ছিল শব্দগুলি "বলবর্তী স্পৃহা ক্ষুধার্ত থাকা। নির্বোধ থাকা"। এটি ছিল তাদের বিষয় বার্তা তাদের স্বাক্ষরিত করা অনুসারে। ক্ষুধার্ত থাকা, নির্বোধ থাকা। আর আমি সেটি সর্বদা নিজের জন্য আশা করেছিলাম। আর এখন, আপনি নবউদ্যোগে শুরু করার জন্য স্নাতক হওয়া অনুসারে আমি আপনার জন্য আশা করি।

আপনি কি জীবন দর্শন ধারণ করতে চান?

ক্ষুধার্ত থাকুন। থাকুন নির্বোধ। ■

মার্ক ব্যাটার্সন ওয়াশিংটন ডি, সি, ন্যাশনল কমিউনিটি চার্চের (অ্যাসেম্বলিস অফ গড) পথ প্রদর্শনকারী যাজক।

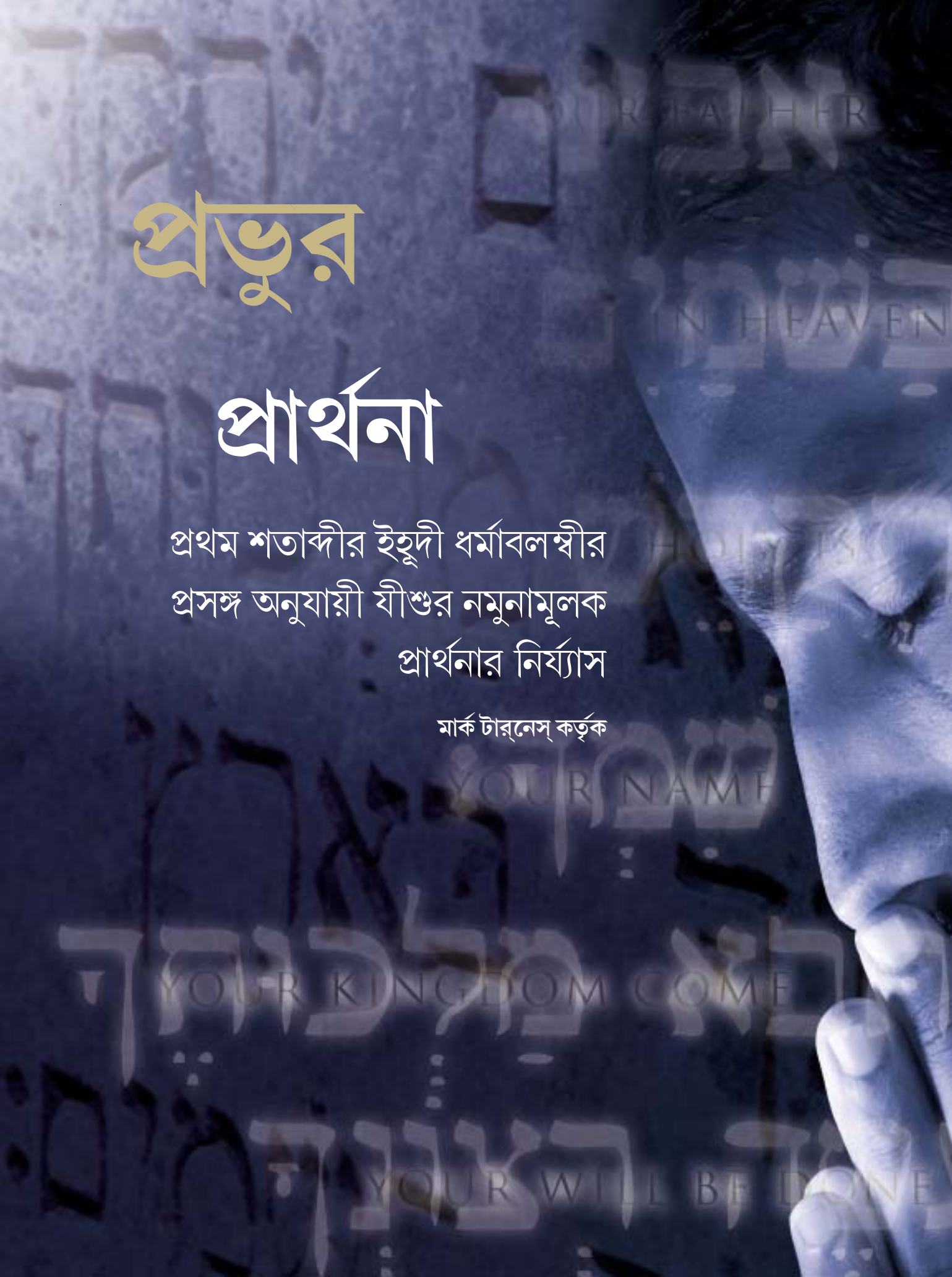

প্রভুর

প্রার্থনা

প্রথম শতাব্দীর ইহূদী ধর্মাবলম্বীর প্রসঙ্গ অনুযায়ী যীশুর নমুনামূলক প্রার্থনার নির্য্যাস

মার্ক টার্‌নেস্‌ কর্তৃক

যে সকল আধুনিক/বর্তমান পাঠকবৃন্দ সদাপ্রভুর প্রার্থনা এটির ভাষা তত্ত্বসংক্রান্ত এবং সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গের মধ্যে উপলব্ধি করে তারা যীশু, তাঁর বিশ্বাস ও অনুগামীদের প্রতি তাঁর প্রত্যাশার বিষয়গুলির এক নতুন, প্রগাঢ় ধারণা অর্জন করেন।

যীশুর জগত তাঁকে গঠিত ও নিরূপিত করেছিল। তিনি প্রথম শতাব্দীর ইহূদী এবং সেই মত তাঁর বাণী ও বিশ্বাস প্রথম শতাব্দীর ইহূদী ধর্মাবলম্বীর মাটিতে উদ্ভূত হয়েছিল। যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে প্রার্থনা করতে শেখানোর সময়ে (মথি ৬:৯-১৩; লূক ১১:২-৪), তিনি ঈশ্বর ও মানবজাতির প্রতি তাঁর দর্শন এই প্রার্থনার মাধ্যমে ভাব বিনিময় করণে ইহূদী ধর্মাবলম্বী প্রার্থনার সমসাময়িক প্রসঙ্গের মধ্যে সম্পাদন করেন। যদিও খ্রীষ্টিয়গণেরা মণ্ডলীর সূচনা থেকে "প্রভুর প্রার্থনা" উপাসনারত থাকে, কয়েক সংখ্যক যীশু এবং প্রথম শতাব্দীর ইহূদী ধর্মাবলম্বীর প্রসঙ্গ অনুযায়ী ভাষাতত্ত্ব সংক্রান্ত, ঐতিহাসিক ও সংস্কৃতিগত বিষয়ের মধ্যে প্রার্থনার স্থানের জন্য অন্বেষণরত থাকে। প্রভুর প্রার্থনায় খ্রীষ্টিয় অনুবাদের একাধিক কণ্ঠস্বরগুলির মধ্যে, আমরা প্রায়শই নাসারতের যীশুর কণ্ঠস্বর উপেক্ষা করি।

যীশু সহজ সরল শব্দগুচ্ছগুলি অথবা বাক্যসমূহের জটিলতাগুলির ধারণা, আত্মিক অন্তর্দৃষ্টি অথবা উন্মোচিত জ্ঞান বিষয়ক নয়। বরং এটির ভাষাতত্ত্ব সংক্রান্ত ও সংস্কৃতিগত প্রসঙ্গ অনুযায়ী বিষয়টি শ্রবণ করণের দ্বারা, আমরা যীশুর বিশ্বাস, ঈশ্বরের প্রতি তাঁর দর্শন ও ঈশ্বরের অভিমুখে যাওয়ার জন্য আমাদের শেখানো তাঁর পন্থার মধ্যে আমরা মহত্তর অর্ন্তদৃষ্টি লাভ করি।

এই প্রবন্ধ রচনার লক্ষ্য হল যীশুর উদ্দেশে একজন মুখপাত্র রূপে সেবাকাজ করা এবং পাঠকগণদের যীশুর চরণতলে বসার সুযোগ করে দেওয়া ও সদাপ্রভুর প্রার্থনার প্রারম্ভিক প্রয়োজনীয়তা ও প্রগাঢ় মতবাদের মধ্যে অর্ন্তদৃষ্টি লাভকরণ অব্যাহত রাখা। সম্ভবতঃ তাঁর জগতের মাঝে প্রবেশকরণ দ্বারা ও তাঁর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করণের মাধ্যমে আমাদের ভেতরে প্রবেশ করার ও আজকের দিনে তাঁর বাণী আরওভাবে জানিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা তাঁকে সুযোগ করে দিই।

পুরাকালীন ইহুদী ধর্মাবলম্বীর প্রার্থনা

ব্যাবিলনের অধিবাসীর বন্দীত্ব (খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠতম শতাব্দী) থেকে যিহুদী জাতির প্রত্যাবর্তনের পরে, প্রার্থনা এবং [Torah] তোরা (যিহুদীয় ধর্মগ্রন্থাবলী) থেকে একটি পঠন অন্তর্ভুক্ত জনসাধারণের প্রচলিত বিধিবদ্ধ উপাসনাগুলি আরও অধিক বিশিষ্ট রূপে পরিণত হয়েছিল এবং ইহুদী জাতির ধর্মীয় অনুভূতিগুলি গভীরতর করতে সাহায্য করেছিল। দ্বিতীয় মন্দির সময়কালীন প্রার্থনা ও তোরা (যিহুদীয় ধর্মগ্রন্থাবলী) পঠনের ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণতার উন্নতির উত্তরে ইহুদী জাতি সমাজগৃহ (ইহুদীদের ধর্মমন্দির উপাসনালয়) প্রতিষ্ঠা করেছিল। যদিও আমরা জানি না তাদের সঠিক উৎস, সমাজ গৃহ খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর দ্বারা যিহুদীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

গ্রীসো-রোমান সময় কালের [যথা মৃত সাগরের নির্ঘন্ট (Dead Sea scroll) ও রব্বিমূলক সাহিত্য] নানাবিধ সাহিত্য ইঙ্গিত করে যে এক স্থাপিত প্রার্থনা যিহুদীয় সম্প্রদায় গুলির ও ব্যক্তি সমূহের ধর্মীয় অভিব্যক্তিগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকরূপে পরিণত হয়েছিল। স্থাপিত প্রার্থনা সমূহের উদয় হওয়ার সঙ্গে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ বারংবার প্রার্থনাকে এক "স্থায়ী" চর্চ্চারূপে পরিণত হওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিল। প্রাজ্ঞজনেরা চাননি প্রচলিত বিধিবদ্ধ উপাসনাগুলি আভ্যন্তরিক নিষ্ঠার শক্তিবিহীন, যান্ত্রিক ও নিয়ম রক্ষা করার মত এমন কিছু বিষয়ের কারণে প্রার্থনা কমিয়ে দেওয়ার জন্য। বিষয়টির সমাপ্তিতে, প্রাজ্ঞজনেরা বারংবার ব্যক্তিগত প্রার্থনা অথবা জনসাধারণের অন্তরের অভিপ্রায়ের উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন (দেখুন লূক ১৮:৯-১৪)।

সবচেয়ে বিশিষ্ট স্থাপিত প্রার্থনাগুলি যা গ্রীসো-রোমান সময়কালে আরম্ভ হয়েছিল, এখনও আজকের দিনের যিহুদী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পালিত/আরাধিত হয় দ্যা *সেমনে এস্‌রে Shemoneh Esreh* ("আঠারো [আর্শীবাণী]") বলে, যেটি এই প্রার্থনার ভেতরকার আর্শীবাণীর সংখ্যা নির্দেশ করে। এই প্রার্থনা ছিল খ্রীষ্টাব্দ ৯০-১০০ দ্বারা এটির বর্তমান গঠনের মধ্যে, এটির বহু অংশগুলি খ্রীঃ পূঃ প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীগুলির ঘটনা। Rabban Gamaliel রব্বান গামালিয়েল (খ্রীষ্টাব্দ ৯০-১০০) কথা অনুসারে "একজনের অবশ্যই প্রত্যেকদিন আঠারোবার [স্বস্তিবচন] (আর্শীবাণী)" বলা

দরকার। প্রাজ্ঞজনেরা অবশ্য উপলব্ধি করেছিলেন যে জীবনের পরিস্থিতিগুলি সর্বদা সম্পূর্ণ "আঠারোটি আশীর্বাণী" গুলি প্রার্থনা করার সুযোগ দেয় না। তাই তারা সংক্ষিপ্ত প্রার্থনাগুলি প্রদান করেছিলেন যা লোকেরা প্রার্থনা করতে পারত এবং তাদের দায়বদ্ধতা পরিপূরণ করতে পারত।

যীশুর সময়কালীন একজন যুবক রব্বি এলাইজার (Rabbi Eliezer) এক সংক্ষিপ্ত প্রার্থনার যোগান দিয়েছিলেন যা *"অ্যামিদা" (Amidah)* মুখস্থ বলার জন্য একজনের কর্তব্য পরিপূরণ করতে পারে। "উর্দ্ধে স্বর্গস্থ স্থানে তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, এবং নিম্নে তোমাকে যারা ভয় পায় তাদের প্রতি মনের শান্তি অনুমোদন কর, এবং তোমার চক্ষুদ্বয়ের উত্তম বিষয়টি যেন সম্পাদন হয়। ধন্য তোমাকে, সদাপ্রভু, যিনি প্রার্থনার উত্তর দেন"। এই প্রার্থনা ও শিষ্যদেরকে শেখানো যীশুর প্রার্থনার মধ্যেকার সাদৃশ্য সম্পূর্ণরূপে প্রতীয়মান। এই সাদৃশ্য অন্যান্যগুলির সঙ্গে নিম্নে আলোচিত — এবং (প্রাজ্ঞজনেদের সুদূর প্রসারী প্রবণতা) শিষ্যদের প্রতি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনাগুলি প্রদান করার জন্য যা অ্যামিদা প্রার্থনাকরণের দায়বদ্ধতার পরিপূর্ণতা ইঙ্গিত দেয় যে প্রভুর প্রার্থনার মধ্যে যীশু মহান যিহুদীয় প্রার্থনার বিষয়ে তাঁর নিজস্ব সংক্ষিপ্ত প্রার্থনাসহ, তাঁর ও তাঁর শিষ্যদের উত্তমরূপে অবগত থাকার এক প্রার্থনা তাঁর অনুগামীদের যোগান দিয়েছিলেন।

আমাদের স্বর্গস্থ পিতা

প্রভুর প্রার্থনা শুরু হয় "আমাদের স্বর্গস্থ পিতা" (মথি ৬:১৯) প্রাচীন যিহুদীয় প্রার্থনাগুলির মধ্যে ঈশ্বরের দিকে পরোক্ষভাবে উল্লেখকরণের এক সর্বজনীন ধরন। পুরাতন নিয়মের মধ্যেকার ভাববাদী ও কাব্যকারগণেরা বারংবারভাবে ঈশ্বরের উল্লেখকরণে কাল্পনিক পিতা বলে সম্বন্ধ করে থাকে। "পিতা" রূপে ঈশ্বরকে সনাক্তকরণের দ্বারা বাইবেল ভিত্তিক রচয়কগণেরা, আমরা যে ঈশ্বরের সৃষ্টি ও তাঁর সন্তান স্বরূপ, তাঁকে মান্য করার ও তাঁর পন্থাগুলি অনুসরণ করার দিকে আমাদের এক দায়িত্বশীলতা থাকার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয় (দ্বিবি ৩২:৬; মালাখি ১:৬)।

ধার্মিক হোক্ বা না হোক্ ঃ প্রত্যেক মানুষের প্রতি ঈশ্বরের পিতৃত্ব সনাক্ত করার জন্য "আমাদের পিতা" শব্দগুচ্ছটি যীশু প্রয়োগ করেন। "তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও, এবং যাহারা তোমাদিগকে তাড়না করে, তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও, যেন তোমরা আপনাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হও, কারণ তিনি ভাল মন্দ লোকদের উপরে আপনার সূর্য্য উদিত করেন, এবং ধার্মিক অধার্মিকদের উপরে জল বর্ষান" (মথি ৫:৪৪, ৪৫)।

যীশুর কথানুসারে, কোনো একজন ব্যক্তির অথবা দলের ঈশ্বরের প্রতি স্বতন্ত্র অধিকারগুলি থাকে না কারণ সকলেই তাঁর সন্তান। যীশুর জগত দর্শন সেই প্রাজ্ঞজনেদের অনুসরণ করে। যীশু ও প্রাজ্ঞজনেদের অনুসারে, ঈশ্বর একজন উত্তম পিতার ন্যায়, তাঁর সন্তান সন্ততিদের যত্নেনে এমনকি তারা সেটির যোগ্য না থাকার সময়েও (মথি৬:২৫-৩৪; ৭:৭-১১; লূক ১১:৯-১৩; ১২:২২-৩২)। তথাপি, তিনি তাঁর প্রেম ও অনুগ্রহের মাঝে তাদেরকে নিয়মানুবর্তীও করবেন (হিতোপদেশ ৩:১১, ১২; ইব্রীয় ১২:৫-১১)।

তোমার নাম যেন পবিত্রীকৃত হয়

"আমাদের স্বর্গস্থ পিতা" আবাহনগীতির পরে, যীশু প্রার্থনার প্রথম আশীর্বাণীর উত্থাপন করেন, "তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক" (মথি ৬:৯)। যীশুর অভিপ্রেত অনুসারে প্রভুর প্রার্থনার প্রথম আশীর্বাণীর সাধারণ ভাষান্তর শব্দগুচ্ছের অর্থ দখল করতে ব্যর্থ হয়। বিষয়টি প্রশংসা ও মহিমান্বিতের (উন্নতির) এক বিবৃতি ছিল না ঃ বরং গ্রীক সুসমাচারের পশ্চাতে ইব্রীয় শব্দগুচ্ছটি "তোমার নাম যেন পবিত্রীকৃত হয়" ভাষান্তরটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

পুরাতন নিয়মের যিশাইয় ৬:৩ পদে ঈশ্বরের নামে পবিত্রকরণের ধারণাটি আমরা সম্মুখীন হই। ভাববাদী যিহিষ্কেলও ঘোষণা করলেন, "আমি [ঈশ্বর] আপনার মহত্ব ও পবিত্রতা প্রকাশ করিব (অর্থঃ আমি নিজেকে মহান ও পবিত্র করিব), এবং

কয়েকজন শিক্ষাগুরু "স্বর্গরাজ্যের" শব্দগুচ্ছটির বিষয়ে খ্রীষ্টিয়দের ধারণাকে ভুল পথে চালিত করে থাকে শব্দগুচ্ছের ভাষার কারণে।

বহু সংখ্যক জাতির সাক্ষাতে আপনার পরিচয় দিব, তাহাতে তারা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু" (যিহিষ্কেল ৩৮:২৩)। ইব্রীয় শব্দগুচ্ছ "আমি নিজেকে পবিত্র করিব" যীশুর আশীর্বাণী "তোমার নাম যেন পবিত্রীকৃত হয়" ভাষান্তরকে অনুরূপ করে।

যিহিষ্কেল অনুসারে, ঈশ্বর তাঁর কার্য্যাবলীর দ্বারা তাঁর নাম পবিত্র করেন। পুরাতন নিয়ম এবং প্রাচীন যিহুদীয় সাহিত্য ইঙ্গিত দেয় যে ঈশ্বরের লোকেরা তাঁর কার্যের প্রণালী দ্বারা তাঁর নাম পবিত্র করে। যখনই লোকেরা তাঁর আজ্ঞাসমূহ পালন করে তারা ঈশ্বরের নাম পবিত্র করে। আমাদের বাধ্যতাদ্বারা ঈশ্বরের নাম পবিত্রকরণের বিপরীত হল তাঁর নাম মান্য না করার মাধ্যমে অধার্মিকের মতো ব্যবহার করা (গণনা ২০:১২)।

পরে যিহুদীয় প্রাজ্ঞগণেরা "সমুদয় জাতির মধ্যে স্বর্গের নাম অপবিত্রকৃত হওয়ার" আশংকায় পরজাতীয়দের সঙ্গে যে কোনো অনৈতিক আর্থিক সংক্রান্ত মোকাবিলা নিষেধ করে দিলেন কারণ তাঁর সন্তানেরা তাদের কার্য্যাবলীর মধ্যে ঈশ্বরের নামে সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। যিহিষ্কেল পদ অনুসারে পরজাতীয়দের মধ্যে প্রভুর নাম নিন্দিত হওয়ার আশংকায় পৌল একইভাবে রোমীয় ২:২১-২৪ পদে পরজাতীয়দের মাঝে পবিত্র জীবন যাপন করার জন্য রোমে যিহুদীদের আহ্বান করেন। ঈশ্বরের নাম পবিত্রীকৃত হয়, তাঁর কার্যসমূহের পন্থা দ্বারা নয় আমরা কিভাবে কাজ করি তার দ্বারা; পরিণামে, আমরা আমাদের অবাধ্যতার দ্বারা তাঁর নাম অপবিত্র করি বিশেষতঃ অন্যজনেদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কযুক্ত হওয়ার উপায়টির মধ্যে।

যীশুর সময়ে পরিচালনার কার্য্যের বছরগুলির মধ্যে যিহুদীয় দুঃখ যাতনা ভোগ করণ ও ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ পালন করার দিকে যিহুদীয় অঙ্গীকার বদ্ধতার কারণে বছরগুলির মধ্যে বহুল পরিমাণে সংঘটিত হয়েছিল। ফলতঃ "নামের পবিত্রকরণ" শব্দগুচ্ছটি ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহের প্রতি তাদের ভক্তির কারণে মৃত্যুকালীন শহীদত্বের উদ্দেশ্যে এক কোমল উক্তিরূপে পরিণত হয়েছিল।

আমাদের পূর্ববর্তী প্রস্তাবনা ছিল যে প্রভুর প্রার্থনা ছিল যীশুর শেখানো এক সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা — অন্যান্য যিহুদীয় প্রাজ্ঞজনেদের মত সেটি অ্যামিদা প্রার্থনাকরণের বিষয়ে একজনের দায়বদ্ধতার পরিপূর্ণতা। *অ্যামিদা*-এর তৃতীয় আশীর্বাণী *Kedusah (কেদুশা)* (পবিত্রকরণ) রূপে পরিচিত প্রভুর প্রার্থনার প্রথম আশীর্বাণী গুলির অনুরূপ ঃ "এই জগতে তোমার নাম আমরা যেন পবিত্র করতে পারি যেরূপে সেটি স্বর্গে উচ্চতম স্থানে পবিত্রীকৃত হয়"। — "তোমার নাম যেন প্রবিত্রীকৃত হয়"। ..... তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন পৃথিবীতে তেমনি সিদ্ধ হউক। যেমন আমরা দেখব প্রভুর প্রার্থনার প্রথম তিনটি আশীর্বাণীতে— "তোমার নাম পবিত্র বলিয়া

মান্য হউক", "তোমার রাজ্য আইসুক," এবং "তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক"— কাব্যিকভাবে অনুরূপ এবং একই বিষয়ের বৈচিত্রময়তাগুলির মাত্রা। যীশু তাঁর প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে অনুরোধের আশীর্বাণী দ্বারা শুরু করেন যেন তাঁর নাম সেই পথের মাধ্যমে পবিত্রীকৃত হয়ে থাকুক যার দ্বারা তাঁর শিষ্যগণেরা তাঁকে এই জগতে পুরোপুরি মান্য করে যেরূপ স্বর্গের উচ্চতম স্থানে স্বর্গীয় দল করে, যেখানেই ঈশ্বরের ইচ্ছা সিদ্ধ হবে তাঁর নাম পবিত্রকৃত হয়।

তোমার রাজ্য আইসুক

এ পর্যন্ত সুসমাচার গুলির মধ্যে অন্যান্য যে কোনো অপেক্ষা যীশুর ব্যবহৃত অধিকতর শব্দগুচ্ছ "স্বর্গরাজ্য" ঐতিহাসিকভাবে, খ্রীষ্টিয় ধর্মাবলম্বী ও খ্রীষ্টিয় জগতের মাঝে এটি সম্ভবতঃ ভুল অর্থ বোঝার ধারণাগুলির মধ্যে একটি। পরম্পরাগতভাবে, ধর্মতত্ত্ববিদ ও পণ্ডিতগণেরা "স্বর্গরাজ্য" শব্দগুচ্ছটি নিরূপিত করে থাকেন, যেমন, হয় ১) এস্ক্যাটোলজিক্যালের (মৃত্যু ও শেষ বিচার সংক্রান্ত মতবাদ) মত কিছু বিষয়ের দিকে (যথা যুগের শেষে) অথবা (এপোক্যালিপটিক) সত্যের আবরণ উন্মোচন সংক্রান্ত কোনো কিছু সংশ্লিষ্ট হওয়ার জন্য কিংবা ২) পৃথিবীর উপরে এক মুক্তিদাতা সংক্রান্ত রাজ্য স্থাপন করার দিকে যীশুর আকাঙ্খা, ক্রুশের বিয়োগান্ত কাহিনীর দ্বারা চুরমার হওয়ার এক প্রত্যাশা।

রব্বি সংক্রান্ত সাহিত্যের মধ্যেকার সুসমাচার গুলির বাইরে "স্বর্গরাজ্যের" অভিব্যক্তি একমাত্র প্রতিভাত হয়; চিত্তাকর্ষক রহস্য উন্মোচন সংক্রান্ত অথবা এস্ক্যাটোলজিক্যাল সংক্রান্ত বিষয়গুলির সাহিত্য সহ এটি অন্য কোনো আর যিহুদীয় সাহিত্য প্রতিভাত হয় না। কয়েকজন শিক্ষাগুরু "স্বর্গরাজ্যের" শব্দগুচ্ছটির বিষয়ে খ্রীষ্টিয়দের ধারণাকে ভুল পথে চালিত করে থাকে শব্দগুচ্ছের ভাষার কারণে। প্রথমতঃ "স্বর্গ" কোনো একটি অবস্থানের কথার জন্য উল্লেখিত হয় না। বরং হেলিনিস্টিক ও রোমান সময় কালে (খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী, তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দ), যিহুদী জাতি ঐশ্বরিক নাম অথবা ঈশ্বরের নাম স্পষ্টভাবে প্রকাশকরণ এড়িয়ে যেত। তারা ঈশ্বর সম্পর্কে বাগাড়ম্বর প্রয়োগ করে কথা বলত যেমন, গৌরবান্বিত, সর্বত্র বিরাজমান, স্থান, স্বর্গ। সেইরূপ "স্বর্গের রাজ্য" "ঈশ্বরের রাজ্য" হতে ভিন্ন নয় (যেরূপে শব্দগুচ্ছ লূকের সুসমাচারের মধ্যে প্রকাশিত)।

দ্বিতীয়তঃ ইংরাজীতে কিংডম (রাজ্য) বাংলায় "রাজ্য" সূচিত করে এক পার্থিব স্থান। ইব্রীয় ভাষায় অবশ্য "রাজ্য" শব্দটি হল এক ক্রিয়াপদজাত বিশেষ্য পদ এবং অপেক্ষাকৃত উত্তম অনুদিত "রাজত্বকাল" অথবা "নিয়ম" রূপে, এইরূপে "ঈশ্বরের নিয়ম (রাজত্বকাল)" রূপে অনুবাদ করা হয়। প্রভুর প্রার্থনায় শব্দগুচ্ছটি "তোমার রাজ্য আইসুক" প্রস্তাবনা দিতে পারে ঈশ্বরের রাজত্বের আগমনের এক আগামী উপলব্ধি, কিন্তু শব্দগুচ্ছের গ্রীক সুসমাচার গুলির পশ্চাতে "রাজারূপে একজনকে প্রতিষ্ঠাকরণ" অথবা "একজনকে রাজা তৈরীকরণের" ধারণাটির প্রস্তাব দেয়। এইভাবে যীশুর আশীর্বাণী অনুরূপ হয় যিহুদীয় প্রার্থনা কাদ্দিশের সঙ্গে ঃ "তিনি তাঁর রাজত্বকালের জন্য তাঁর রাজ্যের (নিয়ম) কারণ হউক"। শব্দগুচ্ছটি "তোমার রাজ্য আইসুক" আরও অধিক উত্তমরূপে ভাববিস্তার করবে "তোমার রাজত্বকাল স্থাপনকরণ স্থায়ী থাকুক" রূপে।

প্রাজ্ঞজনেদের মধ্যে "স্বর্গ রাজ্য" শব্দগুচ্ছটি এক ভবিষ্যতের সময় পূর্বে অনুমান যখন ঈশ্বর জগতের সকল বাসিন্দাদের দিকে তাঁর নিয়ম প্রকাশ করে থাকেন। সেই সময়ে, ঈশ্বর ইস্রায়েল থেকে বিদেশী কর্তৃত্বের যোয়ালটি সরিয়ে দিয়ে থাকেন। কয়েকজন আবার পূর্বে অনুমান করেছিলেন যে "স্বর্গরাজ্যের" উন্মোচন শয়তান ও তাঁর ক্ষমতাগুলির পরাজয়ের সংকেত দেবে। বর্তমানে যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ মান্য করা অব্যাহত রাখে, তাদের উপরে কর্তৃত্ব করার দিকে তাঁর অধিকার স্বীকার করে আর এইরূপে "স্বর্গরাজ্য" টি উপলব্ধি করে।

প্রাজ্ঞজনেরা এই জগতের স্বর্গরাজ্যের উপলব্ধি করণের সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি ইস্রায়েলের বাধ্যতা সংযুক্ত করেছিলেন। বস্তুতঃ অবাধ্যতার ফলস্বরূপ বিদেশী শাসকের দিকে তাঁরা ইস্রায়েলের শাসন আরোপ করেছিলেন। "যদি ইস্রায়েলের লোকসভা ব্যবস্থার মাত্রা লঙ্ঘন করে, বিদেশী ধারণাগুলি তার উপরে রাজত্ব করবে এবং যদি তারা ব্যবস্থা বজায় রাখে বিলাপ, খেদোক্তি বা সন্তাপ তার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে"। ফলস্বরূপ, রব্বিনিক পরিধিগুলি মধ্যে "স্বর্গরাজ্য" শব্দগুচ্ছটি ঈশ্বরের কেবলমাত্র নিয়ম দাবি করে থাকা প্রবলভাবে অনুরক্তদের বিরুদ্ধে এক ভক্তিমত্ত বিরোধী শ্লোগানরূপে গঠিত। অত্যন্ত গোঁড়া লোকেরা (ভক্তিমত্তগণেরা) রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং যারা তার সঙ্গে পারস্পরিক প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে সংঘবদ্ধ এই বিশ্বাস করে যে তার বিরুদ্ধে উৎপীড়নের বিষয়ে রোমের কর্মকৌশলগুলি প্রয়োগ করার দ্বারা তারা পৃথিবীতে ঈশ্বরের নিয়ম স্থাপন করতে পারবেন (লূক ২২:২৪-২৭)।

ভক্তিমত্তাদের দ্বারা পক্ষ সমর্থিত উৎপীড়নের বিপরীতে প্রাজ্ঞজনেরা শিক্ষা দিলেন যে পৃথিবীতে ঈশ্বরের নিয়মের উপলব্ধিকরণ তখনই উদয় হবে যখন তাঁর লোকেরা তাঁর আজ্ঞাসমূহ পালন করবে। যীশু ও প্রাজ্ঞজনেদের ক্ষেত্রে, স্বর্গরাজ্য হল বর্তমান ও ভবিষ্যত।

ঈশ্বরের রাজত্বকাল ভবিষ্যতে দৃষ্টিগোচরীয়ভাবে প্রকাশিত হওয়ার সময়ে, তাঁর রাজত্ব তাঁর লোকেদের বাধ্যতার মধ্যে বর্তমানে প্রকাশিত হয়। যীশু পক্ষান্তরে, অতুলনীয়ভাবে তাঁর আন্দোলনকে সময়ের মধ্যে এক ঐতিহাসিক বিষয় সূচনাকরণ রূপে বুঝেছিলেন যার মধ্যে রাজ্য "সম্মুখে প্রাদুর্ভাব হয়েছিল" (মথি ১১:১২; লূক ১৭:২০,২১) এবং আমরা সেই সকল বর্তমান কালে স্বর্গরাজ্যের জীবিতদের সনাক্ত করি, ঈশ্বরের প্রতি তাদের বাধ্যতার মাধ্যমে (মথি ৫:২০)।

প্রভুর প্রার্থনার মধ্যে, প্রার্থনা করার জন্য শিষ্যদের প্রতি যীশুর শিক্ষা "তোমার রাজত্বের প্রতিষ্ঠা চিরন্তন স্থায়ী হউক" (যথা আমাদের বাধ্যতার মাধ্যমে) প্রারম্ভিক আশীর্বাণীর অনুরূপ হয়। "তোমার নাম যেন পবিত্রকৃত হয়," কারণ আমরা ঈশ্বরের নাম পবিত্র করে তুলি এবং তাঁর রাজত্ব স্থাপন করি আমাদের বাধ্যতার মাধ্যমে। অতএব, শুধু তাই নয় এটি পরবর্তী আশীর্বাণীকে অনুরূপ করে "তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন পৃথিবীতে তেমনি সিদ্ধ হউক"। এইরূপে, যীশুর নমুনামূলক প্রার্থনার সূচনার দিকে তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে প্রার্থনা করার জন্য শিক্ষা দেন ঃ "তোমার নাম যেন পবিত্রীকৃত হয়," এবং তোমার রাজত্ব যেন তোমার ইচ্ছা ও আজ্ঞা সমূহের দিকে বাধ্যতা ও আনুগত্যের (নতিস্বীকার) মাধ্যমে স্থাপিত হয়"।

তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক

অ্যামিদাতে, তৃতীয় আর্শীবাণী, দ্যা কেদুশা (পবিত্রকরণ) পাঠসমূহ ঃ "*এই জগতে* তোমার নাম আমরা পবিত্রজ্ঞান করি যেরূপে এটি *সর্ব্বোচ্চ উর্দ্ধে স্বর্গে* পবিত্রীকৃত" (সংযোজিত আরোপিত গুরুত্ব)। যীশু বলেন, "তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতে হউক"।

প্রথম শতাব্দীর যিহুদীয় ঈশ্বর ভক্তির একাধিক শ্রোতধারার মধ্যে, "(উইল) ইচ্ছা" শব্দটি, "ঈশ্বরের ইচ্ছার" অন্তর্গত হওয়া অনুসারে, একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভেদকরণের মতবাদ সংক্রান্ত ধারণা ছিল। প্রথম শতাব্দীর কথানুসারে যিহুদীয় ঐতিহাসিক, যোষেফস, ঐশ্বরিক বিধান, অথবা ঈশ্বরের ইচ্ছার সম্পর্কে প্রশ্নগুলি করে যিহুদীয় দলসমূহের তিনটি নীতির প্রভেদ করে দিলেন (ফরীশী, সদ্দূকী ও এসোন)। যোষেফস ফরীশীদের সম্পর্কে বলেন, "তাদের কথা নিশ্চিত ঘটনাগুলি হল নিয়তির কর্ম (যথা, ঐশ্বরীয় বিধান), কিন্তু সকলই নয়; যেরূপে অন্যান্য ঘটনাবলীর অবস্থাতে সেটি নির্ভর করে সেগুলি ঘটবে নাকি ঘটবে না তার উপরে," বিশেষতঃ ন্যায়নিষ্ঠ ও নীতিহীন আচরণগুলি বিষয়সমূহের মধ্যে। ফরীশীদের চৌহদ্দীগুলির মধ্যে, ঈশ্বরের ইচ্ছার ক্রিয়াকলাপ আজ্ঞাসমূহ মান্য করণের সঙ্গে সমতুল্য ছিল।

ফরীশীদের তুলনায়, এসোনেরা বিশ্বাস করত সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছার দ্বারা পূর্বে নির্ধারিত। যোষেফের কথানুসারে, "এসোনের ধর্মীয় গোষ্ঠী পক্ষান্তরে, ঘোষণাকরে যে নিয়তি হল সর্ব বিষয়বস্তুর কর্ত্রী, আর কোনোকিছুই মনুষ্যগণের ভাগ্যে ঘটে না যতক্ষণ না সেটি তার কপালের লিখন অনুযায়ী হয়"। এসোনের

ক্ষেত্রে জগতের মধ্যকার সকল বিষয় এমনকি ন্যায় নিষ্ঠ ও নীতিহীন সনাক্তকরণ ঈশ্বরের ইচ্ছায় নির্ধারিত। এসোনের পূর্ব নির্ধারণমূলক তাদেরকে সমাজের অবশিষ্টাংশ থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করার দিকে চালিত করে এবং সাম্প্রদায়িক (উপদলীয়) ধারণা ও অনুশীলনগুলি গঠন করে। এসোনের কঠোর পূর্বনির্ধারণমূলকতা যীশুর শিক্ষাদানগুলির মধ্যে আবির্ভূত হয় না, অধিকন্তু, একজন এসোন প্রার্থনারত থাকবে না "তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক"।

প্রাজ্ঞজনেরা ক্রমাগতভাবে ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহের (যথা তাঁর ইচ্ছা) দিকে ইস্রায়েলীয়ের বাধ্যতাসহ মুক্তির জন্য তাদের প্রত্যাশাগুলি সংযুক্ত করেছিলেন। যীশুও ঈশ্বরের ইচ্ছার দিকে জনগণের বাধ্যতা সংযোজিত করেন, অনুশোচনার মাধ্যমে, স্বর্গরাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করার দ্বারা এবং ইস্রায়েলের প্রত্যাশাগুলি পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে (লূক ৪:১৬-৩০; মথি ৪:১৭; যিশাইয় ৫৮:৬-৯; ৬১:১, ২)। যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে শিক্ষা দিলেন যে, ঈশ্বরের প্রতি তাদের বাধ্যতার মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছা পৃথিবীতে সম্পাদন হয় যেরূপে স্বর্গের দূতগণের দ্বারা হয়। ঈশ্বরের নিয়মের প্রতি নতিস্বীকার করণের দ্বারা আমরা ধরায় তাঁর রাজত্ব স্থাপন করি। যীশুর প্রার্থনা ঈশ্বরকে অনুরোধ করে তাঁর নাম পবিত্র করার জন্য, তাঁর নিয়ম স্থাপন করা ও যীশুর অনুগামীদের কর্তব্যপরায়ণ আনুগত্যের দ্বারা তাঁর ইচ্ছা সম্পাদন করার জন্য। যীশু তাঁর সমসাময়িক যিহুদীদের মত এরূপ কর্তব্যপরায়ণতাকে পুনরুদ্ধারের জন্য প্রস্তুতিমূলকরূপে দর্শন করেছিলেন।

আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য (দৈহিক আহার) আজ আমাদিগকে দাও

প্রভুর প্রার্থনার লূকের অনুচ্ছেদের পাঠ্যবস্তু, "আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রতিদিন আমাদিগকে দাও" (আক্ষরিকভাবে অবিরতভাবে আমাদেরকে দান করা)। মথির "আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও" (৬:১১) যীশুর সনির্বন্ধ প্রার্থনা ইহুদী জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত ভাষার বৈশিষ্ট্য অপেক্ষাকৃত ভাল ভাবে রক্ষা করে, সমভাবে যীশুর সহজাত দৃঢ়বিশ্বাস যে প্রতিদিন এটির নিজস্ব আর্শীবচন ধারণ করে (মথি ৬:২৪-৩৪; লূক ১২:২২-৩১)।

যীশু ভিত্তিমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে দিনের পরে একজনের ব্যবস্থা অনুসন্ধান করার দিকে প্রকাশিত উদ্বেগ ও আশংকা যা যীশুর ক্ষেত্রে একজন "স্বল্প-বিশ্বাসী" হওয়া রূপে চিহ্নিত করে (মথি ৬:৩০-৩২)। বিষয়টির মধ্যে, যীশু যিহুদীয় চিন্তাধারার এক শ্রোতধারা যুক্ত করলেন যা প্রত্যেক দিনটিকে দর্শন করেছিল এটির নিজস্ব পবিত্রতা অধিকারভুক্ত করণরূপে এবং সেইমতো একজনের দিনের জন্য দিনেই ঈশ্বরের প্রশংসা করা দরকার (মথি ৬:৩৪)।

অংশত প্রান্তরে ইস্রায়েলীয়দের প্রতি ঈশ্বরের নির্দেশ "লোকেরা বাহিরে গিয়া প্রতিদিন দিনের খাদ্য কুড়াইবে" (যাত্রা পুস্তক ১৬:৪-১০)। সেই স্থানে মান্নার (দৈনিক আহার) অলৌকিক কার্য্যের প্রাসঙ্গিক উপাখ্যানটি থেকে এই জগত দর্শনের উৎপত্তি সংগৃহীত হয়েছিল। লোকেদেরকে নিজ নিজ ভরণ পোষনের জন্য ঈশ্বরের উপর প্রতিদিন নির্ভর করার প্রয়োজনকরণের দ্বারা, তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করলেন "তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবে কি না" সেটি নিশ্চিত হওয়ার জন্য (যাত্রাপুস্তক ১৬:৪; আরও দেখুন দ্বি বি ৮:২-৪; লূক ৪:৪)।

আগামী দিনের বিষয়ে "স্বল্প বিশ্বাসী" হওয়ারূপে যীশু সেই সকল উদ্‌বিগ্ন লোকেদের সনাক্ত করলেন। এই দৈনিক আত্মবিশ্বাস ও মনোভাবের উৎস ইতিবাচক চিন্তাধারার ক্ষমতার মধ্যে স্থাপিত নয়, বরং ঈশ্বরের মধ্যে হৃদয়হীন বিশ্বাস দ্বারা প্রসূত হয়, যিনি দিন সৃষ্টি করেন ও সকলজীবন প্রতিপালন করেন।

প্রার্থনা করার জন্য যীশুর শিক্ষা, "আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দাও," দুশ্চিন্তা ও উদ্‌বিগ্ন হওয়ার প্রসঙ্গে তাঁর মনোভাবের ক্ষেত্রে উপযুক্ত "ইহা বলিয়া ভাবিত হইও না যে, 'কি ভোজন করিব?' বা 'কি পান করিব?' বা 'কি পরিব?' ..... তোমাদের স্বর্গীয় পিতা ত জানেন যে, এই সকল দ্রব্য তোমাদের প্রয়োজন আছে ..... অতএব কল্যকার নিমিত্তে ভাবিত হইও না, কেননা কল্য আপনার বিষয় আপনি ভাবিত হইবে, দিনের কষ্ট দিনের জন্যই যথেষ্ট" (মথি ৬:৩১-৩৪; দেখুন লূক ১২:২২-৩১)। উদ্বিগ্ন হওয়ার বিষয়ে তাঁর বক্তব্যের সিদ্ধান্তটির দিকে যীশু বললেন, "তোমরা বরং তাঁহার রাজ্যের বিষয়ে সচেষ্ট হও, তাহা হইলে এই সকলও তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে" (লূক ১২:৩১; মথি ৬:৩৩)।

যীশু লোকেদের নির্দেশ দিলেন আমাদের স্বর্গস্থ পিতা তাদেরকে প্রতিপালন করার প্রকৃত উৎসটির উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার জন্য। যীশু তাঁর সমসাময়িক যিহুদীদের মত অভিব্যক্ত করলেন যে একমাত্র যে জন দিনের ব্যবস্থার বিষয়ে ঈশ্বরের প্রতি যথার্থভাবে আস্থা রাখে সেই জনই উপযুক্তভাবে আজ্ঞাসমূহের প্রতি মনোযোগ অর্পণ করতে পারে। একজনের জীবনের প্রাথমিক লক্ষ্য ঈশ্বরের ইচ্ছার দিকে বাধ্যতা প্রস্তুত করণের মাধ্যমে সেই ব্যক্তির জীবনের তত্ত্বাবধানের বিষয়ে উদ্‌বিগ্ন হওয়ার দরকার নেই, জীবনের যত্নশীলতার বিষয়ে যে ব্যক্তি উদ্‌বিগ্ন হয় সেই জন আমাদের পিতা ঈশ্বরের চরিত্রটি ভুল অনুধাবন করে।

প্রভুর প্রার্থনা যিহুদীয় ধর্মীয় অভিজ্ঞতা ও প্রথম শতাব্দীর ঈশ্বর ভক্তির মাটির বাইরে জন্ম নিয়েছিল।

আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি

প্রথম শতাব্দী থেকে পথ প্রদর্শন করার শতাব্দীগুলির মধ্যে, ইহুদী জাতির ধর্মমত ও সভ্যতা এক রূপান্তরের অধীন হয়েছিল যা এক নতুন ধর্মীয় অনুভূতিশীলতা উৎপন্ন করেছিল যার দ্বারা লোকেরা যেকোনো পুরস্কারের চিন্তাভাবনা ব্যতীত শর্তবিহীন ভালবাসার দ্বারা ঈশ্বরের সেবাকাজ করেছিল। এই নব ধর্মীয় অনুভূতিশীলতা দুটি বাইবেল ভিত্তিক অনুচ্ছেদ বেষ্টন করে দানাবেঁধে ছিল, "তুমি ..... আপন ঈশ্বর সদা প্রভুকে প্রেম করিবে" (দ্বি বি ৬:৫) এবং "তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে" (লেবীয় ১৯:১৮; লূক ১০:২৭)। তোমার প্রতিবাসীকে প্রেম করার দিকে ঐশ্বরিক আজ্ঞা বলবৎ করণ রূপে লোকেরা লেবীয় ১৯:১৮ পদের সিদ্ধান্তের দিকে অঙ্গীকার বা শপথটি দর্শন করেছিল। লেবীয় ১৯:১৮ পদটির এরূপ এক ব্যাখ্যা বজায় রাখার দ্বারা পদটি অনূদিত হয়েছিল, "তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে"। এই নতুন অনুভূতিশীলতার বিকাশ সাধনের দিকে সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল আদিপুস্তক ১:২৭ ঃ "ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন" পদটি। প্রত্যেক মানবজাতি ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি বহন করার কারণে নারী অথবা পুরুষের প্রত্যক্ষ মূল্য বিদ্যমান।

এই বিকশিত নূতন অনুভূতিশীলতার মণ্ডলী সমূহের মধ্যে একজনের প্রতিবাসীকে প্রেম করা ঈশ্বরের সঙ্গে পূর্নমিলনের উদ্দেশ্যে এক পূর্ব শর্তরূপে বিকশিত হয়ে থাকে। এই একই অনুভূতি/ভাব যীশুর উক্তির পেছনে প্রয়োগিত, "ধন্য যাহারা দয়াশীল (যথা যারা দয়া দেখায়) কারণ তাহারা দয়া পাইবে" (মথি ৫:৭)। যীশু ভালভাবে লক্ষ্যরত থাকার পরে এক প্রাজ্ঞজন সংক্ষেপে জীবন ধারণ করেন, "একজন ব্যক্তি ও তার প্রতিবাসীর সীমা লঙ্ঘন গুলি প্রায়শ্চিত্তের দিনের দ্বারা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না যতক্ষণ না ব্যক্তিটি প্রথমে তার প্রতিবাসীর সঙ্গে শান্তি বজায় রাখে"। এই পদ্ধতিতে প্রভুর প্রার্থনার শেষের দিকে যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে শিক্ষা দিলেন "কারণ তোমরা যদি লোকের অপরাধ ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তোমাদিগকেও ক্ষমা করিবেন। কিন্তু তোমরা যদি লোকদিগকে ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের পিতা তোমাদেরও অপরাধ ক্ষমা করিবেন না" (মথি ৬:১৪,১৫)।

যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে প্রার্থনা করার জন্য নির্দেশ দিলেন, "আমাদিগকে ক্ষমা কর ..... যেমন আমরাও ক্ষমা করিয়াছি"। অন্য কথায়, ঈশ্বরের হতে আমাদের ক্ষমা নির্ভর করে অন্যান্যদের প্রতি আমাদের ক্ষমা দেখানোর উপর। এই নতুন অনুভূতিশীলতা যীশুর বাণী ও শিক্ষাগুলির মর্মকথার দিকে অটল হয়ে থাকে। ইহূদী ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এই উন্নতিসাধন, তাঁর সমসাময়িক যিহুদিদের অথবা তাঁর পরের অনুগামীদের মধ্যে প্রতিধ্বনিত না হয়ে — তাঁর মৌলিক সিদ্ধান্ত আনয়ন করার দিকে তাঁকে সমর্থ করে তুলেছিল — যে আমাদের এমন কি সেই সকল শত্রুদেরকেও প্রেম করা দরকার যারা আমাদেরকে ঘৃণা করে (মথি ৫:৪৩-৪৮; লূক ৬:২৭-৩৬)।

যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে আদেশ করলেন, "তোমাদের স্বর্গীয় পিতা যেমন সিদ্ধ, তোমরাও তেমনি সিদ্ধ হও" (মথি ৫:৪৮)। আপনি যদি নিজের প্রতিবাসীকে ভালবাসেন, যারা আপনার মত ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট, ঈশ্বর আপনাকে দয়া দেখাবেন, কিন্তু আপনি আপনার প্রতিবাসীকে ঘৃণা করলে যারা আপনার মত ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট, ঈশ্বর আপনাকে শাস্তি দেবেন (মথি ২৫:৩৪-৩৬)। যীশু শিক্ষা দেন, " তোমার বিচার করিও না তাহাতে বিচারিত হইবে না। আর দোষী করিও না, তাহাতে দোষীকৃত হইবে না। তোমরা ছাড়িয়া দিও, তাহাতে তোমাদেরও ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে। দেও, তাহাতে তোমাদিগকেও দেওয়া যাইবে, লোকে বিলক্ষণ পরিমাণে চাপিয়া ঝাঁকরিয়া উপচিয়া তোমাদের কোলে দিবে, কারণ তোমরা যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণে তোমাদেরও নিমিত্তে পরিমাণ করা যাইবে" (লূক ৬:৩৭,৩৮)।

যীশুর চিন্তাধারার মধ্যে তাঁর যিহুদীয় সমসাময়িকদের মত, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ও আমাদের প্রতি তাঁর ক্ষমা নির্ভর করে অন্যান্য জনেদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ও তাদের প্রতি আমাদের দয়া দেখানোর উপর (১ যোহন ১:৯,১০)। যীশুর ক্ষেত্রে, এটি কোনো আবেগ চালিত শিক্ষা ছিল না, কিন্তু ছিল তাঁর বাণীর প্রকৃত নির্য্যাস (৪:১৬-৩০)।

আর আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর

যিহুদীয় প্রার্থনাগুলি যেন যিহুদীয় কাব্যের মত, ক্রমাগত সমান্তরলতার প্রয়োগ পরিপূরণ করে যেখানে একটি উক্তি অন্য আরেকটির দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে। প্রভুর প্রার্থনায় শব্দগুচ্ছগুলির মধ্যে "তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক," "তোমার রাজ্য আইসুক" ও "তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক" হল অনুরূপ প্রকাশ যেখানে প্রত্যেকটি উক্তি অন্যটিকে শক্তিশালী করে তোলে। যীশুও আবার শব্দগুচ্ছগুলির মধ্যে সমান্তরলতা প্রয়োগ করলেন, "আর আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর"।

"আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না"— ইংরাজী অনুবাদ শব্দগুচ্ছের গ্রীক ভাষায় প্রদান করা হিব্রু ধারণার এক অতিশয় কঠোর অনুবাদ। অপেক্ষাকৃত আরও এক ভালো অনুবাদ হওয়া দরকার, "আমাদেরকে পরীক্ষার বাঁধনে আনিও না," সমসাময়িক যিহুদীয় প্রার্থনা গুলির এক প্রচলিত অনুভূতি।

কয়েকটি আধুনিক নূতন নিয়মাবলীর অনুবাদগুলি দ্বিতীয় শব্দগুচ্ছটির ভাষান্তরিত করে থাকে "কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা করার পরিবর্তে" "কিন্তু মন্দ জন হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর,"। যখন গ্রীক ভাষায় যেকোনো দুটি ভাবেই অনুবাদ করা সম্ভব, হিব্রু ভাষায় একজন শয়তানের সম্বন্ধে "মন্দ জন" বলতে পারে না। বরং যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে শয়তান থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা যদি মনস্থ করে থাকেন, তিনি "শয়তান" শব্দটি প্রয়োগ করে থাকবেন, কয়েক সমসাময়িক যিহুদীয় প্রার্থনাগুলির মধ্যে একটি অনুরোধ করার সময়ে। অধিকন্তু, এই সকল শব্দগুচ্ছের সমান্তরলতা সূচিত করে যে সঠিক অনুবাদ হওয়া দরকার "মন্দ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর", সেটি "পরীক্ষার বাঁধনে আনিও না" অনুরোধটির পুনর্বিবৃত করে।

যীশু বিশ্বাস করেন লোকেরা পরীক্ষিত হয় কারণ মন্দ মনোভাব তাদের উপরে রাজত্ব করে। ঈশ্বর মন্দ মনোভাবের নিয়ন্ত্রণ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করলে, তিনি আমাদেরকে মন্দ হতে রক্ষা করবেন, যেটি পরীক্ষা সমূহের কারণ (১ করিন্থীয় ১০:১৩)। যীশু তাঁর আদর্শ প্রার্থনার মধ্যে স্থাপিত মুক্তির নিমিত্তে সনির্বন্ধ অনুরোধ আরও বেশি করে ঈশ্বরের রাজত্বের অধিকার ও তাঁর প্রতাপের প্রতি আমাদের নতিস্বীকারকে স্বীকৃতি দান করে। পরীক্ষার মধ্যে চালিত হওয়ার দিকে আমাদের প্রবণতা উপলব্ধি করণের দ্বারা, যদিও একই সময়ে ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ ও আজ্ঞাসমূহের প্রতি আনুগত্য থাকার দিকে আমাদের আকাঙ্খার দ্বারা, যীশু তাঁর অনুগামীদের নির্দেশ দিলেন মন্দ ও পরীক্ষার বিষয়টি ধারণ করার থেকে তাদের মুক্তিদাতারূপে ঈশ্বরের প্রতি মনোনিবেশ করার জন্য।

উপসংহার

মথি সুসমাচারের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রীক পাণ্ডুলিপিগুলি ঈশ্বরের সংক্ষিপ্ত বন্দনা গীতিমধ্যে (ডক্সলজি) অন্তর্ভুক্ত করে না — "কারণ রাজ্য পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমারই, আমেন"— সম্ভবতঃ এটি শিষ্যদের শিখানো যীশুর আদি প্রার্থনার অংশ ছিল না। ঈশ্বরের এই সংক্ষিপ্ত বন্দনাগীতির ক্ষেত্রে উৎপত্তি খুব সম্ভবতঃ আদি খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর আরাধনা ও গির্জার প্রচলিত বিধিবদ্ধ উপাসনার মধ্যে প্রভুর প্রার্থনা ব্যবহারের দ্বারা উপনীত হয়েছিল।

প্রভুর প্রার্থনা যিহুদীয় ধর্মীয় অভিজ্ঞতা ও প্রথম শতাব্দীর ঈশ্বর ভক্তির মাটির বাইরে জন্ম নিয়েছিল। ইহুদী ধর্মাবলম্বীর প্রথম শতাব্দীর ধর্মীয় জীবনের মধ্যে এটি যীশুর আশ্রয় নেয়, বিশেষভাবে প্রাজ্ঞজনেদের দ্বারা ঈশ্বর শক্তি প্রদর্শিত শ্রোতধারার নোঙর ফেলে। একই সময়ে, প্রভুর প্রার্থনা একটি বাতায়নের যোগান দেয় যার মাধ্যমে তাঁর শিষ্যগণেরা ঈশ্বরের দর্শন, বিশ্বাস তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এবং ঈশ্বর ও অন্যান্যদের, আমাদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কটির একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করেছিল। বর্তমান পাঠকেরা যারা এই প্রার্থনা সেটির ভাষা সংস্কৃতি সংক্রান্ত প্রসঙ্গের মধ্যে হৃদয়ঙ্গম করে, তারা যীশু, তাঁর বিশ্বাসের বিষয়ে এক নূতন প্রগাঢ় ধারণা অর্জন করে এবং শিষ্যদের প্রতি তাঁর প্রত্যাশিত বিষয়টির ধারণাশক্তি লাভ করে। আমরা অনুভব করি বহু শতাব্দীর স্তর গুলি যেন অপসারিত হয়েছে এবং আরও একবার আমরা যীশুর চরণতলে বসতে পারি ও প্রভুর থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারি। ■

মার্ক টারনেজ, ডিরেক্টর, সেন্টার ফর হোলি ল্যাণ্ডস্ স্টাডিস ফর দ্যা জেনারেল কাউন্সিল অফ দ্যা অ্যাসেম্বিলিস অফ গড, স্প্রীঃ ফিল্ড, মেসৌরি।

প্রার্থনা করার এক শ্রেষ্ঠতর পন্থা

যীশুর মত প্রার্থনা

জর্জ ও উড কর্তৃক

একমাত্র প্রার্থনা যদি
একজন ভূতাবিষ্টকে মুক্তি দিতে পারত,
আমাদের সমাজ ও জনসভাগুলির মধ্যেকার
সম্মুখস্থ বিশাল প্রয়োজনসমূহ
এবং মণ্ডলী, জাতি, জগতের নিমিত্তে আমাদের
প্রার্থনা করার সময়ে
কত অধিক পরিমাণে
প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান?

"আর তিনি তাঁহাদিগকে এই ভাবের একটি দৃষ্টান্ত কহিলেন যে, তাঁহাদের সর্বদাই প্রার্থনা করা উচিত, নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নয়" (লূক ১৮:১)।

কোনো কোনো সময়ে লোকেরা আমাকে প্রশ্ন করে, "কেন আমার প্রার্থনা করা দরকার? যেকোনো পথে ঘটতে চলা সকল বিষয়ই সদাপ্রভু অবগত থাকেন, অতএব, আমার প্রার্থনাগুলি কি কোনো পার্থক্য তৈরী করে?

সেই প্রশ্নের প্রাথমিক উত্তর হল, "যীশু আমাদেরকে প্রার্থনা করতে বলেন"। তিনি কখনই আমাদেরকে কোনো বিষয় সম্পাদন করতে অনুরোধ করেন না যা তিনি নিজে সম্পাদন করেন না।

যীশুর প্রার্থনা করার সময়কালীন মুহূর্তগুলি চারটি সুসমাচারের প্রত্যেক রচয়ক তুলে ধরেন ঃ মথি নথিভুক্ত করেন এরূপ নয়টি ঘটনাবলী, মার্ক আটটি, লূক ২৩টি; এবং যোহন পাঁচটি এইসকল ৩৫টি প্রসঙ্গগুলির থেকে যীশুর ৩ বছরের পরিচর্য্যা কার্য্যের ২৩টি পৃথক সুসময়গুলি সেখানে থাকে যখন পবিত্র আত্মা তাঁর প্রার্থনার জীবন লোকচক্ষুর গোচরে আনলেন। আসুন, সেগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করি।

প্রধান মুহূর্তগুলি

তাঁর বাপ্তিস্মের সময়। লূক লেখেন, "যীশুর বাপ্তাইজিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময়ে স্বর্গ খুলিয়া গেল" (৩:২১)। প্রার্থনার সেই মুহূর্তকালীন সময়ে, পবিত্র আত্মা তাঁহার উপরে দৈহিক আকারে, কপোতের ন্যায় নামিয়া আসিলেন আর স্বর্গ থেকে এই বাণী উচ্চারিত হল, "তুমি আমার প্রিয় পুত্র তোমাতেই আমি প্রীত"। আমরা যখন প্রার্থনা করি আকাশ তখন বিভক্ত হয় না, আত্মা দৈহিক আকারে নেমে আসে না, তৎসত্ত্বেও আমরা প্রার্থনা করার সময়ে স্বর্গ দ্বার খোলে, আত্মা আমাদের উপরে আসেন, এবং প্রার্থনার মধ্যে পিতা তাঁর প্রেমের বিষয়ে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন।

বারোজনকে মনোনীত করণের পূর্বে। পরবর্তী দিনের সকালে তিনি শিষ্যদেরকে মনোনীত করার পূর্বে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করতে করতে পর্ব্বতে সারারাত্রি যাপন করলেন (লূক ৬:১২-১৬)। মথির বিবরণে এক মনোমুগ্ধকর তির্যক প্রসঙ্গ উল্লেখকরণের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রেরিতদের মনোনীত করণের পূর্বে যীশু তাদেরকে বলেন, "অতএব, শস্যক্ষেত্রের স্বামীর নিকটে প্রার্থনা কর, যেন তিনি নিজ শস্যক্ষেত্রে কার্য্যকারী লোক পাঠাইয়া দেন" (মথি ৯:৩৮)। এই প্রার্থনার পরে, মথি নথিভুক্ত করেন যীশু বারোজনকে মনোনীত করলেন (মথি ১০:১)। আমি প্রায়শই বিস্মিত হয়ে থাকি ৯:৩৮ এবং ১০:১ পদের মধ্যে একটি যোগাযোগ সেখানে না থাকে। আমরা জানি যীশুর ১২জন অপেক্ষা আরও অনেক অনুগামীরা ছিলেন ঃ ৭২(লূক ১০:১), ১২০(প্রেরিত ১:১৫) এবং ৫০০(১ করিন্থীয় ১৫:৬)। কিরূপে তখন "সংক্ষিপ্ত" করে ১২ জনকে প্রস্তুত করলেন? আমার অনুমান তাঁরা সেই জন ছিলেন যাঁরা ঐকান্তিকভাবে প্রার্থনা করার জন্য যীশুর অনুরোধ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সারারাত্রি যখন প্রার্থনারত ছিলেন, তাঁরাও সমভাবে প্রার্থনায় সময় কাটিয়ে ছিলেন। কোনো একজন কখনই লোকেদের শস্যক্ষেত্রে ফলপ্রসূরূপে কার্য সম্পাদন করে না যতক্ষণ না শস্যক্ষেত্রের জন্য সে প্রথম প্রার্থনা করে থাকে।

কোরাসীন, বৈৎসৈদা ও কফরনাহূমের প্রতি তাঁর প্রত্যাখানের পরে। (মথি ১১:২০-২৬)। এই সকল তিনটি নগরে যীশু অধিক পরাক্রম কার্য্য সম্পন্ন করলেন। পিতর, আন্দ্রিয় ও ফিলিপ বৈৎসৈদা থেকে এসেছিলেন, যাকোব, যোহন ও মথি (লেবী) কফরনাহূম থেকে এসেছিলেন। এই সকল নগর গুলির মধ্যে তাঁর পরাক্রম কার্য্য সাধিত হওয়ার দরুন, বারো জনের অর্দ্ধেক এই সকল নগরগুলি থেকে আগত হওয়ার সত্ত্বেও— তারা তাঁকে প্রত্যাখান করে ছিল। বিষয়টি তীব্র যন্ত্রণা দায়কছিল।

যখন লোকেরা আমাদেরকে প্রত্যাখান করে, যখন আমাদের পথে কঠিন পরিস্থিতিগুলির উদয় হয়, আমরা কিভাবে প্রতিক্রিয়া করি? যীশু যেভাবে করেছিলেন আমাদেরও সেইভাবে করতে হবে— প্রার্থনার দ্বারা মেরামত করা। সদাপ্রভুর সঙ্গে কথোপকথনের দ্বারা আমাদের জীবন পুনরায় কেন্দ্রীভূত হয়। আমরা শিখি যে তাঁর অনুমোদন হল অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

স্বীকৃতির নির্ভরকরা মুহূর্তের সময়ে। ২ বছর ধরে শিষ্যগণেরা যীশুকে অনুসরণ করেছিল, আর পরিচিতি প্রত্যক্ষ করার জন্য তাদের ক্ষেত্রে সময়টি উপনীত হয়েছিল। তারা কি এক রাজনৈতিক মশীহের বিষয়ে তাদের পূর্বকল্পিত ধারণা বর্জন করবে এবং যীশুর নিজের প্রকাশ গ্রহণ করবে? উত্তরটি এসেছিল Caesarea কৈসরীয় ফিলিপ থেকে। একদা তিনি বিজনে প্রার্থনা করার সময়ে শিষ্যগণেরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন, আর তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কে? এ বিষয়ে লোকসমূহ কি বলে?..... তোমরা কি বল। আমি কে?" (লূক ৯:১৮-২০)।

যীশুর নিকট অন্যান্যরা আসার দিকে আমরা আকাঙ্খা করলে, আসুন, যীশুর ধরনটি অনুসরণ করি। নির্ভর করা মুহূর্তটি জীবনের প্রধান সংযোগ স্থলের দিকে উপনীত হয়ে থাকার জন্য আমরা যে ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রদান করা অব্যাহত রাখি সেটি নির্ধারণ করে তাঁর পার্থিব ও অনন্তকালীন নিয়তি। আমাদের অংশে সনির্বন্ধ প্রার্থনার দ্বারা সেই মুহূর্তটিকে আমাদের অগ্রবর্তী করা দরকার।

প্রকাশনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তের সময়ে। তাঁকে খ্রীষ্টরূপে সর্বসমক্ষে শিষ্যগণেরা স্বীকৃতি দেওয়ার আট দিন পরে, যীশু পিতর, যোহন ও যাকোবকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে প্রার্থনা করার জন্য এক উচ্চ পর্ব্বতে গেলেন। তাঁর প্রার্থনা করার সময়ে তিনি রূপান্তরিত হওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করলেন ঃ তাঁর মুখ সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান এবং বস্ত্র দীপ্তির ন্যায় শুভ্র ও চাকচক্যময় হল (মথি ১৭:২; লূক ৯:২৮, ২৯)। এটি তাঁর পরিচর্য্যা কার্য্যের একমাত্র সেই সময় ছিল যেখানে তাঁর ঐশ্বরিক প্রকৃতি তাঁর মানবিক চেহারার মাধ্যমে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আমাদের নিমিত্তে প্রার্থনাও সদাপ্রভুর উপস্থিতির মধ্যে প্রগাঢ় আনন্দের সময়গুলি অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম নিশ্চয়রূপে এরূপ একটি মুহূর্ত যখন আমাদের অবর্ণনীয় আনন্দ আমাদের অজান্তে বাক্য সমূহের দ্বারা প্রাকাশিত হয়।

অন্যান্যদের মধ্যে গভীর প্রয়োজনীয়তার সময়গুলির ক্ষেত্রে। মার্থা ও মরিয়ম তাদের ভ্রাতা লাসারের মৃত্যুতে মানসিকভাবে বিহ্বলিত হয়েছিলেন। যীশু তাঁর আগমন বিলম্ব করার মাধ্যমে তাদের তীব্র বেদনা একমাত্র গভীরতর করেছিলেন। তাঁরা যীশুকে কবরের কাছে নিয়ে এলেন এবং তিনি গভীরভাবে অন্তরে উত্তেজিত হলেন। তিনি পাথরখানা সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন আর তারপর প্রার্থনা করলেন (যোহন ১১:৪১, ৪২)।

আমরাও অন্যান্যদের সঙ্গে দুঃখ যাতনার গভীর মুহূর্তগুলির সম্মুখীন হই। আমরা নিজস্ব গির্জা ও যাজক সংবলিত এলাকার অধিবাসীবৃন্দ বন্ধুদের মৃত্যুকালীন অবস্থার পাশে দাঁড়াই অথবা অঙ্গীকারের কবরের পাশে থাকি। আমরা সদানিয়ত এরূপ এক সময়ে প্রার্থনা করি— এবং পরিস্থিতি সমূহ অগ্রাহ্য করে যীশুর সঙ্গে আমরা কথা বলি "আমি অবগত যে তুমি আমার কথা সর্ব্বদা শোনো"। লাসারের সঙ্গে বিষয়টির থেকে আমাদের প্রার্থনার দ্বারা ফলাফল ভিন্ন হয়ত হতে পারে, এবং সেটিই আমাদের ক্ষেত্রে এক রহস্য। কিন্তু আমরা জানি "তাহাদের (আমাদের) নিমিত্ত অনুরোধ করণার্থে তিনি সতত জীবিত আছেন" (ইব্রীয় ৭:২৫)।

প্রভুর ভোজের সময়। নিয়তি-চালিত সন্ধ্যায় যীশু প্রতাড়িত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠতমদের সঙ্গে এক অন্তিম ভোজ ভাগ করলেন। তাঁর সম্মুখে স্থাপন করা বিষয় জানা সত্ত্বেও, তিনি পানপাত্র গ্রহণ করার সময়ে ধন্যবাদ দিলেন (মথি ২৬:২৬, ২৭)।

আমাদের জীবনে ঝড়ের বেগে ঢুকেপড়া একত্রিত মেঘ রূপে— দুঃখ দুর্দশার সম্মুখীন হওয়ার সময়ে আমাদের উদ্দেশ্যে শিক্ষার বিষয়টি — আমাদের নিজস্ব দুঃখ যাতনার পানপাত্রটি গ্রহণ করার পূর্বে ধন্যবাদ জ্ঞাপন সহকারে প্রথমে সেগুলি যেন মোকাবিলা করতে পারি। নিস্তার পর্ব্বের ভোজের সময় যীশু তাঁর মহান যাজকোচিত প্রার্থনা প্রদান করলেন (যোহন ১৭)। তিনি নিজের জন্য (পদ ১-৫), তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে (পদ ৬-১৯) এবং আমাদের নিমিত্তে (পদ ২০-২৬) প্রার্থনা করলেন। বারোজন কখনই সেই প্রার্থনা ভুলে যাননি এবং আমাদের নিকটতম লোকেরাও প্রার্থনাগুলি ভুলে যাবেন না যা আমরা কষ্ট বা দুর্দশা, দুঃখ যাতনা এবং এমনকি মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার

সময়ে প্রার্থনা করি।

গোৎশিমানী বাগানে। অলিভগুলি (শান্তির প্রতীক) (গেৎশিমানীর আক্ষরিক অর্থ) চুর্ণ বিচুর্ণ করে ভেঙ্গে দেওয়ার সময়ে যীশু স্বয়ং নিদারুণ মর্মভেদী দুঃখ ভোগ করেছিলেন। লূক আমাদেরকে জানান তীব্র দৈহিক বেদনা ছিল এত নিদারুণ ও মর্মভেদী তাঁর ঘর্ম যেন রক্তের ঘণীভূত ফোঁটা হয়ে ভূমিতে পড়তে লাগল (লূক ২২:৪১-৪৪)। সেখানে তিনি তিনবার প্রার্থনা করলেন, "তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক" (মথি ২৬:৩৬-৪৪)। সেই তিনি যিনি ঠিক কদিন আগে লাসারকে মৃত্যু থেকে উত্থাপিত করেছিলেন, এখন এক ভয়ানক মৃত্যু হতে নিজেকে উদ্ধার করা প্রত্যাখান করেন। তিনি খুব সহজেই প্রার্থনা থেকে উঠে অলিভ পর্ব্বতের উর্দ্ধে পূর্বাভীমুখী দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারতেন এবং যিহুদীয় মরু প্রান্তরের মধ্যে অন্তর্ধান বা অদৃশ্য হতে পারতেন। কিন্তু তিনি আমাদের জন্য থেকেছিলেন।

এমন এক সময় থাকে যখন আমরা আমাদের নিজস্ব স্বাচ্ছন্দ্য এবং অবকাশের মুহূর্তগুলি — প্ররোচিত করার দিকে মুক্ত হই না আমাদের কর্তব্যের নির্দ্দিষ্ট স্থানের দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ হয়ে থাকার আবশ্যকতার সময়ে। আমাদেরকে স্থিতিশীল করার দিকে টিকে থাকার জন্য দুঃখজয়ী মনোবল প্রদান করার বিষয়টি হল প্রার্থনার মধ্যে আমাদের জীবন।

ক্রুশের উপরে। সকল সুসমাচার, একত্রে ক্রুশ হতে যীশুর সাতবার উচ্চারিত বাক্যসমূহ নথিভু ক্ত করে। প্রথম, চতুর্থ ও শেষ সময়গুলি হল সকল প্রার্থনাগুলি।

"পিতঃ, ইহাদিগকে ক্ষমা কর ....." (লূক ২৩:৩৪) প্রার্থনা করার দ্বারা তিনি আরম্ভ করেন। তিনি তাঁর মুষ্ঠিবদ্ধ করে চিৎকার করে বললেন "এটির জন্য আমি এমনকি তোমার দ্বারা লাভ করব, আমি এটির জন্য তোমাকে নরকের দিকে পাঠাব"। না। তিনি তাঁর হাত দুটি উন্মুক্ত করে পেরেকটি গ্রহণ করলেন, এবং মৃত্যুর জন্য তাঁকে অতিশয় লোকেরা স্থাপন করণের উদ্দেশ্যে মধ্যস্থতা করার দিকে তাঁর হৃদয় খুলে দিলেন। তিনি আমাদের নিমিত্তে নমুনা দিলেন যে আমাদেরও নিজেদের শত্রুদের ক্ষমা করতে হবে।

তাঁর দ্বিতীয় প্রার্থনা, ক্রুশ হতে চতুর্থ "বাক্য" হল, ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?" (মার্ক ১৫:৩৪)। আমরা প্রায়শই এটি অভিহিত করি কর্তব্যে অবহেলা করার আর্তনাদ বলে। পক্ষান্তরে স্মরণে রাখুন, যে যীশুর সীমিত পরিমাণ নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রুশ হতে কণ্ঠোচ্চারিত শব্দ করার ক্ষমতাকে সংকুচিত করেছিল, তাঁর বাক্যসমূহ হল গীতসংহিতা ২২ এর — ১টি গীতের প্রথম শব্দগুচ্ছ যা তূরীধ্বনি গুলির (প্রশংসা গীতির) দ্বারা সমাপ্ত হয়। যত তাঁর মৃত্যু এগিয়ে এসেছিল, যীশু আমাদেরকে জানার সুযোগ করে দেন তিনি শাস্ত্র বাক্য প্রার্থনা করছেন। হ্যাঁ, সেই মুহূর্তে, এইটি প্রতিভাত হয় ঈশ্বর তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন, কিন্তু দীর্ঘ সময়ের জন্য নয়। "কেননা তিনি দুঃখীর দুঃখ উপেক্ষা বা ঘৃণা করেন নাই, তিনি তাহা হইতে আপন মুখও লুকান নাই, ...জাতিগণের সমস্ত গোষ্ঠী তোমার সম্মুখে প্রণিপাত করিবে" (গীত ২২:২৪, ২৭)। ঈশ্বর আমাদেরকে পরিত্যাগ করে থাকেন সেই ধারণাটি থাকা আমাদের কখনই আবশ্যক নয়। এমন সকল মুহূর্ত থাকে যখন আমরা নিজেদের বিষয়ে অন্ধকারাচ্ছন্নতার উচ্চারণ অনুভব করি, কিন্তু আমাদের শেষ নিশ্চয়ই আছে। তিনি আমাদেরকে কোনক্রমে ছাড়বেন না ও ত্যাগ করবেন না (ইব্রীয় ১৩:৫)।

ক্রুশ হতে তাঁর প্রার্থনার শেষ বাক্য হল, "পিতঃ তোমার হস্তে আমার আত্মা সমর্পণ করি" (লূক ২৩:৪৬)। প্রত্যেক যিহুদীয় শিশুরা এই প্রথম প্রার্থনাটি শেখে, অনেকটা আমাদের সন্তানদের শেখানোর মত, "এখন আমি আমাকে ঘুমোবার জন্য সমর্পন করি ....." শব্দগুলি গীত ৩১:৫ পদে সন্ধান পাওয়া যায়— প্রার্থনায় যীশুর একটি শব্দ যুক্ত করা ব্যতিরেকে যেটি সকল পার্থক্য তৈরী করে — "পিতঃ"। জীবন ও মৃত্যুতে, আমরা পিতাকে বিশ্বাস করতে পারি এবং তাঁর জন্য আমার যা কিছু আছে সকলই সমর্পণ করতে পারি।

ঈশ্বর তাঁর কাজ সম্পাদন করার মনোনয়ন করেন আমাদের প্রার্থনার মাধ্যমে, প্রার্থনা বিনা নয়।

অন্যান্য ঘটনাবলী

যীশু শুধুমাত্র তাঁর পরিচর্য্যা কার্য্যের প্রধান মুহূর্তগুলিতেই প্রার্থনা করেছিলেন তা নয়, আরও অন্যান্য সময় গুলিতেও তিনি প্রার্থনা করেছেন। সন্ধ্যায় ৫০০০ জনকে (মথি ১৪:২৩) আহার দেওয়ার চরম মাত্রায় পৌঁছানো ক্লান্তিকর সময়ের পরে রাত্রি শেষ হওয়ার পূর্বে (মার্ক ১:৩৫) তিনি প্রার্থনা করলেন আর সমস্ত রাত্রি প্রার্থনায় কাটালেন (লূক ৬:১২)। প্রার্থনার দিকে তাঁর ক্রমাগত অপসারণের কাজ আমাদেরকে জানায় পিতার সঙ্গে তাঁর আকাঙ্খিত ব্যাহত মুহূর্তগুলির বিষয়টি।

তিনি শিশুদেরকে তাঁর বাহুতে গ্রহণ করলেন ও তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন (মথি ১৯:১৩), প্রার্থনা করলেন যেন শিষ্যেরা আত্মা লাভ করে (যোহন ১৪:১৬) এবং চালিত শিষ্যদের বিশ্বাস যেন লোপ না পায় তার জন্য প্রার্থনা করলেন (লূক ২২:৩১, ৩২)।

নূতন নিয়মাবলী তিনবার নথিভুক্ত করে যখন যীশুর গালবেয়ে অশ্রুধারা নেমে এসেছিল। প্রথম এরূপ ঘটনাটি হল লাসারের কবরের ক্ষেত্রে (যোহন ১১:৩৫)। ৩ বছর পরিচর্য্যা কার্য্যে পর, যীশু মানবিক দুঃখ যাতনার বিষয়ে রোগশয্যা সংক্রান্ত (ক্লিনিক্যাল) অথবা নির্দয় হয়ে ওঠার বয়োপ্রাপ্ত ছিলেন না। যীশু আমাদের প্রয়োজনের দ্বারা সহানুভূতি সহ সঞ্চালিত হন।

দ্বিতীয় বার যখন আমরা তাঁকে রোদন সহকারে প্রার্থনা করতে দেখি সেটি হল "যখন তিনি নিকটে আসিলেন, তখন নগরটি (যিরূশালেম) দেখিয়া তাহার জন্য রোদন করিলেন" (লূক ১৯:৪১)।

অবশেষে, ইব্রীয় পুস্তকের রচয়কের কথানুসারে, "ইনি মাংসে প্রবাসকালে প্রবল আর্তনাদ ও অশ্রুপাত সহকারে তাঁহারই নিকটে প্রার্থনা ও বিনতি উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যিনি মৃত্যু হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ" (৫:৭)। তিনি একটি নগরের জন্য, একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এবং পিতার ইচ্ছার দিকে তাঁর নিজস্ব আনুগত্যের কারণে রোদন করেছিলেন।

প্রার্থনা প্রসঙ্গে যীশুর শিক্ষাদান গুলি

প্রার্থনার উদ্দেশ্যে বিষয়টি যীশু তাঁর অনুগামীদেরকে শিক্ষা দিলেন। তিনি আমাদেরকে ব্যক্ত করলেন শস্যক্ষেত্রের কর্মীদের জন্য প্রার্থনা করতে (মথি ৯:৩৮)। সমস্যা সর্ব্বদা হওয়ায় খ্রীষ্টের সান্নিধ্যে আসতে ইচ্ছুক লোকেদের অভাবের দ্বারা নির্ভর করে না, কিন্তু তাঁর কাছে তাদেরকে আনয়ন করার কর্মীদের কমতির উপর নির্ভর করে। আমাদেরকে অবশ্যই এই খামতির কথা প্রার্থনার মাধ্যমে জানানো দরকার।

তিনি আমাদেরকে বললেন অন্যান্যদের সঙ্গে ঐক্যতার দ্বারা প্রার্থনা করতে (মথি ১৮:১৯, ২০)। তিনি তাঁর নামে প্রার্থনা করতে বলেন (যোহন ১৪:১৩,১৪; ১৫:৭; ১৬:২৩-২৬)। তাঁর নামে প্রার্থনা আমাদের প্রার্থনাকে প্রভাবিত করে।

"তাঁর নামে প্রার্থনা করা" আমাদের চাওয়ার বিষয়টি লাভ করার দিকে একটি প্রার্থনার ভেতরে কাজের পন্থার কোনো জাদুকারী সূত্র নয়। যারা তাঁর নামে প্রার্থনা করে তারা সেই জনের চরিত্র অবগত থাকে যার নামে তারা প্রার্থনা করে, আর সেই কারণে আমরা আমাদের অনুরোধগুলি জ্ঞাত হই ও হয় ঐশ্বরিক পরাক্রম অথবা ঐশ্বরিক মধ্যস্থতার কারণে তাঁর দিকে উত্তরটি ছেড়ে দিই।

তিনি আমাদেরকে বলেন বিশ্বাস সহকারে প্রার্থনা করতে (মার্ক ১১:২২-২৬), এবং সেই কিছু বিষয় সমূহ প্রার্থনার মাধ্যমে ব্যতিরেকে সম্পাদন হতে পারে না (মার্ক ৯:২৯)। ঈশ্বর তাঁর কাজ সম্পাদন করার মনোনয়ন করেন আমাদের প্রার্থনার মাধ্যমে, প্রার্থনা বিনা নয়।

যেহেতু সদাপ্রভু হন সার্বভৌম, তিনি তাঁর প্রকৃতির সঙ্গে সুসঙ্গত হতে চাওয়ায় যে কোনো বিষয় সম্পাদন করতে পারেন। তথাপি কিছু বিষয় সমূহ তিনি করতে পারবেন না যতক্ষণ

না আমরা প্রার্থনা করি। স্মরণে রাখুন কিভাবে যীশু ব্যক্তিগতভাবে শিষ্যদেরকে শিক্ষা দিলেন ঃ "প্রার্থনা ভিন্ন আর কিছুতেই এই জাতি বাহির হয় না" (মার্ক ৯:২৯)। এই প্রার্থনা যদি একজন ভূতাবিষ্টকে মুক্তি দিতে পারত, আমাদের সমাজ ও জনসভাগুলির মধ্যেকার সম্মুখস্থ বিশাল প্রয়োজনসমূহ এবং মণ্ডলী, জাতি, জগতের নিমিত্তে আমাদের প্রার্থনা করার সময়ে কত অধিক পরিমাণে প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান?

ফলপ্রসূ প্রার্থনার একটি দৃষ্টান্ত

১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৯ তারিখে, পেনিসেলভেনিয়ার এক গ্রাম্য শহরের মধ্যে অ্যাসেম্‌লিস অফ গডের যাজক টিভিতে শেষের দিকের প্রদর্শনী লক্ষ্যরত ছিলেন যখন তাঁর স্ত্রী এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। সেই রাত্রিরে তিনি তাঁর জীবন মূল্যায়ন করছিলেন। *প্রতি রাত্রিরে টিভির সামনে আমি কতক্ষণ সময় কাটাই? তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন। অন্ততঃ ঘন্টা ছয়েক। আমি যদি টিভি বিক্রি করে সেই সময় প্রার্থনায় কাটাই কেমন হয়?* পরবর্তী সকালে তিনি ও তাঁর স্ত্রী তাদের টিভি বিক্রি করতে রাজী হলেন, কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার পরে আট ঘন্টার মধ্যে সেটি বিক্রি হয়ে গেল।

২৯ মিনিট পরে ফোন বেজে উঠল, "কত দাম?"

তরুন পালক এমনকি দামের কথা তখনও ভাবেন নি — কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ বলেন, "১০০ ডলার"।

যিনি ফোন করেছিলেন তিনি বললেন, "আমি নেব, আমি ১৫ মিনিটের মধ্যে আসছি"।

২৫শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবারের সন্ধ্যায় শেষে তাঁর প্রার্থনার শেষ হওয়ার কাছাকাছি— টিভি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে ঠিক ২ সপ্তাহ এবং ২ দিনে — এই তরুন পালক তাঁর প্রার্থনা নিবেদন অধ্যয়ন করলেন এবং এক মহাভার অনুভব করতে শুরু করলেন। তিনি জীবন পত্রিকা পচ্ছন্দ করার এক অনুপ্রেরণা বোধ করলেন, কিন্তু প্রথমে তিনি প্রতিরোধ করলেন কারণ তিনি তাঁর প্রার্থনার সময়ে এক পত্রিকা পাঠরত থাকার ফাঁদে পড়তে চাইলেন না। সেই সন্ধ্যায় তাঁর অস্থিরতা দেখা গিয়েছিল — তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা পিটস্‌বার্গের তাদের ঠাকুরদা/ঠাকুমার সাথে দেখা করতে গিয়েছিল। তাঁর ডেস্ক থেকে পত্রিকাটি তাঁকে ইশারায় ডাকছিল। অবশেষে, তিনি বললেন, "প্রভু তোমার চাওয়া আমার দেখার কিছু বিষয়কি সেটাতে রয়েছে?" তিনি তাঁর বাদামী (ঘূর্ণ্যমান) সুইভেল চেয়ারে বসলেন আর পত্রিকাটি খুললেন।

তিনি পত্রিকাটির পাতা ওলটালেন আর একটি পৃষ্ঠায় উপনীত হলেন যেটির প্রথমে তাঁর কাছে কোনোকিছুই চিত্তাকর্ষক মনে হয়নি। এটি নিউইয়র্ক শহরের ৩৫০ মাইল দূরে সম্পাদিত একটি যোগ্যতা পরীক্ষার অঙ্কন রচনা করেছিল — যে স্থানটি তিনি কখনই দেখেন নি। সেই অঙ্কনের মধ্যে হত্যার জন্য যোগ্যতা বিচারের বিষয়টি সাতটি ছবির মধ্যে একজনের চোখের দিকে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। বালকটির চক্ষু দ্বয়ের দৃষ্টি ছিল হতবুদ্ধিকর, ঘৃণিত ও হতাশ। তরুণ যাজক কাঁদতে শুরু করলেন। নিজের দিকে চেঁচিয়ে বললেন, "আমার কাছে বিবেচ্য বিষয়টি কি?"

তিনি আরও অধিক যত্নসহকারে ছবি দেখলেন। বালকগুলি সকলেই তরুন বয়স্ক। তারা ড্রাগন নামক একটি অপরাধী দলের সদস্য। তারা ১৫ বছর বয়সের মাইকেল ফার্মার নামক পোলিও অসুখে শিকার প্রাপ্তকে পাশবিকভাবে আক্রমণ করেছিল এবং হত্যা করেছিল। সাতজন বালক তাদের ছুরি দিয়ে সাতবার তাকে পেছন দিকে বিদ্ধ করেছিল, এবং তারপর তার মাথার উপরে গ্যারিসন বেল্ট দিয়ে আঘাত করেছিল। তাদের চুল দিয়ে রক্ত মুছে এই বলতে বলতে তারা পালিয়ে গিয়েছিল, "আমরা তার উপযুক্ত লণ্ড ভণ্ড অবস্থা করলাম"।

কাহিনীটি তখন যাজকের মনে বিদ্রোহ জাগিয়ে তুলেছিল। এটি তাঁর দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছিল। আর তখন একটি চিন্তা এল — নিউ ইয়র্ক শহরে যাও এবং সাহায্য কর ঐ সকল বালকদেরকে। শুক্রবার সকালে তরুন যাজক ছিলেন বিচারালয়ের মধ্যে — আর অবশিষ্ট কাহিনীটি হল ইতিহাস। ডেভিড উইলকার্‌সন কি প্রার্থনায় নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন, তরুণ তরুণীদের চ্যালেঞ্জ কখনই ঘটবে না।

তথাপি সেই সময়ে তরুণ তরুণীদের চ্যালেঞ্জের মিনিস্ট্রি হাজার হাজার জীবনের একশ জনকে রূপান্তরিত করেছিল। আজকের জগতে চতুর্দিকে এবং প্রতিদিন, ২০,০০০ পুরুষ এবং নারীকে বর্তমানে খ্রীষ্টের পরাক্রম দ্বারা মুক্ত হওয়ার জন্য একটি কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়।

ডেভিড উইল্‌কার্‌সনের কার্য্যালয়ে তাঁর কন্যা বনির থেকে এক উত্তেজিত বিষয় উদয় হয় "আমার বাবা তিনি কে হন সেই বিষয়ে বিখ্যাত হন নি বরং ঈশ্বর কথোপকথন ধরে থাকতে চাওয়ার সময়ে তিনি শুনতে সাহস করার কারণে বিখ্যাত ছিলেন"।

ঈশ্বর যখন কথোপকথন ধরে রাখতে চান তখন আমরাও যেন মনোযোগ দিতে পারি। আদি মণ্ডলীর ফাদার, জন খ্রীস্‌সস্টম Chrysostom বিষয়টি বাক্‌পটুতার সঙ্গে এবং সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত করলেন, "একটি উপাসনারত মণ্ডলীর দিকে ঈশ্বর কোনোকিছুই প্রত্যাখান করতে পারেন না।"

"তাঁর নামে প্রার্থনা করা" আমাদের চাওয়ার বিষয়টি লাভ করার দিকে একটি প্রার্থনার ভেতরে কাজের পন্থার কোনো জাদুকারী সূত্র নয়।

উপসংহার

হ্যার্‌লড লিন্‌ডসেল সেটি উত্তমভাবে প্রকাশ করলেন ঃ "যতক্ষণ না আমরা কাজ করি ঈশ্বর কোনো বিষয়ই সম্পাদন করতে পারেন না। তিনি মার্বেল দ্বারা পর্বতসমূহ সংরক্ষণ করেন কিন্তু তিনি একটি (ক্যাথিড্রাল) বৃহৎ গির্জা নির্মাণ কখনই করে থাকেন না। তিনি লৌহ আকরিক দ্বারা পর্ব্বতগুলি পূরণ করেন, কিন্তু কখনই একটি উড়ো জাহাজ অথবা একটি সূঁচ তৈরী করেন না। তিনি সেটি আমাদের জন্য রাখেন। তাহলে যদি ঈশ্বর বহু বিষয়গুলি মনুষ্যের চিন্তাধারা ও কার্যধারার উপর নির্ভরিত হওয়ার জন্য পরিত্যাগ করে থাকেন, কেন তিনি মনুষ্যের প্রার্থনা করার উপরে নির্ভরিত কিছু বিষয়সমূহ রাখবেন না? তিনি এত পরিমাণে সম্পাদন করে থাকেন, 'যাচ্ঞা কর আর তোমরা পাইবে'। আর আমরা না চাওয়া পর্যন্ত সেখানে কিছু বিষয়গুলি ঈশ্বর আমাদেরকে দেবেন না। আমরা ধরে নিতে পারি না যে প্রার্থনা বিনা ঈশ্বর আমাদের উদ্দেশ্যে কাজ করবেন যা তিনি একমাত্র প্রার্থনার মাধ্যমে আমাদের নিমিত্তে সাধন করার জন্য প্রতিজ্ঞা করে থাকেন।"

অতএব সুসমাচার বিস্তারণের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা অপরিহার্য বিষয়।

যীশু শিক্ষা দেন, "শস্যক্ষেত্রের স্বামীর নিকটে প্রার্থনা কর, যেন তিনি নিজ শস্যক্ষেত্রে কার্যকারী লোক পাঠাইয়া দেন" (মথি ৯:৩৮)। যীশু নিজেকে অন্যান্যদের কাছে চাওয়ার বিষয়টির আদর্শ করেছিলেন। বারোজনকে মনোনীত ও তাদেরকে প্রেরিতগণরূপে নামাঙ্কিত করার পূর্বে তিনি নিজে প্রার্থনায় সারারাত্রি যাপন করেছিলেন (লূক ৬:১২-১৬)। আর প্রার্থনা করার নিমিত্ত ছাদের উপরে পিতরের না যাওয়া পরজাতীয়দের কাছে আমাদের চিরকাল সুযোগ থাকবে কি — একটি প্রার্থনা যার ফলাফল কর্ণীলিয়ের বাড়ীতে গমন করার ইচ্ছা (প্রেরিত ১০:৯)? প্রথম যাজকীয় যাত্রা উপবাস ও প্রার্থনা না করে আন্তিয়খিয়ার নের্তৃত্ব নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে কি (প্রেরিত ১৩:১-৩)? সাধু পৌল কলসীয়দের প্রণোদিত করলেন, "আমাদের জন্যেও প্রার্থনা কর, যেন ঈশ্বর আমাদের জন্য বাক্যের দ্বার খুলিয়া দেন, ... যেন আমার যেমন বলা উচিত, তেমনি তাহা প্রকাশ করিতে পারি" (কলসীয় ৪:৩, ৪)। আদি মণ্ডলী স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিল যে একটি প্রার্থনা বিহীন মণ্ডলী হল এক ক্ষমতা হীন মণ্ডলী। তারা যীশুর থেকে উত্তম শিক্ষা লাভ কেরছিল, "আমরা ভিন্ন তোমরা কিছুই করিতে পার না" (যোহন ১৫:৫, আমার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়)। ■

জর্জ ও উড, ডি টিএইচ পি, মিসৌরি, স্প্রীংফিল্ডের অ্যাসেম্‌লি অফ গডের জেনারেল কাউন্সিলের জেনারেল সুপারিন্‌টেনডেন্ট।

ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন

ডগ্ ওস্ কর্তৃক

লূক ১১:২ পদ হতে পিতা ও পুত্রের সঙ্গে সম্পর্কস্বরূপ প্রার্থনার উপরে প্রতিফলনসমূহ

ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বাইবেল ভিত্তিক নামগুলির আলোকে প্রার্থনা করার দিকে মণ্ডলীকে নিযুক্ত ও অনুপ্রাণিত করার বাস্তবসম্মত ধারণা ও নীতি সমূহ।

সূ চ না

সমুদয় শাস্ত্রে নথিভুক্ত প্রার্থনা অন্যান্য সকলের উর্দ্ধে অটল থাকে। যীশু তাঁর জাগতিক পরিচর্য্যা কার্য্যের মূখ্য প্রার্থনা রূপে এই প্রার্থনা গঠন করেন যখন তিনি সকল সময়ে, স্থানে ও পরিস্থিতিতে বিশ্বাসীদের নিমিত্তে প্রার্থনার নমুনাটি স্থাপন করলেন। প্রার্থনা করার জন্য শেখানো বিষয়টির কারণে যীশু তাঁর শিষ্যদের একটি অনুরোধের প্রত্যুত্তরে তিনি এই বক্তব্যের দ্বারা উত্তর দিলেন, "তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন বলিও" (লূক ১১:২, রচয়কের অনুবাদ)। পরবর্তী প্রার্থনা মণ্ডলীর ইতিহাসে প্রার্থনার মূলপ্রস্তর বা মূলতত্ত্বরূপে গড়ে উঠেছিল। পুরাকাল হতে "প্রভুর প্রার্থনা" অথবা "আমাদের পিতা" রূপে পরিচিত, যীশুর প্রার্থনা তাঁর শিষ্যদেরকে প্রার্থনার মাধ্যমে তাদের পিতার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হওয়ার পথটি তুলে ধরে (লূক ১১:১-৪; মথি ৬:৯-১৩)।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল প্রভুর প্রার্থনার আলোকে আজকের দিনের মণ্ডলীর জীবন প্রার্থনার উপর প্রতিফলিত করা এবং বিশেষভাবে শব্দগুচ্ছটি "পিতঃ তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক" (রচয়কের অনুবাদ লূক ২১:২; পেটার অ্যাজিয়াসথেটো টু ওনোমা সোউ)। এই শব্দগুচ্ছটি এবং প্রার্থনার নিমিত্তে এটির নিহিতার্থ আলোচনাকরণের পর, আমি যাজকগণেদের উদ্দেশ্যে বর্তমান ধারণাগুলি উপস্থাপিত করব, ঈশ্বরের উদ্দেশে বাইবেল ভিত্তিক নামগুলির আলোকে প্রার্থনা করার দিকে তাদের লোকেদেরকে অনুপ্রাণিত করার কারণে প্রয়োগ করার জন্য।

পিতার পবিত্র নাম এবং প্রভুর প্রার্থনা

প্রার্থনার সূচনাটি মনোযোগ আকর্ষণকারী হয় একজন যোগ্যতা অর্জনকারী বিনা পরমাত্মীয় *পেটার* (বাবা) প্রয়োগ করণে (অরামীয় ভাষা আব্বা, পিতা)। এই বাহ্যরূপ ব্যবহার করণের (নির্দিষ্ট শব্দগুচ্ছ) দ্বারা সোজাসুজিভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশে কথা বলা পিতা ও সন্তানের মধ্যেকার এক ঘনিষ্ঠ, ব্যক্তিগত সম্পর্ক সূচিত করে। অতএব যীশুর প্রার্থনার প্রারম্ভিক গুরুত্ব আরোপ করা হল একজনের প্রকৃতির বিষয়, যাঁর দিকে শিষ্যগণেরা তাদের অনুরোধগুলি করে — একজন পিতা যিনি তাঁর সন্তান-সন্ততিদের প্রয়োজন গুলির দিকে দয়াময়, যত্নশীল ও সংবেদনশীল ও উত্তরদান কারী।

ঈশ্বরকে একটিভাবে সম্বোধন করা যায় যা স্বীকার করে তাঁর পিতাসুলভ প্রেম বা স্নেহ সম্মানের সঙ্গে তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার থেকে আমাদেরকে নিবৃত্ত করে না। বস্তুতঃ প্রভুর প্রার্থনায় এই প্রথম ঘোষণা অনুরোধ করে ঈশ্বরের নাম যেন *"পবিত্র"* বলে মান্য হয় (agiastheto অ্যাজিয়াজথেটো)। এই অভিব্যক্তির দিকে শ্রদ্ধা সহকারে সঠিকভাবে মার্শলের ব্যক্ত করে থাকা অনুসারে, "ঈশ্বরের নাম মনুষ্যের মধ্যে তাঁর সম্মানের প্রভাবের দ্বারা হয়, কিন্তু এটি মূলতঃ স্বয়ং ঈশ্বরের নিমিত্তে স্থির হয় ঃ শ্রদ্ধা ভক্তি ও সমাদর সহকারে তাঁর কথা বলার জন্য মনুষ্যেরা হল উপযুক্ত।" ঈশ্বরের "নাম" হল তাঁর যথাযথ প্রকৃতি, তাঁর ব্যক্তি সত্তার দিকে এক পরোক্ষ উল্লেখ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন কোনো ব্যক্তি প্রার্থনা করে "যীশুর নামে", সেই ব্যক্তি কিছু বাছাই করা প্রাচ্যদেশীয় রহস্যময় জাদুর বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করে দৈবশক্তির কাছে আবেদন জানায় না। (প্রেরিত ১৯:১৩-১৬ পদে স্কিবা নামে একজন যিহুদী প্রধান যাজকের সাতপুত্র ছিল, তাহারা এই প্রকার করিত)। বরং একজনের প্রার্থনা হল সদাপ্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরাক্রম ও ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব প্রার্থনা করা। আমাদের সদাপ্রভুর যথাযথ ব্যক্তিকে কাজের প্রক্রিয়ার মধ্যে একজন স্মরণ করে এবং তাঁর পূর্ণ ঐশ্বরিক পরাক্রম ও কর্তৃত্ব দ্বারা প্রার্থনা করে।

প্রাচীন সমাজগৃহের সভাগুলির *(ক্যাদ্দিশের)* (ইহুদীদের ধর্মস্থানে প্রাত্যহিক প্রার্থনা সংগীত ও শোকপ্রার্থনা) সঙ্গে সদাপ্রভুর প্রার্থনার নিকটতম সমপ্রত্যয়বাদ ও ভাষাতত্ত্ব সংক্রান্ত সম্পর্ক বিদ্যমান। তিনি সেটি এইরূপে বর্ণনা করেন ঃ "নামটি পবিত্রীকৃত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া অনুরোধ করে ঈশ্বর যেন তাঁর অসামান্যতা স্থাপন করেন এবং প্রদর্শন করেন, কারণ তাঁর নাম উল্লেখ করা হল তাঁর ব্যক্তি সত্তার প্রসঙ্গ তোলা। ক্যাডিশ এক (এস্ক্যাটোলজি) মৃত্যু ও শেষ বিচার সংক্রান্ত ইহুদীদের প্রার্থনা যা প্রাচীন সমাজগৃহের সভাগুলির সমাপ্তি একই প্রকারে বলবৎ করে ঃ

el shaddai
el sadday
el elyon
el olam
el roi
yahweh
el shaddai
el elyon
el olam
el shaddai
el sadday
el elyon
el olam
el roi
yahweh
el olam el roi yahweh el shaddai el sadday el elyon el olam el roi
YAHWEH
el shaddai
el sadday
el shaddai el sadday el elyon el olam el roi yahweh el shaddai el sadday
el elyon
el roi
el sadday

'তাঁর ইচ্ছানুসারে সৃষ্ট জগতের মধ্যে
তাঁর মহৎ নামটি পবিত্র ও গৌরবান্বিত হউক।
ত্বরায় ও অচিরে ইস্রায়েলের সমগ্র গৃহের জীবনকালে,
ও আপনার দিন গুলি আর আপনার জীবনকালের মধ্যে তাঁর
রাজ্যকে শাসন করার সুযোগ যেন তিনি দেন।'

"ছবিটি হল সিংহাসনে উপবিষ্ট সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর আর তাঁর রাজত্বের প্রকাশণ। তাঁর গৌরব সকলের কাছে প্রতীয়মান হয়। শিষ্যগণ একজন সত্তার প্রকাশিত হওয়ার স্বীকৃতি সহকারে প্রার্থনার দ্বার খুলে দেয়, আস্থাকরে ও প্রত্যাশাকরে যে ঈশ্বর তাঁর মহত্ত্বের দ্বারা স্বয়ং প্রদর্শিত হবেন (লক্ষ্য করুন কাজের দিকে ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ক্রিয় ক্রিয়া দৃষ্টিপাত করে)।"

অতএব যীশু সেই প্রাচীন ইস্রায়েলীয়দের দিকে একই রকম রীতিতে তাঁর অনুগামীদের প্রার্থনা করার শিক্ষা দিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার অন্তরঙ্গ সম্বোধনে এক মনোযোগ আকর্ষণকারী সংযোজন স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান *যেমন পেটার।* ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাভক্তি তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাকে নিবৃত্ত করে না। তিনি আমাদের পিতা আর অন্তরে আমাদের সবচেয়ে ভাল আগ্রহগুলি রয়েছে। পুরোপুরিভাবে মর্মগ্রহণ করার দিকে আমাদের যোগ্যতার বাইরে তিনি হলেন যথার্থ একজন শ্রেষ্ঠ সীমাহীন সত্তা। কিন্তু তিনি কেবল সেটিই নন। আমাদের সদাপ্রভুর প্রার্থনা হল সর্বোপরি আরও অধিক অসাধারণ কারণ সেটি সূচিত করে যে এই সীমাহীনরূপে চরমশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর আমাদের কাছে পৌঁছে থাকেন নিজেকে স্নেহশীল পিতারূপে প্রকাশ করার জন্য। বস্তুতঃ লূক ১১:১৫-১৩ পদের প্রার্থনার উপরে এমনকি যীশুর আরও শিক্ষা অনুসারে তিনি একজন স্বর্গস্থ পিতা ও একজনের মনুষ্য পিতার মধ্যে একটি সাদৃশ্য তুলেধরেন। প্রস্তাব দেন যে পিতারূপে ঈশ্বর হলেন এমনকি আমাদের প্রয়োজনগুলির দিকে আরও সংবেদনশীল এবং তিনি যে পথের মধ্যে উত্তর প্রদান করেন যা আমাদের মানবিক পিতাদের সসীম ক্ষমতাগুলিকে ছাপিয়ে যায় (পদ ১১-১৩)।

ঈশ্বরের একই পিতৃত্ব তাঁর পক্ষে পুরাতন নিয়মের নামগুলির মধ্যে প্রতীয়মান। প্রতিটি ঐশ্বরিক নাম ঈশ্বরের প্রকৃতির দৃষ্টিকোনের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে, একই রীতির আলোকে যার মধ্যে আমাদের সদাপ্রভু প্রার্থনা করার জন্য আমাদেরকে শিক্ষা দেন, আমাদের অনন্তকালীন পিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ অনুসারে প্রার্থনার বিষয়ে আমাদেরকে জ্ঞাত করাবেন। সমগ্র পদ্ধতিতে নামগুলি ব্যবহার করার দিকে এই প্রবন্ধটির সুযোগ নাগালের বাইরে, অতএব পরবর্তী নামগুলি এক নির্বাচিত তালিকাতে গঠিত করা হয়। আসুন, সমসাময়িক মণ্ডলীতে প্রার্থনার স্থানের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত নামগুলির নিহিতার্থ বিবেচনা করে দেখি।

ঈশ্বরের নামের আলোকে প্রার্থনা

পেটার-এর ক্ষেত্রে যেমন আমরা লক্ষ্য করে থাকি, ঈশ্বরের পক্ষে পুরাতন নিয়মে একই ধারণাগুলির সন্ধান আবার আমরা পাই। পুরাতন নিয়মে ঐশ্বরিক নামগুলির প্রয়োগ আবার ঈশ্বরের ব্যক্তিসত্তা, উপস্থিতি ও চরিত্রকে তুলে ধরে। আলোচনার উদ্দেশ্যগুলির নিমিত্তে নিম্নে আমরা নামগুলির উপর আলোকপাত করব যা ঈশ্বরের প্রকৃতি, ব্যক্তিসত্তা ও চরিত্রের বিশিষ্ট দিকগুলি প্রতিফলিত করে এবং *(El, Elohim, or Eloah)* (এল এলওহিম অথবা এলওয়া) বিষয়ে আরও প্রচলিত নামগুলি নয়।

El Shaddai/el sadday. এল শাদ্দাই এই নাম (অথবা কয়েকজন পণ্ডিতদের পচ্ছন্দ করা শিরোনাম অনুসারে) অব্রাহামের সংশ্লিষ্ট ঘটনার বিবরণ গুলিতে নিয়মিতভাবে উদয় হয় (আদি পুস্তক ১৭:১; ২৮:৩; ৩৫:১১; ৪৩:১৪; ৪৮:৩; ৪৯:২৫) এবং কুলপতি সুলভ সময়কালের মধ্যে ঈশ্বরের সবচেয়ে প্রচলিত নামের অভিব্যক্তি হতে পারে। সঠিক অর্থ নিরূপণ করা কঠিন। "পর্যাপ্তে"র পরিভাষাগুলির মধ্যে এটি জনপ্রিয়ভাবে উপলব্ধ হয়ে থাকে। অন্যান্য প্রস্তাবনাগুলি ক্রিয়াপদ *সাদ্দাদ*, "ধ্বংস করা অথবা উৎপাদন করা" সঙ্গে এটি সংযুক্তকরণ অন্তর্ভুক্ত করে। LXX প্রায়শই বেশীরভাগ এই শিরোনামটি অনুবাদ করেছিল প্যান্টোক্রেটর্ *(pantokrator)* রূপে, সর্ব্বশক্তিমান অথবা পরমেশ্বর। এটি অর্থ বোঝায় হয় "পর্যাপ্ত একজন" অথবা "ধ্বংসকারক" (বিনাশকারী), সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের ধারণা (ধ্বংস করার দিকে সর্ব্বশক্তিমান অথবা সম্পূর্ণরূপে পর্যাপ্ত) সহজেই হাতের কাছে থাকে।

প্রার্থনা আলোকপাত করে ঃ প্রার্থনার উদ্দেশ্যগুলির ক্ষেত্রে, এই নাম বিশ্বাসীদের অনুপ্রাণিত করে থাকবে একটি পথে উপাসনা করার দিকে যা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের হাতে এমনকি সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিগুলির দায়িত্বভার অর্পণ করে, যাঁর সকল সৃষ্টির উপরে ক্ষমতা রয়েছে তাঁর ইচ্ছার বিষয়টি আনয়ন করার জন্য, যেমন তিনি মিশরের দাসত্বের বাইরে ইব্রীয়দের উদ্ধার করণের সময় সম্পাদন করেছিলেন।

এল এলিওন। এই নামটি বোঝায় "ঈশ্বর সর্বাধিক মহৎ"। ইলিওন হল হিব্রু ক্রিয়াপদ "আল্লা"র সমগোত্রীয়, "উর্দ্ধে গমন করা, গৌরবান্বিত হওয়া"। ভ্যান গ্রোনিনজেন (Van Groningen) সম্পূর্ণভাবে এই নামের প্রাথমিক ধারণাটি বর্ণনা করেন যখন তিনি লেখেন ঃ "জীবনের সকল মাত্রার মধ্যে, আরাধনায়, সেনাবাহিনীর ক্রিয়াকলাপ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির মধ্যে, অতুলনীয়, গৌরবান্বিত, সৃষ্টিকর্তা, সমুদয় জাতি, সর্ব্ববিষয় সমূহ ও সকল ঘটনাবলীর মালিক ও শাসনকর্তা রূপে ঈশ্বর স্বীকৃত হন"।

প্রার্থনা আলোকপাত করে ঃ এই ঐশ্বরিক নামের উপর প্রার্থনার আলোকপাত বিশ্বাসীদের ও বস্তুর সর্ব্ববিষয় সমূহের উপর ঈশ্বরের শাসন ও সম্পূর্ণ প্রভুত্বকে স্বীকার করে। ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কিছুই হয় না এমনকি যখন মানবিক দৃষ্টিশক্তির সাহায্যকারী লেন্সের মাধ্যমে এটি হয়ত বোধ হওয়া সম্ভব যেন জীবন ভুলভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে। তথায় কোনো সমাপন নেই; কোনোকিছুই লক্ষ্যহীন হয় না; সেখানে অদৃষ্টরূপে এমন কোনো বিষয় নেই। সেখানে শুধুমাত্র রয়েছে, ঐশ্বরিক সার্বভৌমত্ব, (ঐশ্বরীয় বিধান) এবং মানবিক নির্বাচন।

এল ওলাম (El Olaam) ঈশ্বরকে উল্লেখ করেন অনন্তকালীন সত্তারূপে যিনি সময় সৃজন করেন এবং সময়ের উর্দ্ধে ও বাইরে স্থায়ী থাকেন সে বিষয়ে আমরা অবগত থাকি। *ওলাম* অগাধ সময় অথবা চিরন্তন স্থায়ীর প্রাথমিক অভিধানিক ধারণা বহন করে। তাঁর বিশ্বস্ততার কারণ স্বরূপে শব্দটি প্রায়শই ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর সঙ্গে সংযুক্ত (গীত ১১৭:২)।

প্রার্থনা আলোকপাত করে ঃ (অ্যাপোক্যালিপ্স্) সত্যের আবরণ উন্মোচনের মধ্যে পিতা এবং যীশু, আদি এবং অনন্ত, আল্ফা ও ওমিগা রূপে চিত্রিত আছেন (প্রকাশিত বাক্য ১:৮; ২১:৬; ২২:১২-১৬)। এইসকল বাক্যাংশগুলির উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হল, বিশ্বাসীদের অন্তিম, অনন্তকালীন আশীর্ব্বাদ, একবারের জন্য মন্দের সকল বিশ্লেষণ, শেষের ফলস্বরূপ মানবিক ইতিহাসের উপরে ঈশ্বরের সর্বশেষ এবং সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বিষয়। সমগ্র প্রকাশিত বাক্য, বিশ্বাসীগণেরা (প্রকাশিত বাক্য ৬:৯-১১ পদে বেদীর নীচে শহীদরা সহ) উৎসাহিত হয় অনন্তকালীন ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে যিনি তাদেরকে সমর্থন করবেন এবং নিজ সময়ে নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে পৃথিবীর উপরে ন্যায় বিচার আনয়ন করবেন। বিষয়টি হল বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে ধৈর্য্য ও সহলশীলতা থাকা দরকার এমনকি যখন ঈশ্বরের নিজস্ব সময়কাল বোধাতীত। বিশ্বাস থাকা দরকার যে ঈশ্বর মধ্যস্থতা করবেন, এমনকি তাঁর মধ্যস্থতা দৃষ্টি গোচরিত না হওয়া সত্ত্বেও।

এল রোয়ী (El Roi) বাইবেলে একমাত্র একবার প্রয়োগিত যখন হাগার অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করলেন কিভাবে ঈশ্বর তাঁর যত্ন নিয়েছিলেন আর মরুপ্রান্তরে তাঁর জন্য যোগান দিয়েছিলেন বর্ণনা করার জন্য (আদি পুস্তক ১৬:১৩)।

আক্ষরিকভাবে, "ঈশ্বর যিনি দর্শন করেন" সম্ভবতঃ হাগারের বিবরণে "ঈশ্বর যিনি আমার উপরে লক্ষ্য রাখেন" এর অন্তর্নিহিত অর্থ বহন করে। অন্যত্র এই সঠিক অভিব্যক্তির সন্ধান না পাওয়ার সময়ে, আমরা গীতসংহিতার মধ্যে একই রকমের অভিব্যক্তি গুলির আবিষ্কার করি যা বর্ণনা করে ঈশ্বর যেন সকলই দর্শন করেন ও সকলই জ্ঞাত (যথা গীতসংহিতা ৩৩:১৮; ১৩৯:১)।

প্রার্থনা আলোকপাত করে ঃ এই নাম বিশ্বাসীদেরকে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাস দান করে যে ঈশ্বর তাদের উপরে লক্ষ্যরত আছেন ও তাদের নিমিত্তে যত্নশীল। রোমীয় ৮:২৮ পদে পৌল লেখেন, "যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, যাহারা তাঁহার সঙ্কল্প অনুসারে আহূত, তাহাদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কার্য করিতেছে"। সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কার্য করিতেছে কারণ, প্রথমতঃ পিতা ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণে থাকে (৮:২৯-৩২)। দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে তাদের উদ্দেশ্যে পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের পক্ষে মধ্যস্থতা করেন (৮:২৬, ২৭), এবং তৃতীয়তঃ যীশুও বিশ্বাসীদের নিমিত্তে মধ্যস্থতা করেন (৮:৩৪, আরও ইব্রীয় ৪:১৪-১৬)। অতএব খ্রীষ্টের প্রেম থেকে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করার কোনো কিছুরই ক্ষমতা থাকে না (রোমীয় ৮:৩৫)। ত্রিত্বের সকল তিনটি সত্তা যারা খ্রীষ্টের অনুগামী তাদের উপর লক্ষ্যরত থাকেন।

যিহোবা ***Yahweh*** এবং এটির মিশ্রিত গঠন সমূহ। *(Yahweh)* যিহোবা এক স্বতন্ত্রভাবে হিব্রুভাষা ও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত নাম। এটি পুরাতন নিয়মে ৬,৮২৩ বার দেখা যায়, সর্বদাই ঈশ্বরের যথাযথ নাম অনুসারে। নামের অর্থটি অস্পষ্ট, তথাপি ঐতিহ্যগতভাবে পণ্ডিতেরা এটি যুক্ত করেন হিব্রু ক্রিয়াপদে *hayah* হিয়া "সংযোজক ক্রিয়া (to be)"এর সঙ্গে। এইভাবে এই নামটি বিবেচনা করার সময় ঈশ্বরের স্বাধীন স্বয়ম্ভুর উপর এক ঐতিহ্যগত আলোকপাত করা হয়ে থাকে। তৎসত্ত্বেও, অর্থ স্পষ্টরূপে নিরূপিত না হয়ে থাকার কারণে, কয়েকজন আরও সম্প্রতিকালের অনুবাদকেরা "সদাপ্রভু" (Lord) এর প্রথাগত ভাষান্তর পরিহার করে থাকে, এবং হিব্রু *অ্যাডোনাই(Adonai)* এর ক্ষেত্রে সদা প্রভুর প্রয়োগ ভবিষ্যতে ব্যবহার করণে ভিন্ন বর্ণমালায় প্রকাশ করণের দিকে প্রত্যাবৃত্ত করা হয়।

পুরাতন নিয়মে Yahweh যিহোবা এর প্রয়োগ এটিকে প্রচুরভাবে স্পষ্ট করে তোলে যে এই নামটি সকল নামগুলির উর্দ্ধে, এবং শাস্ত্রে এটির সমস্ত কিছুকে ঢেকে দিয়ে থাকার প্রয়োগের মধ্যে অন্যান্য সকল ঈশ্বরিক নামগুলির ধারণা সমূহকে সম্মিলিত করে। বিশেষতঃ, এই নামের প্রয়োগ ঈশ্বরের চুক্তির অঙ্গীকার বদ্ধতা বজায় রাখার দিকে তাঁর বিশ্বস্ততার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। সেইরূপে, এটির একাধিক বিশিষ্ট মিশ্রিত গঠন সমূহের সন্ধানও পাওয়া যায় যে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ বজায় রাখার মধ্যে তাঁর বিশ্বস্ততার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় ঃ যিহোবা-যিরি, সদাপ্রভু সন্ধান করবেন অথবা যোগান দেবেন (আদি পুস্তক ২২:১৪); যিহোবা-নিশি, ঈশ্বর হলেন আমার পতাকা (পতাকা ব্যবহৃত হয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর জমায়েত হওয়ার দিকে ঃ যিশাইয় ১১:১০; ৫৯:১৯); যিহোবা-শালোম, সদাপ্রভু শান্তি (বিচারকর্ত্তৃ গণের বিবরণ ৬:২৪); যিহোবা-হোব্ব, সদাপ্রভুর সেনাবাহিনী (মানবজাতি ও দেবদূতমূলক উভয় সেনাবাহিনী গননাপুস্তক ১০:১৪-২৮; গীত ৩৩:৬); যিহোবা-রাফা সদাপ্রভু আরোগ্যকারী (যাত্রাপুস্তক ১৫:২৬; গীত ১০৩:৩); যিহোবা-রোয়ী সদাপ্রভু আমার পালক (গীত ২৩:১)।

প্রার্থনা আলোকপাত করে ঃ চুক্তিগুলি (এবং চুক্তিবদ্ধ অঙ্গীকার সমূহ) ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার কারণে অক্ষত থাকে, তাঁর লোকেদের বিশ্বস্ততার কারণে নয়, যারা বারংবার বাস্তবিক তাঁকে ব্যর্থ করে দিয়ে থাকে। নূতন নিয়মে খ্রীষ্টে সেটি নিশ্চিত করে (২ করিন্থীয় ১:২০)। বস্তুত লোকেরা খ্রীষ্টে বিশ্বাস রাখতে সক্ষম তার একমাত্র কারণ বিশ্বাস করার জন্য তাদেরকে নিকটে "আকর্ষণ" করার দিকে ঈশ্বরের পূর্ববর্তী কাজ (যোহন ৬:৪৪; ১২:৩২; ১৬:৬-১১)। পরিত্রাণ আমাদের দিকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও বিশ্বস্ততার উপর স্বতন্ত্রভাবে ভিত্তিশীল (ইফিষীয় ২:১-১০)। খ্রীষ্টের অনুগামীরা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তাঁর রাজ্যের আনন্দও শান্তির উপস্থিতি এবং তাঁর আয়োজনের মধ্যে আস্থা রাখতে পারে (রোমীয় ১৪:১৭; ১৬:২০; ইফিষীয়

আমাদের সদাপ্রভুর প্রার্থনা হল সর্বোপরি আরও অধিক অসাধারণ কারণ সেটি সূচিত করে যে এই সীমাহীনরূপে চরমশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর আমাদের কাছে পৌঁছে থাকেন নিজেকে স্নেহশীল পিতারূপে প্রকাশ করার জন্য।

২:১৪)। সমভাবে যে মানবজাতি পাপের মধ্যে দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে থাকে তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করণে খ্রীষ্টের পতাকার পশ্চাতে জমায়েত হওয়ার জন্য মণ্ডলীকে এই নাম অনুপ্রেরণা দিতে পারে (রোমীয় ১০:১৪-১৭)। খ্রীষ্টমধ্যে যারা বিদ্যমান তাদের জন্য ঈশ্বর ও সদাপ্রভু যীশু কাজ ও সংগ্রাম করার জন্য বিশ্বস্ত হন (রোমীয় ১৬:২০; সমগ্র প্রকাশিত বাক্য)। আমাদের পালক রক্ষকরূপে সদাপ্রভু যীশু (ইব্রীয় ১৩:২০) সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতিগুলির মধ্যে আমাদের প্রতি যত্নশীল থাকেন। বিষয়টি স্পষ্ট যে এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সমূহ, সকল নামগুলির উর্দ্ধে, অবশেষে খ্রীষ্ট মধ্যে উপলব্ধ হয় আর তখন প্রার্থনা খ্রীষ্টে বিশ্বস্ততার মধ্যে চরম আত্মবিশ্বাস সহকারে সংঘটিত হবে "ঈশ্বরে যত প্রতিজ্ঞাসমূহ" সুরক্ষা করার জন্য (২ করিন্থীয় ১:২০; ফিলিপীয় ১:৬; ইব্রীয় ৪:১৪-১৬)।

উপসংহার

এই প্রবন্ধটি ঈশ্বরের নামের আলোকে প্রার্থনার জন্য একটি স্প্রিংবোর্ড রূপে শুধুমাত্র কাজ করে (কাজ শুরু করা স্থান থেকে বড়ো কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায়)। পাঠকদের কাছে এটি সম্ভাবনাময় ভাবে প্রতীয়মান হয়ে থাকা অনুসারে, ঈশ্বরের নামের আলোকে প্রার্থনা করার জন্য মণ্ডলীর ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণার দিকে কার্যকর ক্ষমতা সম্পন্নরূপে কোনো শেষ থাকে না। ঈশ্বরের নামের আলোকে প্রার্থনা করার সময়ে সবচেয়ে একক গুরুত্বপূর্ণ নীতি মনে রাখা হল যে নামসমূহের সকল অর্থগুলি এবং তাদের সমুদয় নিহিতার্থগুলি, অনুসন্ধান, অবশেষে, যীশুখ্রীষ্টে রাজ্যের পরিপূর্ণতার বিষয়ের অর্থ বোঝা। এটি তাঁর কাছে আর তাঁর নামে, আমরা যেন বেঁচে থাকি, কাজ করি, কথা বলি, সম্পাদন করি ও প্রার্থনা করি (উদাহরণ স্বরূপ সমগ্র প্রেরিতের কার্যবিবরণী পুস্তক)। "আমাদের পিতা" নিজেকে প্রকাশ করার জন্য তাঁর একমাত্র জাত পুত্রকে মনোনয়ন করে থাকেন এবং তাঁকে রাজ্য ও পরাক্রম এবং মহিমা যুগে যুগে প্রদান করে থাকেন। মণ্ডলীর প্রার্থনাময় জীবনের ফলপ্রসূতা নির্ভর করে খ্রীষ্টের সঙ্গে মণ্ডলীর ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাত্রার উপর (ফিলিপীয় ৩:১০-১২)। ■

ডগ ওস, পি এইচ ডি, মিসৌরি, স্প্রীংফিল্ডের অ্যাসেম্বলিস অফ গড থিওলোজিক্যাল সেমিনারী, বাইবেল একসপোজিসনের প্রফেসর, কোরডাস সি বার্‌নেট সেন্টার ফর বিব্‌লিক্যাল প্রিন্টিং-এর ডিরেক্টর।

আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না ঃ

পবিত্রতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন

জেমস্ টি, ব্যাড্ফোর্ড কর্তৃক

প্রভুর প্রার্থনা হতে "আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না" শব্দগুচ্ছ বা বাক্যাংশের গুরুত্বর্পর্ণতাটি সম্পূর্ণভাবে প্রশংসা করার জন্য, প্রথম সহায়ক বিষয়টি হল পরীক্ষা পদ্ধতিটি সাগ্রহে গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে কিভাবে পরীক্ষা কাজ করে সেটি অনুধাবন করা — ব্যবস্থা, ক্ষয় হওয়া এবং হত্যা।

সম্পাদকীয় নোট ঃ পরবর্তী প্রবন্ধ বিজয়ী জীবন ধারণের উপর প্রচার করণ ও শিক্ষাদান করার সময়ে অনুপূরক ধর্মোপদেশের বিষয়বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। এই রচনা এক পবিত্র জীবন যাপন করার দিকে সুনির্দিষ্টভাবে ও সুকৌশলরূপে আপনার জনসমাবেশের প্রার্থনা করার পন্থাটির বিষয়ে মূল্যবান অর্ন্তদৃষ্টি গুলির যোগান দেয়।

অস্কার উইল্ডি স্বীকার করলেন "আমি পরীক্ষা ব্যতীত সকল বিষয় প্রতিরোধ করতে পারি"। আমি পিছিয়ে এসে মৃদু হাসলাম। সহজসরল প্রার্থনা "আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না" দ্বারা যীশু আমাদেরকে মনে করিয়ে দেন যা প্রত্যেক মানবজাতি অতি উত্তমরূপে জ্ঞাত। সর্বত্র পরীক্ষা বিরাজমান ও আমরা সকলেই অসুরক্ষিত। প্রায়শই প্রতিরোধ ক্ষমতা বিফল প্রতিভাত হয় এবং ইচ্ছা শক্তি অপর্যাপ্ত বোধ হয়। আরউইন লাট্জার এটির প্রকৃত তথ্য লাভ করেছিলেন, "পরীক্ষা কোনো পাপ নয়, এটি সংগ্রাম করার এক আহ্বান।"

পরীক্ষা হল এক সংগ্রাম কারণ পাপ হল শুধু এক মনোনয়ন অপেক্ষা আরও অধিক কিছু — এটি হল এক ক্ষমতা, একটি শিকার করার শক্তি। সদাপ্রভু কয়িনকে বললেন, "পাপ দ্বারে গুঁড়ি মারিয়া রহিয়াছে। তোমার প্রতি তাহার বাসনা থাকিবে" (আদি ৪:৭)। আমাদের জগতে জীবিত থাকা হল মাংসিক-প্রলুব্ধকরণ প্রভাবগুলির দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকা যা আমাদের সত্তাগুলির দিকে আকর্ষণ করে, আমাদের অনুরাগ গুলিকে লোভ দেখায় এবং আমাদের ইচ্ছা সমূহকে কুমন্ত্রণা দিয়ে চালনা করে।

সহজ সরল প্রার্থনা "আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না" পক্ষান্তরে আমাদেরকে প্রত্যাশা দান করে যে আমাদের এই সংগ্রাম একাকী লড়াই করার দরকার থাকে না। এখানে যীশু আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানান আমাদের পবিত্র স্বর্গস্থ পিতার উপরে নির্ভর করার জন্য। ব্যক্তিগত শুদ্ধতার নিমিত্তে প্রার্থনা নিবেদন দ্বারা, আমরা পরীক্ষা জয় করতে পারি এবং আমাদের জীবনে পবিত্রতার সম্মুখভাগের রেখাগুলি উন্নতি করতে পারি।

মার্টিন লুথার অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নরূপে প্রার্থনা ও পরীক্ষাকে এইভাবে সংযুক্ত করেন ঃ "সদাপ্রভু আমাদের পরীক্ষা গুলির দ্বারা পরিতৃপ্ত হন এবং তথাপি সেগুলি ঘৃণা করেন। তিনি সেগুলির দ্বারা পরম আনন্দিত হন যখন সেগুলি আমাদেরকে প্রার্থনার দিকে চালনা করে। তিনি সেগুলি ঘৃণা করেন যখন আমাদেরকে সেগুলি নৈরাশ্যের দিকে ঠেলে দেয়।"

কিন্তু প্রার্থনা করার বিষয়ে সেটি কি অর্থ বোঝায়, "আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না?" সদাপ্রভু কি ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদেরকে প্রলুব্ধ করেন যতক্ষণ না আমরা তাঁর কাছে সেটি না করার জন্য অনুরোধ করি? যীশু কি আমাদের প্রার্থনা করার দিকে আদেশ দেন," "সদাপ্রভু, অনুগ্রহ করে পাপে পতিত হওয়ার দিকে আমাকে নিযুক্ত করো না"।

আমরা যাকোব ১:১৩ পদে বিশ্লেষণ করা দৃশ্যটি দেখতে পাই "পরীক্ষার সময়ে কেহ না বলুক, 'ঈশ্বর হইতে আমার পরীক্ষা হইতেছে', কেননা মন্দ বিষয়ের দ্বারা ঈশ্বর প্রলোভিত হতে পারেন না, না তিনি কোনো একজনকে প্রলোভিত করেন"। অতএব পক্ষান্তরে আমরা উপলব্ধি করি যে "আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না", এটি অর্থ প্রকাশ করতে পারে না যে ঈশ্বর প্রলোভনকারীর ভূমিকা সম্পাদন করেন।

গ্রীক শব্দের মধ্যে মূল সূত্রটি অন্তর্ভুক্ত থাকে যে যীশু ও যাকোব পরীক্ষার ক্ষেত্রে উভয়েই — (পৌয়ারসমস) peirasmos শব্দটি প্রয়োগ করেন। যাকোব ১:১৩ পদ অনুসারে এটি এক সুনির্দিষ্ট ধারণার দ্বারা পরীক্ষার অর্থ প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু এটি আবার এক প্রচলিত ধারণার "পরীক্ষা করা" বোঝাতে পারে। প্রত্যেকটি পরীক্ষা একটি "প্রলোভন" নয় কিন্তু প্রত্যেক "প্রলোভন" হল একটি "পরীক্ষা"। আর আমরা জানি যে সদাপ্রভু আমাদের জীবনের কাঠামোর মধ্যে পবিত্রতা কাজ করা ও আমাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করার দিকে সকল ধরণের পরীক্ষাগুলির সুযোগ করে দেন (ইব্রীয় ১২:১০)।

বিপদ হল যেকোনো ধরণের পরীক্ষা আমাদেরকে বিহ্বলিত করে দিতে পারে আমাদেরকে দৃঢ়তর তৈরী করার পরিবর্তে, সেগুলি হয়ত আমাদেরকে ফাঁদে ফেলতে পারে আর আমাদের ভুল ধরে দিতে পারে। অতএব যদি এটি এক জ্ঞাত তথ্য হয় যে সদাপ্রভু নিজে আমাদেরকে পাপের দিকে প্রলোভিত করেন না, তাহলে যীশু আমাদের প্রার্থনা করার জন্য শিক্ষা দেন, "পরীক্ষাগুলির সেই সকল স্থানে আমাদেরকে রক্ষা কর যেখানে আমরা সুরক্ষিত নই, আমাদেরকে সেই সকল পাপসমূহ থেকে দূরে রাখ যা আমাদের ফাঁদে ফেলে, এবং ব্যর্থ না হওয়ার জন্য আমাদেরকে সবল কর"। অন্য কথায়, "আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না"।

এটি হল এক সুরক্ষাকরণ, ক্ষমতা প্রদান করার প্রার্থনা যা নৈতিক পরীক্ষাকরণের সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে আমাদের দুর্ব্বলতা স্বীকার করে এবং এই কারণে ঈশ্বরের মহান পরাক্রম চালু থাকার নিমিত্তে আমাদের প্রয়োজন। যীশু আমাদেরকে শিক্ষা দেন যে আমরা সদানিয়ত ঈশ্বরের ইচ্ছার দ্বারা প্রার্থনারত থাকি যখন আমরা মন্দ প্রতিহত করার দিকে, পাপপূর্ণ আচরণ গুলির থেকে আমাদের মুক্ত করার জন্য এবং বিজয়ী মনোনয়নগুলি নির্ণয় করার ক্ষেত্রে নিজেদেরকে সবল করে তোলার উদ্দেশ্যে পবিত্র আত্মার ক্ষমতার জন্য আমরা প্রার্থনা নিবেদন করি।

পরীক্ষার পরিকাঠামো (অ্যানাটমি)

যীশুর প্রার্থনার গুরুত্বপূর্ণতা সম্পূর্ণভাবে প্রশংসা করার জন্য প্রথম সহায়ক বিষয়টি হল কিভাবে পরীক্ষা কাজ করে সেটি অনুধাবন করা। মন্দ দ্বারা প্রভু স্বয়ং প্রলোভিত না হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করার পরে যাকোব পরীক্ষা পদ্ধতির তিনটি পৃথক ধাপসমূহের বর্ণনা দেন — ব্যবস্থা, ক্ষয় হওয়া, হত্যা।

যাকোব ব্যক্ত করেন, "প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কামনা দ্বারা আকর্ষিত ও প্ররোচিত হইয়া পরীক্ষিত হয়। পরে কামনা সগর্ভা হইয়া পাপ প্রসব করে, এবং পাপ পরিপক্ক হইয়া মৃত্যুকে জন্ম দেয়" (যাকোব ১:১৪, ১৫)। হিতোপদেশ ৭:৬-৮ পদের বুদ্ধিবিহীন যুদ্ধটি হল এই সকল তিনটি ধাপসমূহের একটি ঘটনার বিবরণের গবেষণা। এটি আরম্ভ হয় ব্যবস্থা দ্বারা।

"আমি আপন গৃহের বাতায়ন হইতে খড়খড়ি দিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, অবোধদের মধ্যে আমার দৃষ্টি পড়িল, আমি যুবকগণের মধ্যে একজনকে দেখিলাম, সে বুদ্ধিবিহীন যুবক। সে গলিতে গেল, ঐ স্ত্রীর কোণের নিকটে আসিল, তাহার বাটির পথে চলিল। তখন সন্ধ্যাকাল, দিবাবসান হইয়াছিল, রাত্রিও অন্ধকার হইয়াছিল।"

এই যুবকটি দ্রুত খেলছিল এবং তার বাউণ্ডারি দ্বারা হেরে গিয়েছিল। ভুল প্রতিবেশী বৃন্দের মধ্যে উদ্দেশ্যহীনভাবে সকল পরিভ্রমণের প্রথমটির দ্বারা এক পতন তাঁর জন্য স্থির হয়েছিল — "তাহার বাটীর পথে চলিল" (পদ ৮)। ইত্যবসরে তিনি তাঁর জীবনে গোপনীয়তা ধরণগুলি সুযোগকরেও দিয়েছিলেন — "তখন সন্ধ্যাকাল ..... রাত্রিও অন্ধকার হইয়াছিল"। তিনি আবার তাঁর মোকাবিলা করার বিষয়টির দ্বারা অত্যন্ত কম মূল্য নিরূপণ করেছিলেন। তাঁর অমনোযোগিতা পরীক্ষায় এগিয়ে যাবার মানসিকতার ক্ষেত্রে মানানসই ছিল না ঃ "তখন দেখ, এক স্ত্রী তাহার সম্মুখে আসিল, সে বেশ্যা-বেশধারিণী ও চতুর চিত্ত" (পদ ১০)।

এই স্থির করা ধাপটি কামনাগুলির অনুকূল পরিবেশে বৃদ্ধি সাধন করে যার দ্বারা আমরা "আকর্ষিত হই" (যাকোব ১:১৪)। তারপর আসে ক্ষয় হওয়া। এখানে আমাদের প্রলোভনের দিকে প্রতিরোধ শক্তি ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যায় এবং আমরা সক্রিয়ভাবে পাপের দিকে "প্ররোচিত" হই (যাকোব ১:১৫)। পাপ তার চিন্তাকারী সত্তা (অহম্) দ্বারা কাজ আরম্ভ করেছিল।

হিতোপদেশ ৭:১৩ তুলেধরে কিভাবে পাপ আমাদের অহম্কে আঘাত করে ঃ "সে তাহাকে ধরে চুম্বন করিল নির্লজ্জ মুখে তাহাকে কহিল আমাকে মঙ্গলার্থক বলিদান কাটতে হইয়াছে, আজ আমি আপন মানত পূর্ণ করিয়াছি। তাই তোমার

সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে আসিয়াছি, সযত্নে তোমার মুখ দেখিতে আসিয়াছি, তোমাকে পাইয়াছি।"

সেই যুবকটির পতন হল "তুমি বিশেষ একজন ও তুমি সেটির যোগ্য" এই লাইনটির জন্য। পরের অনুবর্তী বিষয়টি হল তাঁর নিজস্ব "কামুকতা"র দ্বারা তাঁকে ফাঁদে ফেলার জন্য তার সকল পঞ্চইন্দ্রীয়গুলি অন্তর্ভুক্ত। তাঁর মধুর কণ্ঠে [শব্দধ্বনি] (পদ ২১), সে তাকে আকর্ষণ করল ঃ "আমি খাটে বুটাদার চাদর পাতিয়াছি, মিস্ত্রীয় [দৃষ্টি] সূত্রের চিত্রবিচিত্র বস্ত্র পরিয়াছি। আমি গন্ধরস, অগুরু ও দারুচিনি দিয়া আপন শয্যা আমোদিত করিয়াছি। চল, আমরা প্রভাত পর্য্যন্ত কামরসে মত্ত হই, আমরা প্রেম বাহুল্যে বিলাস করি [স্পর্শ] (পদ ১৬,১৮)।

এই ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিরোধ শক্তি সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হয়ে যাওয়ার দিকে প্রয়োজনীয় সকল কিছুই হল তার যা করার দরকার নেই সেই অবগত থাকার বিষয় সম্পাদন করার জন্য মানসিক সম্মতি। প্রলুব্ধকারী সত্বর যুক্তিসঙ্গত ভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করে ঃ "কেন না কর্তা ঘরে নাই, তিনি দূরে যাত্রা করিয়াছেন, টাকার তোড়া সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন, পূর্ণিমার দিন ঘরে আসিবেন" (পদ ১৯, ২০)।

কেউই নিজের (নারী বা পুরুষ) দিকে মিথ্যা বলা ব্যতীত পাপ করতে পারে না। প্রলোভন আমাদেরকে প্রতারণা করে, আমাদেরকে যুক্তিসম্মতভাবে আচরণ করার কারণ ঘটায় যা আমরা বুঝতেও পারব না, যা কেউই জানবে না; যাতে কেউ আঘাত পাবে না; যা প্রতিরোধ করার কোনো কারণ নেই; কারণ আমাদের সম্পাদন করার জন্য অধিকার থাকে; যেহেতু আমরা সেটির যোগ্য; এই নিমিত্তে ঈশ্বর যত্ন নেবেন না। কারণ এই যুবক তাঁর অনুভূতিগুলিকে সুযোগ করে দেয় তাঁর ঈশ্বর প্রদত্ত বিচার বাতিল করে দেওয়ার জন্য, সে তাঁর প্রলোভনের দিকে বশীভূত হয় ঃ "অনেক মধুর বাক্যে সে তাহার চিত্ত হরণ করিল, ওষ্ঠাধরের চাটুবাদে তাহাকে আকর্ষণ করিল" (পদ ২১)।

তারপর আসে হত্যা। প্রলোভন তাঁকে স্থির করে আর তার ক্ষয় হয়। অনুবর্তী বিষয়টি হল অতিশয় মানবিক, তথাপি অতীব বিষাদময়। "অমনি সে তাহার পশ্চাতে গেল, যেমন গরু হত হইতে যায়, যেমন শৃঙ্খলবদ্ধ ব্যক্তি নির্ব্বোধের শাস্তি পাইতে যায়, শেষে তাহার বাণে বিদ্ধ হইল, যেমন পক্ষী ফাঁদে পড়িতে বেগে ধাবিত হয়, আর জানে না যে, তাহা প্রাণ নাশক" (পদ ২২, ২৩)।

সুপরিকল্পিত প্রার্থনা

স্পষ্টভাবে নীতিবাদমূলক আইনের মর্মার্থ এবং চোয়াল শক্ত করা ইচ্ছাশক্তি দিনটিকে জয় করবে না এই ধরনের সংগ্রাম সংঘটিত হওয়ার সময়ে। পৌল কলসীয় ২:২১, ২৩ পদে ঠিক সেটাই আমাদেরকে সতর্ক করেন ঃ "ধরিও না, আস্বাদ লইও না, স্পর্শ করিও না !..... ঐ সকল বিধি জ্ঞান নামে কীর্তিত বটে, তথাপি মাংসের পোষকতার বিরুদ্ধে কিছুর মধ্যে গণ্য নহে।"

নিজেদের নাগালের বাইরে আমাদের কিছু বিষয় দরকার যা মনুষ্য হৃদয়ের "মন্দ বাসনাগুলিকে" দমন করতে পারে এবং আমাদেরকে নতুন অনুরাগ (প্রীতি) গুলি যেন প্রদান করতে পারে। যার নির্য্যাস হল আমাদের প্রার্থনা করার সময়ের ক্ষেত্রে আমাদের উপাসনারত বিষয়টি "আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না"।

কৃতজ্ঞতা সহকারে এই সকল ঐশ্বরিক, আত্মিক সমাধানগুলি খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কারণে প্রার্থনা করার মাধ্যমে আমাদের হতে পারে। মন্দ বাসনাগুলির দ্বারা "আকর্ষিত হওয়া" কিংবা স্থির হওয়ার দিকে আমাদের প্রবণতার জন্য আমাদেরকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে আমাদের রয়েছে ক্রুশবিদ্ধ জীবনের সমাধান সমূহ। আর পরীক্ষার "প্রলোভনগুলি" ক্ষয় হওয়ার দিকে প্রতিবাদ করার জন্য প্ররোচনা। পবিত্র আত্মার পুনরুত্থানের ক্ষমতা আমাদের রয়েছে। অতএব এক পবিত্র জীবনের দিকে সুপরিকল্পিতভাবে ও নির্দ্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করে প্রার্থনা করার কিছু বিষয়সমূহ এখানে বিদ্যমান।

বিষয়টি স্পষ্টরূপে পরিণত হয় যে খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের উপরে প্রার্থনার আলোকপাতকরণ চরমভাবে আমাদের অনুরাগ সমূহের কেন্দ্রীয় বিষয়টির সম্মুখীন হয়।

ব্যবস্থা পরিহার করার জন্য প্রার্থনা করা

প্রথমে, খ্রীষ্টের ক্রুশের উপরে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা, বিশ্বাস সহকারে, বাস্তবতার কর্তৃত্ব ধার্যকরা যে ক্রুশের কারণে আপনি পাপে মৃত। খ্রীষ্টে আপনি দীর্ঘদিন মন্দ বাসনাগুলির দিকে একজন দাস হয়ে থাকেন না যা আপনার ব্যবস্থা করা থাকে। বিষয়টির অর্থ হল যে পাপের প্রলোভনসমূহের দিকে একজন মৃত ব্যক্তিরূপে একজন অসংবেদনশীল হওয়ার মত অধিকারভুক্ত সামর্থ্য থাকা। পক্ষান্তরে এটি শুরু হয় প্রার্থনাপূর্ণ বিশ্বাস দ্বারা যেটি আপনার অনুভূতিগুলিকে প্রতিরোধ করার জন্য সম্ভবতঃ প্রয়োজন। পৌল আপনাকে মনে করিয়ে দেন ঃ "আমরাত ইহা জানি যে, আমাদের পুরাতন মনুষ্য তাঁহার সহিত ক্রুশারোপিত হইয়াছে, যেন পাপদেহ শক্তিহীন হয়, যাহাতে আমরা পাপের দাস না থাকি। ..... তদ্রূপ তোমরাও আপনাদিগকে পাপের সম্বন্ধে মৃত, কিন্তু খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের সম্বন্ধে জীবিত বলিয়া গণনা কর" (রোমীয় ৬:৬, ১১)।

দ্বিতীয়তঃ, আপনার জীবনের উপরে খ্রীষ্টের অতিপ্রাকৃতিক সুরক্ষা ও মুক্তির উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান ও বিশ্বাস করা। ক্রুশেতে শয়তান পরাভূত (কলসীয় ২:১৫) এবং তার প্রতারণাগুলির উপরে জয়লাভ হয় ও আপনার দিকে ক্ষমতা প্রদান হয়।

তৃতীয়তঃ সদাপ্রভুর কাছে অনুরোধ করণ জীবনের সীমানাগুলি স্থাপন করার দিকে আপনাকে সাহায্য করার জন্য যা আপনাকে হিতোপদেশ ৭ এর বুদ্ধিবিহীন যুবকটির মত ব্যক্তিগত সুরক্ষিতমূলক জায়গাগুলি থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। সেই গোপনীয়তার হরণটি পরিহার করার সাহসিকতার নিমিত্তে ঈশ্বরের অন্বেষণ করুন। গোপনীয়তার অন্ধকারাচ্ছন্নতার অভ্যন্তরে ভ্রান্ত প্রতিবেশীদের মধ্যে আপনি কি পরিভ্রমণ করে থাকেন।

চতুর্থতঃ "সদাপ্রভুর ভয়ের" জন্য প্রার্থনা করুন। ঈশ্বরের পবিত্রতার এক প্রকাশনের নিমিত্তে অনুরোধ করুন যা আপনাকে বিনীত করবে আর আপনার হৃদয় রাখবে অনুতপ্ত ও বাধ্য। ঈশ্বর বলেন, "এ সকলই ত আমার হস্ত দ্বারা নির্মিত, তাই এই সকল উৎপন্ন হইল। কিন্তু এই ব্যক্তির প্রতি অর্থাৎ যে দুঃখী, ভগ্নাত্মা ও আমার বাক্য কম্পমান তাহার প্রতি আমি দৃষ্টিপাত করিব" (যিশাইয় ৬৬:২)।

জীবনের জন্য আপনার নির্ণয় করা মনোনয়ন গুলির উপরে কেন্দ্র করে হিতোপদেশ গুলির মাধ্যমে আপনার পঠন অনুসারে আসুন, প্রার্থনা করি। পদসমূহ

ধীর গতিতে পাঠ করুন ও তারপর ঈশ্বরের দিকে সেগুলি এক এক করে প্রার্থনা করুন, পবিত্রতার এক জীবন ধারার নিমিত্তে এক ব্যক্তিগত অনুরোধ অনুসারে।

ক্ষয় হওয়া প্রতিরোধ করার দিকে প্রার্থনা করা

প্রার্থনা সর্বদাই পবিত্র আত্মা পরিপূর্ণ, সেটিকে আপনার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত অনুরোধ তৈরী করুন। পবিত্র আত্মা যীশুর জীবনে পুনরুত্থান আনয়ন করেন, ন্যায় পরায়ণতার জন্য আপনাকে জীবিত করে তোলার কারণে এবং আপনার সুরক্ষিত নশ্বর দেহেও খ্রীষ্টের প্রতি বাধ্যতা সহকারে জীবন যাপন করার দিকে আপনাকে সাহায্য করার জন্য। পৌল আপনাকে প্রত্যাশা দান করেন ঃ "আর যিনি মৃত গণের মধ্য হইতে যীশুকে উঠাইলেন, তিনি তাঁহার আত্মা যদি তোমাদিগতে বাস করেন, তবে যিনি মৃতগণের মধ্য হইতে খ্রীষ্ট যীশুকে উঠাইলেন, তিনি তোমাদের অন্তরে বাসকারী আপন আত্মার দ্বারা তোমাদের মর্ত্ত্য দেহকেও জীবিত করিবেন" (রোমীয় ৮:১১)।

ব্যক্তিগতভাবে নিয়মানুবর্তী হওয়ার জন্য আপনি সদাপ্রভুর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন। হিতোপদেশ ৭ পদের বুদ্ধিবিহীন যুবকটির অনুরূপ না হয়ে, সদাপ্রভুর প্রতি আস্থা রাখুন কামনার উত্তেজকের দিকে না বলার ক্ষমতা দান করার জন্য এবং যা কিছু চাওয়ার বিষয়গুলি নিজেকে সর্বদা দেওয়া বন্ধ করার দিকে সাহসের প্রয়োজন আপনাকে প্রদান করার জন্য বিশ্বাস রাখুন।

সেই ভিত্তিস্বরূপ পাপপূর্ণ ধরণগুলির ভ্রান্ত বিশ্বাস ও প্রতারণার সকল এলাকাগুলি আপনার কাছে প্রকাশ করার জন্য ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহের প্রার্থনা নিবেদন করুন। ঈশ্বরের বিষয়ে, নিজের সম্পর্কে, আপনার চারিপাশে পরিবেষ্টিত জনেদের সম্বন্ধে কিংবা পাপের পরিণতির বিষয়ে নিজের কাছে মিথ্যা বলার দ্বারা কিভাবে আপনি পাপকে যুক্তিসঙ্গত করে তোলেন?

শুধুমাত্র অনুরোধের প্রার্থনার একটি তালিকা আবৃত্তি করণ অপেক্ষা আপনার প্রার্থনার সময়গুলি আরও অধিক নির্ণয় করুন। প্রেরিত পৌলের চাওয়ার বিষয় "পবিত্র আত্মার সহভাগিতা" (২ করিন্থীয় ১৩:১৪) অনুশীলন করুন। ঈশ্বরকে উপাসনা করার জন্য এবং অন্তর হতে তাঁর উপস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার দিকে সময় নিন। নীরবভাবে তাঁর ধ্যান করুন আর উচ্চারণ করে কথিত ভাবে তাঁর প্রশংসা করুন। নিজ নিজ ভাষাগুলির দ্বারা প্রার্থনা করুন। তাঁর প্রতি আপনার আত্মা ও আপনার অনুরাগ সমর্পন করুন। তাঁর ন্যায় পরায়ণ হৃদয় আপনাকে পূরণ করার সুযোগ করে দিন। যিহুদার শিক্ষা অনুসারে, "তোমরা আপনাদের পরম পবিত্র বিশ্বাসের উপরে আপনাদিগতে গাঁথিয়া তুলিতে তুলিতে, পবিত্র আত্মাতে প্রার্থনা করিতে করিতে" (যিহুদা ২০)।

নতুন অনুরাগসমূহ

বিষয়টি স্পষ্টরূপে পরিণত হয় যে খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের উপরে প্রার্থনার আলোকপাতকরণ চরমভাবে আমাদের অনুরাগ সমূহের কেন্দ্রীয় বিষয়টির সম্মুখীন হয়। পি,টি, ফোরসিথি (P. T. Forsythe) "যা আমাদের উর্দ্ধে থাকে সেটি আমাদের মধ্যে যদি না থাকে, আমাদের চারিপাশে যে বিষযটি আছে সেটি সত্বর আমরা উৎপাদন করব"।

আমাদের সকল মূর্তিপূজাগুলি ও পাপপূর্ণ ধরণগুলির কেন্দ্রস্থলটি হল আমাদের ভ্রান্ত অনুরাগ অথবা "মন্দ কামনা গুলি"র সমস্যা (যাকোব ১:১৪)। প্রেরিত যোহন সতর্ক করেন, "তোমরা জগৎকে প্রেম করিও না, জগতীস্থ বিষয় সকল প্রেম করিও না। কেহ যদি জগৎকে প্রেম করে, তবে পিতার প্রেম তাহার অন্তরে নাই" (১ যোহন ২:১৫)।

অন্য আরেকজন যোহন বা জন আমার এক ব্যক্তিগত বন্ধু, একাধিক বছর আগে লস্ এ্যান্জেলিসের ফায়ার বিভাগ দ্বারা বছরের ফায়ার ফাইটাররূপে নামাংকিত হয়েছিলেন। তিনি একজন শক্তিশালী ব্যক্তি যিনি যীশুর একজন প্রগাঢ় ভিত্তিশীল অনুগামী এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে যীশুর দিকে অন্যান্য অনেক ক্ষমতাবান ব্যক্তিকে চালনা করে ছিলেন। তিনি একবার আমার কাছে বর্ণনা দিয়েছিলেন কিভাবে তাঁর একজন শিষ্যগুরু তাঁকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন প্রতিদিন সকালে উঠে প্রার্থনা করার জন্য, "সদাপ্রভু আমাকে সাহায্য কর ভালবাসতে যা তুমি ভালবাস এবং ঘৃণা করতে যা তুমি ঘৃণা কর"।

এটি সেই এক প্রার্থনা যা ভিত্তিগতরূপে আমাদের অনুরাগসমূহের মাত্রাতে আমাদের আকার দেয় ও আমাদের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে। এটি হল যীশুর বক্তব্য, "তুমি ধার্ম্মিকতাকে প্রেম, ও দুষ্টতাতে ঘৃণা করিয়াছ" (ইব্রীয় ১:৯)। "আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না" প্রার্থনা করা, হল চরমভাবে প্রার্থনা করা যার দ্বারা আমাদের অনুরাগসমূহ তাঁর প্রতি সংগতপূর্ণ হবে।

স্কটিশ প্রচারক এবং রচয়ক থমাস চালমারস্ (১৭৮০-১৮৪৭) "দ্যা এক্সপাল্সিভ পাওয়ার অফ এ নিউ অ্যাফেক্শন্" (এক নতুন অনুরাগের বহিষ্কার সংক্রান্ত ক্ষমতা) অভিহিত এক ধর্মোপদেশ একবার প্রচার করেছিলেন। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আমাদের এক আবেগের বহিষ্কার সংক্রান্ত ক্ষমতার দরকার যা আমাদের হৃদয়গুলিকে গ্রাস করে ফেলে সেই সকল ভ্রান্ত, পার্থিব অনুরাগ সমূহকে ঠেলে বার করে দিয়ে যা লোভ, দর্প ও অভিলাষকে পুষ্ট করে। এটি হল আমাদের অন্তরের এক প্রশ্ন ও আমাদের প্রেমের বিষয়।

অতএব, আমরা চালমারস্রে প্রার্থনা অনুসারে প্রার্থনা নিবেদন করতে পারি, "হে আমার আত্মা যিনি এই জগতের সৌন্দর্য্যের কারণ এবং চরম বিশৃঙ্খলাথেকে জেগে ওঠার শৃঙ্খলা, আমার অন্ধকার, কর্দমাক্ত এবং বিধ্বংসী আত্মার উপর সম্পাদন করার মত কার্য করে। অথবা যীশু যেমন প্রার্থনা করার জন্য আমাদেরকে শেখান, "আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না"। ■

প্রলোভন পরাস্ত করার উদ্দেশ্যে হিতোপদেশ ৭-এর ব্যবস্থা পত্র

ব্যবস্থা পরিহার করা

- সীমানাগুলি স্থাপন করা (৭:৮)
- গোপনীয়তা পরিহার করা (৭:৯)
- সতর্ক থাকা (৭:১০-১২)

ক্ষয় হওয়া প্রতিরোধ করা

- আবেগপ্রবণ ও আত্মিক পূর্ণতা অনুবর্তন করা (৭:১৩,১৪)
- বিলম্বিত সন্তুষ্টির শৃঙ্খলার শিক্ষা লাভ করা (৭:১৬-১৮)
- সত্যতা দ্বারা যুক্তিসম্মত করে তোলার পুনঃ স্থাপন করা (৭:১৯,২০)

হত্যার বিরোধিতা করা (৭:২২,২৩)

- অন্য ধরনের মৃত্যুকে সাদরে গ্রহণ করা, ক্রুশারোপিত যীশুতে পুনরুত্থিত জীবন।

আশার বাণী

"খ্রীষ্টের সহিত আমি ক্রুশারোপিত হইয়াছি, আমি আর জীবিত নই, কিন্তু খ্রীষ্টই আমাতে জীবিত আছেন, আর এখন মাংসে থাকিতে আমার যে জীবন আছে, তাহা আমি বিশ্বাসে, ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাসেই যাপন করিতেছি, তিনিই আমাকে প্রেম করিলেন এবং আমার নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন (গালাতীয় ২:২০)।

"দিয়াবল প্রলোভন দেখায় যাতে সে ধ্বংস করিতে পারে; ঈশ্বর পরীক্ষা করেন যাতে তিনি রাজা হতে পারেন" — সেন্ট, অ্যাম্ব্রওস

"কিভাবে সামান্য লোকেরা জানে কার বিবেচনায় পবিত্রতা হল নির্বোধ বিষয়। যখন একজন যথার্থ বিষয়টির সম্মুখীন হয়, সেটি হয় অপ্রতিরোধ্য" — সি, এস, লুইস, *লেটার টু অ্যান অ্যামেরিক্যান লেডি*

— জেমস টি, ব্র্যাডর্ফোড

জেমস্ টি, ব্র্যাডফোর্ড, পি এইচ ডি, মিসৌরি, স্প্রীংফিল্ডের অ্যাসেম্বলিস অফ গডের জেনারেল কাউন্সিলের পক্ষে জেনারেল সেক্রেটারী।

হস্তলিপির নেপথ্যে ঃ আত্মা ও পরভাষায় কথা বলতে পারার অনুগ্রহ দানের দ্বারা প্রার্থনা

যোষেফ এল, র‍্যাসেল্‌বেরী

সম্পাদকের নোট ঃ পবিত্র আত্মার দ্বারা বাপ্তিস্মের বিষয়ে শিক্ষাদান ও প্রচার করণের সময় পরবর্তী রচনা অনুপূরক ধর্মোপদেশের বিষয় বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।

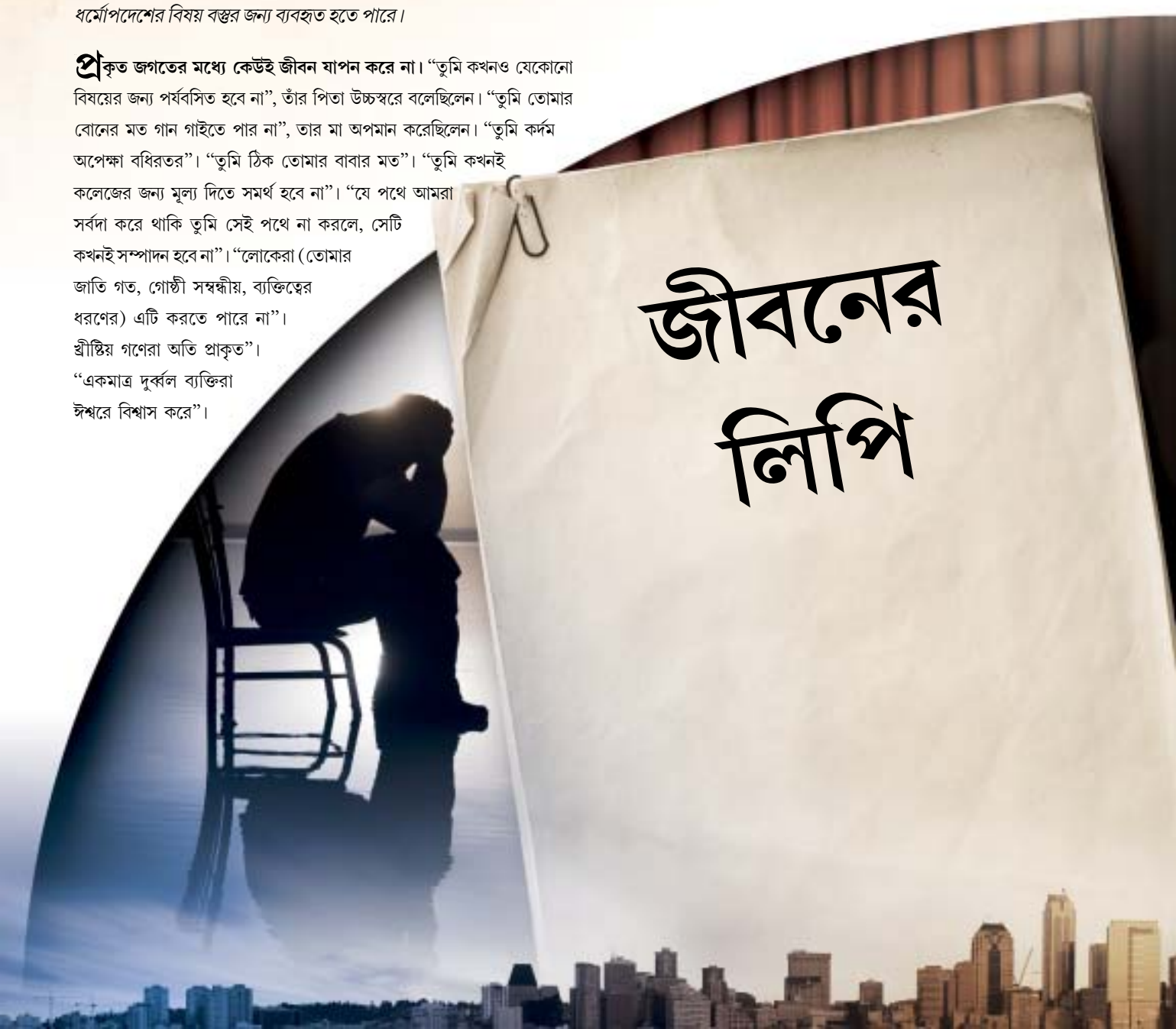

প্রকৃত জগতের মধ্যে কেউই জীবন যাপন করে না। "তুমি কখনও যেকোনো বিষয়ের জন্য পর্যবসিত হবে না", তাঁর পিতা উচ্চস্বরে বলেছিলেন। "তুমি তোমার বোনের মত গান গাইতে পার না", তার মা অপমান করেছিলেন। "তুমি কর্দম অপেক্ষা বধিরতর"। "তুমি ঠিক তোমার বাবার মত"। "তুমি কখনই কলেজের জন্য মূল্য দিতে সমর্থ হবে না"। "যে পথে আমরা সর্বদা করে থাকি তুমি সেই পথে না করলে, সেটি কখনই সম্পাদন হবে না"। "লোকেরা (তোমার জাতি গত, গোষ্ঠী সম্বন্ধীয়, ব্যক্তিত্বের ধরণের) এটি করতে পারে না"। খ্রীষ্টিয় গণেরা অতি প্রাকৃত"। "একমাত্র দুর্ব্বল ব্যক্তিরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে"।

মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা

বাইবেলে উক্ত আছে, "ঈশ্বরকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাউক, মনুষ্য মাত্র মিথ্যাবাদী হয়", (রোমীয় ৩:৪)। অতএব কিরূপে আমরা ঈশ্বরের সত্য সন্ধানের জন্য অতীতে মিথ্যা মানবজীবন লাভ করি? উত্তরটি হল ঃ এটি হল এক জীবন ভোর অনুসন্ধান। যখন ঈশ্বর আমাদেরকে শিক্ষার্থী হওয়ার জন্য পরিকল্পনা করেন, বহু লোকেরা বাইবেলের কথানুসারে, "সতত শিক্ষা করে, তথাপি সত্যের তত্ত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারে না" (২ তীমথিয় ৩:৭)। কারণ কারোর ঈশ্বরের সত্যের নিখুঁত জ্ঞান থাকে না, কেউই প্রকৃত জগতের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে জীবনযাপন করে না।

অবশ্যই, সেখানে এক জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে যার মধ্যে আমরা সকলেই প্রকৃত জগতের মধ্যে জীবন ধারণ করি, যতখানি আমাদের দেহগুলি বাস্তব পার্থিব জগতে বাস করে। কিন্তু যখন আমরা আমাদের দেহসমূহের অভ্যন্তরে জীবিত থাকি — আমরা আমাদের মস্তকের ভেতরে বেঁচে থাকি — জগত সম্পর্কে আমাদের থাকা মৌলিক বিশ্বাস সমূহের মাধ্যমে আমাদের অভিজ্ঞতার সকল বিষয় আমরা ছেঁকে নিই। আমাদের কর্ম পরিকল্পনাকরণ "নির্ধারণ করে কিভাবে আমরা জগতকে উপলব্ধি করি এবং একবার আমাদের মাথার মধ্যে নিশ্চিত ধারণাগুলি দৃঢ়বদ্ধ হলে, নরকের মধ্যে দিয়ে একটি পাড়ির মত বোধ হয়ে ঈশ্বরের সুন্দর পৃথিবীর উপরে জীবন ধারণ গড়ে তুলতে পারে। কয়েকজন ব্যক্তি যখন জগতটি দেখে এক পরিপূর্ণ সুযোগ সুবিধার এক শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয় সঞ্চারক রূপে, অন্যান্যরা জীবন ধারন করে যেন এটি দ্বারবিহীন কারাগার রূপে।

নিঃসন্দেহে কয়েকজন ব্যক্তি অন্যান্যদের অপেক্ষা আরও অধিক স্পষ্টভাবে জগতটিকে উপলব্ধি করে। কিন্তু আমাদের সকলেই এক মানসিক জগতের ভেতরে বেঁচে থাকি যা অন্যান্য লোকেরা আমাদের দিকে হস্তান্তরিত করে। আমাদের পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বন্ধু এবং শত্রুগণেরা, গণ প্রচার মাধ্যম, সরকার, ধর্মের মধ্যে আমাদের বেড়ে ওঠা — আমাদের অবিরতভাবে জানাতে থাকে, জগত কি, জীবন কি, আমি কে এবং আমাদের করণীয় বিষয়টি কি। এগুলির সকলই ক্ষমতার উদ্দেশ্যে অবিরত মানসিক সংগ্রামের মধ্যে জগতকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে।

জীবনের লিপি

সাম্প্রতিক দর্শন লোকেদের উপরে জগতের একটি ব্যাখ্যা আরোপকরণ দ্বারা তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টাকরণের পন্থার উপরে প্রচুর আলোকপাত করাকে স্থান দেয়। কয়েকজন দার্শনিক এই সকল ব্যাখ্যাগুলিকে *ক্ষমতার ভাষণসমূহ* বলে অভিহিত করে, আমি সেগুলিকে *লিপি* বলে অভিহিত করি।

২০তম শতাব্দীর সবচেয়ে বিখ্যাত দার্শনিকগণের মধ্যে একজন জিন-পল সারট্রি, নো এক্‌জিট্ (No exist) নামক একটি নাটক লিখেছিলেন। সেই নাটকে মাত্র তিনটি চরিত্র, যেটি নরকের মধ্যে সন্নিবেশিত। সমগ্র কথাবার্তার মধ্যে তিনটি চরিত্র তাদের পথের সন্ধান করার দিকে পরস্পর সুকৌশলে কার্যসিদ্ধি করার চেষ্টা করে, যদিও তিনব্‌নের স্বভাব তাদের যেকোনো একজনের পক্ষে সেটিকে অসম্ভব করে তোলে তাদের চাওয়ার বিষয়টি লাভ করার জন্য। শেষের দিকে অভিনেতাদের একজন ঘোষণা করে, "নরক হল অন্যান্য লোকদের"। অন্যান্যদের উপরে অবিরতভাবে লোকেরা তাদের ইচ্ছা আরোপ করতে চেষ্টাকরণের পন্থাটি বিষয়ে সারট্রি আশাহতভাবে ক্লান্তিবোধ করেছিলেন।

একটি মঞ্চের অভিনেতাদের মত যারা তাদের শিখে থাকা লাইনগুলি মুখস্থ বলে, লোকেদের প্রবণতা থাকে সমাজে তাদের জন্য লিপিবদ্ধ করে থাকা জীবন ধারাগুলি কাজে পরিণত করার। অত্যন্ত অল্পসংখ্যক জনগণ শঙ্কাহীন সৃজনশীলতার উদ্ভাবনী জীবনধারাগুলি চালনা করে। আপনি কাকে জানেন যিনি বাস্তবিকভাবে গঠন করা ছাঁচটি ভেঙ্গে থাকে এবং একটি জীবন যাপন করে যা ছিল

বাস্তবিকভাবে আদি, গভীরভাবে পরিপূর্ণ আর সমগ্রভাবে প্রতিজনের কাছে বিস্ময়কর যারা তাদেরকে চিনত? দুর্ভাগ্য ক্রমে লোকেদের সংখ্যা অতি অল্প। একমাত্র মানবিক ইতিহাসে একজন ব্যক্তি চিরকাল তাঁর নিজস্ব আদিলিপিতে বাস্তবিকভাবে জীবন নির্বাহ করেছিলেন, এবং আমরা তাঁকে বলি সত্য। বেশীরভাগ লোকেরা অন্যান্যদের দ্বারা তাদের উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ জীবন সহজভাবে বাধ্যতা সহকারে অতিবাহিত করে থাকে, তাদের বলার জন্য ধরে নেওয়ার বিষয়টির কথন, কাজ করার অনুমতির জন্য তাদের বিষয়টির ক্রিয়াকলাপ, অপেক্ষাকৃত কিছু ভাল বিষয়ের জন্য প্রচণ্ড ইচ্ছা অন্যান্য লোকেদের সুখী করার জন্য চেষ্টারত থাকা।

লিপিটি ব্যর্থ করা

লিপিটি ব্যর্থ করার একটি পথ রয়েছে। এটিকে বলে পরভাষায় কথা বলার ক্ষমতা, এক প্রাচীন আত্মিক অনুশীলন নূতন নিয়মে সুপ্রকাশিতভাবে উল্লেখিত এবং আজকের দিনের জগতের চতুর্দিকের সহস্র লক্ষাধিক লোকেদের দ্বারা অনুশীলিত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে, কিছু ব্যক্তি যারা কখনই পরভাষায় কথা না বলে থাকেন যারা *অতিপ্রাকৃত সত্তারূপে* কাজ করে তাদের ঐতিহাসিকভাবে আক্রমণ করে থাকে। কিন্তু পিউ রির্সাচ সেন্টার দ্বারা সম্প্রতি এক দেশব্যাপী অধ্যয়ন প্রস্তাবনা দেয় যে ২৩ শতাংশ আমেরিকা বাসীরা পরভাষায় কথা বলে থাকে। যখন এক সিকিভাগ জনসংখ্যা কিছু বিষয় সম্পাদন করে থাকে, সেটি *অতিপ্রাকৃতিক* হওয়ার জন্য নামমাত্র বা কদাচিৎ ব্যক্ত হতে পারে। একটি ঘটনার বিষয়বস্তু রূপে সেটি *স্বাভাবিকের* সংজ্ঞা দ্বারা আরও অধিক ঘনিষ্ঠভাবে উপযুক্ত হয়।

তবুও অতিপ্রাকৃতিক সবচেয়ে খারাপ বিষয় নয় সেটিকে পরভাষার দ্বারা প্রার্থনাকরণ বিষয় বলা হয়ে থাকে। ১৯০০ সালের প্রথমদিকে যখন জনগণের সংখ্যার এক স্মরণীয় পুনরুত্থান হয়েছিল যারা পরভাষায় কথা বলেছিল, বহু লোকেরা যারা পরভাষায় কথার জন্য অন্যান্যদের চাইত না তারা শিক্ষা দিতে শুরু করেছিল যে পরভাষায় কথা বলা হল পৈশাচিক। শাস্ত্রের মধ্যে একটি বাক্য নেই যা প্রস্তাবনা দেয় যে পরভাষাগুলি হল পৈশাচিক, অস্বাভাবিক অথবা ঈশ্বর হতে এক সুন্দর অনুগ্রহদান অপেক্ষা সামান্য পরিমাণে কোনো বিষয়। কিন্তু বহু ব্যক্তিগণেরা, যারা নিজেদেরকে বাইবেল বিশ্বাসী খ্রীষ্টিয় বলে বিবেচনা করে, তাদেরকে ব্যক্ত করা অন্যান্যদের বক্তব্যটির উপর আস্থা রয়েছে, পরভাষার অনুগ্রহ দানগুলির বিষয়ে বাইবেল স্বয়ং যে কথা ব্যক্ত করে সেটি বিশ্বাস করার পরিবর্তে।

অতএব পরভাষায় কথা বলা সম্পর্কে বাইবেল কি কথা বলে? সংক্ষেপে কয়েকজোড়া অনুচ্ছেদগুলি বিষয়বস্তুর কেন্দ্র স্থলের দিকে সঠিক গমন করে। পৌল লেখেন যে, "কেননা যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে, সে মানুষের কাছে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে বলে, কারণ কেহ তাহা বুঝে না, বরং সে আত্মায় নিগূঢ়তত্ত্ব বলে" (১ করিন্থীয় ১৪:২)। তিনি আরও সংযোজন করলেন "কেননা যদি আমি বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করি, তবে আমার আত্মা প্রার্থনা করে, কিন্তু আমার বুদ্ধি ফলহীন থাকে" (১৪:১৪)। অতএব বাইবেল অনুসারে লোকেরা যখন পরভাষায় প্রার্থনা করে, তারা সোজাসুজিভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। তারা সচেতন ভাবে জানেনা যে তারা কি কথা বলছে, কিন্তু তাদের মধ্যকার আত্মা কখনই নিগূঢ়তত্ত্ব কথা ঈশ্বরের কাছে উচ্চৈস্বরে বলে না যা তাদের মন বুঝতে পারে না। অন্য আরেকটি স্থানে পৌল লেখেন, "আর সেইরূপে আত্মাও আমাদের দুর্ব্বলতায় সাহায্য করেন, কেননা উচিত মতে কি প্রার্থনা করিতে হয় তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আত্মা আপনি অবক্তব্য অন্তস্বর দ্বারা আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন। আর যিনি হৃদয় সকলের অনুসন্ধান করেন, তিনি জানেন আত্মার ভাব কি, কারণ ইনি পবত্রগণের পক্ষে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই অনুরোধ করেন" (রোমীয় ৮:২৬,২৭)।

প্রভুর প্রার্থনায় উপাসনা করার জন্য আমাদেরকে শিক্ষা দেয় ঃ "তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক" (মথি ৬:১০)। বহু ক্ষেত্রে, আমরা যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা সিদ্ধ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করি, আমরা অন্ধভাবে প্রার্থনা করি, কারণ আমরা সাধারণভাবে জানি না ঈশ্বরের ইচ্ছা কি। বহু পরিস্থিতিগুলিতে আমাদের সমস্যাগুলির বিষয়ে আমাদের নিজস্ব অপর্যাপ্ত ধারণা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার বিষয়ে নিজেরা সচেতন থাকা বিনাই সোজাসুজিভাবে এটির বিরুদ্ধে প্রার্থনা করার দিকে আমাদেরকে চালনা করার অন্যান্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা থাকে না। সেটি আমাদের এক তাৎপর্যপূর্ণ দুর্ব্বলতার স্থানে স্থাপন করে। কিন্তু ঈশ্বর আমাদেরকে সহায়তা করেন।

আমরা যখন বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করি, পবিত্র আত্মা আমাদেরকে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে প্রার্থনা করার দিকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় প্রার্থনা নিবেদন

আমরা যখন বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করি, পবিত্র আত্মা আমাদেরকে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে প্রার্থনা করার দিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। আমরা সেই নিগূঢ় তত্ত্বের কথা বলি আমাদের যুক্তিসঙ্গত মানসিকতাগুলির দ্বারা আমরা বুঝতে পারি না। এটা হল পরভাষায় প্রার্থনা করার সৌন্দর্য্য। এটি প্রার্থনার সবচেয়ে মুক্তকরণ আকার যা বর্তমান থাকে, যেন সেটি আমাদের উদ্দেশ্যে লিখতে চেষ্টা করে থাকে অন্য সকল জনের লিপির থেকে আমাদেরকে মুক্ত করে স্থাপন করে। আমরা এমনকি আমাদের সীমিত, পাপে রঞ্জিত ভিত্তিশীল দৃশ্যানুযায়ী ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে লেখার চেষ্টা করে থাকবার লিপির থেকে স্বতন্ত্র করে রাখি।

ঈশ্বরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া

যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে প্রতিশ্রুতি দিলেন, "পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে, তোমরা শক্তিপ্রাপ্ত হইবে" (প্রেরিত ১:৮)। তিনি সেই প্রতিশ্রুতি দিলেন তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করার পরে যে "প্রভু আপনি কি এই সময়ে ইস্রায়েলের হাতে রাজ্য ফিরাইয়া আনিবেন"? (১:৬)। তাদের যথাযথভাবে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নটির বিষয়ে যীশু অবগত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে তাঁর পূর্ববর্তী কথোপকথনের দ্বারা, ইস্রায়েলীয় জাতিগণের বিচার করণের ১২টি সিংহাসনের উপরে তাদের আসন হওয়ার কথা তিনি তাদেরকে ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁরা যীশুর নির্মমভাবে ক্রুশবিদ্ধ হওয়া অনুসারে এক স্বপ্ন চূর্ণকরণ পরীক্ষার মাধ্যমে গমন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পরাক্রমশালী পুনরুত্থানের পরে তাঁরা অন্যান্যের উপরে কর্তৃত্ব করার ও যীশুর ব্যবস্থা সহায়তা করার অধিকার গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

যীশুর উত্তর তাদের উচ্চাশাগুলির কেন্দ্রস্থলের দিকে সোজা গমন করেছিল ঃ "যে সকল সময় কি কাল পিতা নিজ কর্তৃত্বের অধীনে রাখিয়াছেন, তাহা তোমাদের জানিবার বিষয় নয়। কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে, তোমরা শক্তিপ্রাপ্ত হইবে" (১:৭,৮)। অন্য কথায়, অন্যান্যদের উপরে কর্তৃত্ব করার অধিকারের বিষয়টি ভুলে যাওয়া। পিতা তাঁর কর্তৃত্ব ধরে থাকবেন। সেটি আপনার অংশের কার্যসম্পাদন নয়। কিন্তু আপনি শক্তিপ্রাপ্ত হবেন। সেটি লোকেদের উপরে শক্তিপ্রাপ্ত হওয়া হবে না, কিন্তু ঈশ্বরের সেবা কাজ করা, ঈশ্বরের উদ্ধারকরণের পরাক্রমের বিষয় অন্যান্যদের দিকে এক সাক্ষ্য প্রদান, এবং সমুদয় জগত ব্যাপিয়া ঈশ্বরের তূরীধ্বনিতে অংশ প্রদান করার দিকে নিজের মধ্যে শক্তি প্রাপ্ত হওয়া হবে।

শিষ্যগণেরা বাস্তবিক পবিত্র আত্মা ও পরাক্রম লাভ করেছিলেন। সেই শক্তি সহ তারা পরভাষায় কথা বলার অনুগ্রহ দান লাভ করেছিলেন। "আর হঠাৎ আকাশ হইতে প্রচণ্ড বায়ুর বেগের শব্দবৎ একটা শব্দ আসিল, ... এমন অনেক অগ্নিবৎ জিহ্বা তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল, এবং তাহাদের প্রত্যেক জনের উপরে বসিল। তাহাতে তাহারা সকল পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন, এবং আত্মা তাঁহাদিগকে যেরূপ বক্তৃতা দান করিলেন, তদানুসারে অন্য অন্য ভাষায় কথা কহিতে লাগিলেন" (২:২,৪)।

প্রত্যেক খ্রীষ্টিয় হন (নারী অথবা পুরুষ) পূর্নজন্ম হওয়ার মুহূর্তেই পবিত্র আত্মা লাভ করে। যীশুর শিষ্যগণেরা ঈশ্বরের পরিত্রাণ আর তাদের জীবনে পবিত্র আত্মার

অন্তরে সদাস্থায়ী হওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। কিন্তু পঞ্চাশত্তমীর দিনে, তাঁরা শক্তির পূর্ণতা লাভ করেছিলেন যা প্রথমে বিশ্বাসীদের দিকে উপনীত হয় তারা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র আত্মার দিকে তাদের জীবন উন্মুক্ত করার জন্য। সেই শক্তির সঙ্গে এসেছিল পরভাষায় কথাবলার অনুগ্রহ দান এবং তাদের না জানা এক স্বাধীনতা।

আজকের দিনে প্রত্যেক খ্রীষ্টিয় ব্যক্তির সেই পরভাষার একই অনুগ্রহ দান লাভ করার সুযোগ আছে। পবিত্র আত্মা আমাদেরকে প্রাচুর্যময়তা দ্বারা পরিপূর্ণ করার আকাঙ্খা করেন, সেই প্রাচুর্যের মধ্যে পরভাষার দানগুলি স্বাধীনতার দ্বারা বাইরে প্রতিভাত হয়। দীর্ঘদিন আমরা মিথ্যা ও দ্বিধা এবং আমাদের জীবনে সকল ব্যক্ত হয়ে থাকা আংশিক সত্যতাগুলির দ্বারা আমাদের প্রার্থনাসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকি না। আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে আত্মার নির্দেশনার দ্বারা প্রার্থনা নিবেদন করার দিকে স্বাধীন হই।

আর শুধু মাত্র যে আমরা স্বাধীন হই তা নয়, বরং আমরা আবার আমাদের জীবনে ঈশ্বরের সম্পাদন করতে চাওয়ার সকল কথাগুলির দিকে প্রভুকে স্বাধীনতা দিয়ে থাকি। দীর্ঘদিন আমরা আর শুধুমাত্র আমাদের অনুরোধ ও শিক্ষাগুলির তালিকা উপস্থাপন করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি না (প্রায়শই অভিযোগ ও অসন্তোষ গুলি)। আমরা পবিত্র আত্মার ক্ষমতার দ্বারা ঈশ্বরের নিগূঢ় তত্ত্বগুলি প্রচার করি, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আমাদের নিজ ওষ্ঠদ্বয়ের দ্বারা বিশেষভাবে উচ্চস্বরে তাঁর অনবদ্য ইচ্ছা সম্পাদন করার দিকে আহ্বান করা অব্যাহত রাখি।

নিজেদের আত্মা গেঁথে তোলা

পৌলের কথানুসারে, আত্মার উপর আমাদেরকে গেঁথে তোলার পন্থাটির দ্বারা প্রার্থনা করা "যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে, সে আপনাকে গাঁথিয়া তোলে" (১ করিন্থীয় ১৪:৪)। পরভাষায় আমরা প্রার্থনাকরা অনুসারে, আমাদের আত্মা বিকশিত হয়, সেটি শক্তি সংগ্রহ করে এবং কোনো কোনো সময়ে আমাদের আত্মায় জ্ঞাত বিষয়টি আমাদের সচেতন মনের মধ্যে এটির পথ অনুসন্ধান করে। বিখ্যাত রাশিয়ান পদার্থ বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানের দার্শনিক, মাইকেল পল্যানজি (Michael Polanyi) রচনা করেছিলেন যে, "আমরা ব্যক্ত করতে পারার বিষয়টি অপেক্ষা আরও অধিক অবগত থাকি"। *দ্যা ট্যাসিট ডাইমেনশন (The Tacit Dimension)* তাঁর ঐতিহ্যপূর্ণ (প্রাচীন) পুস্তকে তিনি ব্যাখ্যা করেন যে ইতিহাসের সবচেয়ে মহান বিজ্ঞানসম্মত আবিষ্কারগুলি বৈজ্ঞানিকদের অবচেতন মনের মধ্যে পরিচিত ছিল, সেগুলি যুক্তিসম্মত ভাষায় স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করতে তারা সমর্থ হয়ে থাকার পূর্বে। ঘটনাটির তথ্যানুসারে এরূপ বিজ্ঞানসম্মত আবিষ্কারগুলি প্রগাঢ় পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মুহূর্তগুলির সময় অপেক্ষা বরং বৈজ্ঞানিকদের স্বপ্নের মাঝে অথবা খেলা কিংবা অবসর বিনোদনের সময়ে আসার প্রবণতা থাকে।

পরভাষায় কথা বলার অনুগ্রহ দানগুলির মাধ্যমে আত্মায় প্রার্থনা করা হল ঈশ্বরের ইচ্ছার বিবরণগুলি আমাদের মন বুঝতে পারার বহুপূর্বে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের কথা বলার নানান পন্থাগুলির একটি। এটি প্রার্থনার সবচেয়ে গরিমাময় আকার, এটির প্রকৃতির সচেতন মনের অগোচরে, কিন্তু আমাদের নাগালের বাইরে সোজা ঈশ্বরের সিংহাসনের দিকে পৌঁছায়। প্রায়শই আমাদের সচেতন মনের উপরিভাগ আত্মায় প্রার্থনার সময়ে আমরা শিখে থাকি আমাদের আত্মার মধ্যে নিমজ্জিত হওয়ার বিষয়গুলি, সচরাচর ঠিক সঠিক মুহূর্তে যখন আমর বাস্তবিকভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন।

ঈশ্বরের অনুগ্রহদান প্রাপ্ত হওয়া

আপনার প্রয়োজন এবং এই অমূল্য দান ঠিক এখনই আপনি লাভ করতে পারেন। পরভাষায় কথা বলার দানগুলি প্রাপ্ত হওয়ার দিকে প্রথম ধাপটি হল সেটিকে বিশ্বাস করা। সেই মুহূর্তে, আপনার বিশ্বাস করার প্রত্যেকটি যুক্তি বিদ্যমান যে ঈশ্বর পবিত্র আত্মা ও পরাক্রম দ্বারা আপনাকে পূর্ণ করতে চান। যীশু আত্মার দানকে "পিতার অঙ্গীকৃত" রূপে উল্লেখ করেন (প্রেরিত ১:৪)।

আপনি যদি ঈশ্বরের একজন সন্তান হন, আপনার প্রত্যাশা করার প্রতিটি কারণ বিদ্যমান যে পিতা আপনার প্রতি তাঁর অঙ্গীকার রক্ষা করবেন। পিতর যখন সেই বিশাল জনতার কাছে ব্যাখ্যা করার জন্য দাঁড়ালেন, শিষ্যগণেরা পরভাষায় কথা বলার কারণে যারা জড়োহয়েছিল, তিনি যতটা সম্ভব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হতে পারে সেইভাবে বক্তব্যটি রাখলেন, "এই প্রতিজ্ঞা তোমাদের জন্য ও তোমাদের সন্তানগণের জন্য এবং দূরবর্ত্তী সকলের জন্য যত লোককে আমাদের ঈশ্বর প্রভু ডাকিয়া আনিবেন" (প্রেরিত ২:৩৯)। খ্রীষ্টের মাঝে আপনি আপনার বিশ্বাস যদি স্থাপন করেন, আপনি সম্পূর্ণরূপে পিতার অঙ্গীকার প্রাপ্ত হওয়ার দিকে যোগ্যতা সম্পন্ন, ঠিক যেমনি শিষ্যগণেদের পঞ্চাশত্তমীর দিনে সাধিত হয়েছিল।

পঞ্চাশত্তমীর দিনে বিশ্বাসীগণেদের যেভাবে ঘটেছিল একইভাবে পরভাষায় কথা বলার অনুগ্রহ দানগুলি প্রাপ্ত হবেন। প্রেরিত ২:৪ পদে ব্যক্ত আছে "তাহাতে তাঁহারা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন, এবং আত্মা তাহাদিগকে যেরূপে বক্তৃতা দান করিলেন, তদানুসারে অন্য অন্য ভাষায় কথা কহিতে লাগিলেন।" লক্ষ্য করুন কারা কথা কহিতে লাগিলেন ঃ তারা কহিতে লাগিলেন। লক্ষ্য করুন কে সমর্থ করলেন ঃ পবিত্র আত্মা। ঈশ্বর তাদের জন্য কথা বলার কাজ করেন নি কিন্তু বরং তারা তাদের নিজস্ব মুখনেড়ে কথা বলল এবং নিজেরা কথা বলল। ঠিক একই সময়ে, পবিত্র আত্মা তাদেরকে পরভাষায় কথা বলার জন্য সমর্থকরণে কাজ করেছিলেন।

পুনরায় লক্ষ্য করুন যে সেটি ব্যক্ত করে না যে প্রথমে তাঁরা তাদের মনের মধ্যে কথাগুলি শ্রবণ করলেন আর তারপর উচ্চারণ করলেন। আমাদের যেকোনো কেউ সেই পথে কথা বলে না। প্রতিদিনের কথাবার্তার মধ্যে, আমরা প্রথমে কথাগুলি পরিকল্পনা করে সেগুলি বলি না। আমরা শুধু কথা বলি এবং আমাদের মনে সেগুলিকে যেরূপে সমর্থ করে তোলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের কথা বেরিয়ে আসে। কিছুটা একই রকমের বিষয় পরভাষায় কথা বলার দানগুলির ক্ষেত্রে ঘটে চলে। আমাদের কণ্ঠস্বর কাজ করার দিকে স্বরযন্ত্র, জিহ্বা, ওষ্ঠদ্বয় এবং মুখমণ্ডলের সকল মাংশপেশী তাদের অংশের কার্যরত থাকে — এমনকি পবিত্র আত্মা নির্দেশ অনুসারে (আমাদের মনের পরিবর্তে) আমরা কথাগুলি উচ্চারণ করি। পবিত্র আত্মা ও আপনি উভয়েই কাজ করার দিকে পরভাষার দানগুলি গ্রহণ করেন।

আপনি যদি বিশ্বাস করেন পবিত্র আত্মার দানটি আপনি প্রস্তুত থাকেন পরভাষায় কথা বলার অনুগ্রহদানগুলি প্রাপ্ত হওয়ার জন্য। এখনই কেন প্রার্থনা নিবেদন করবেন না আর প্রাপ্ত হবেন না? ■

আত্মায় প্রার্থনা শুরু করার পন্থা

বিশ্বাস ও সততার দ্বারা ঈশ্বরের উপস্থিতির ভেতরে প্রবেশ করা। সঙ্গীত যদি আপনাকে প্রভুর সান্নিধ্যে নিয়ে আসে, গান শুনুন ও গান করার দ্বারা তাঁর উপস্থিতির ভিতরে প্রবেশ করুন। সদাপ্রভুর আরাধনা করুন এবং তাঁর মাহাত্ম্য প্রকাশ করুন ও সদাশয়তা ঘোষণা করুন। আপনি যখন প্রস্তুত হন, এই সহজ প্রার্থনা নিবেদন করুন ঃ "স্বর্গস্থ পিতা, আমি তোমার সন্তান। তোমার পুত্রের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন করার মাধ্যমে তোমার আত্মা দ্বারা তুমি আমাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ (আমার পুনর্জন্ম হওয়ার) কারণ ঘটিয়েছ। সেই একই বিশ্বাসের দ্বারা, আমি তোমার কাছে এখন আসি তোমার অঙ্গীকার গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে। এটি আমার জন্য, কারণ যারা বিশ্বাস করে এটি তাদের সকলের নিমিত্তে। অতএব আমি পবিত্র আত্মার শক্তি ও পরভাষায় কথা বলার অনুগ্রহ দান প্রাপ্ত হই। ধন্যবাদ তোমাকে, পিতা, তোমার উত্তম অঙ্গীকারের নিমিত্তে"।

আপনার প্রার্থনা অনুসারে, আপনি ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করবেন। যেখানে আপনার সঙ্গে প্রভুর উপস্থিতি যত শীঘ্র অনুভব করবেন আপনি ততশীঘ্র পরভাষায় কথা বলতে শুরু করবেন। তিনি আপনাকে নিরাশ করবেন না। সাহসের সঙ্গে নির্ভীকভাবে পর ভাষায় কথা বলতে শুরু করুন কারণ প্রভু আপনাকে সমর্থ করেন। আপনার না বোঝা কোনো বিষয়ে বলতে ভয় পাবেন না। সেটিই হল পরভাষার দানের মাহাত্ম্য। সাহসের সঙ্গে বিশ্বাসের দ্বারা কথা বলুন। আপনার না বোঝা ঈশ্বরের কথাগুলি নিবেদন করুন। একই সময়ে পবিত্র আত্মা আপনাকে পরভাষায় কথা বলার দিকে সমর্থ করবেন। এটি এতটাই সহজ। আপনার সেটি সম্পর্কে উপলব্ধি নাও থাকতে পারে, বস্তুতঃ আপনি হৃদয়ঙ্গম করেন নি। শুধু বিশ্বাসের দ্বারা উচ্চারণ করুন আর এক আশীর্ব্বাদ লাভ করুন যা আপনার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হওয়া অব্যাহত রাখে। আপনি প্রাপ্ত হয়ে থাকার পরে, যখনই আপনি প্রার্থনা করেন আত্মাতে প্রার্থনারত থেকে সময় অতিবাহিত করুন। **— যোষেফ এল, ক্যাসেলবেরী**

যোষেফ এল, ক্যাসেল বেরী, পি এইচ ডি, প্রেসিডেন্ট, নর্থওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, র্কাক ল্যাণ্ড, ওয়াশিংটন, ড্রিম লিডারসের রচয়ক (ন্যাভপ্রেস, ফোর্থকামিং জুন ২০১১)।

তথায় উর্দ্ধে, হেথায় নিম্নে, আমাদিগের মাঝে, আমার মধ্যে

প্রভুর প্রার্থনা আমাদের আকাঙ্খাগুলিকে ঈশ্বরের, প্রতিবেশীর ও নিজের উদ্দেশ্যে একই সারিতে সাজান। এটি আবার পূর্ণতা ও সাধুতার নিমিত্তে আমাদিগের ভেতরের কামনাগুলিকেও সমরেখ করে।

জর্জ পল উড কর্তৃক

আপনার প্রার্থনাগুলি যদি আমার মত হয়, সেগুলি প্রায়শই হয় আত্ম-কেন্দ্রিক। আমার বেশীরভাগ প্রার্থনা হল ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তালিকা সম্পাদন করা। অন্যান্য খ্রীষ্টিয়দের মধ্যে এক জীবন কালের প্রার্থনার পর, আমি মন্তব্য করে থাকি যে তাদের প্রার্থনাগুলিও অনেকাংশে আত্ম-কেন্দ্রিক।

আমাদের প্রয়োজনসমূহ পূরণ করার জন্য ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ জানানো কোনো ভুল বিষয় নয়। সর্বোপরি, যীশু স্বয়ং আমাদেরকে প্রার্থনা করার শিক্ষা দেন, "আমাদিগকে দাও", "আমাদের ক্ষমা কর" এবং "মন্দ হইতে রক্ষা কর" (মথি ৬:১১-১৩)। বাস্তবিক, তিনি অঙ্গীকার করেন যে ঈশ্বর কর্তৃক "ঐ সকল দ্রব্যও" — বোঝাতে চান জীবনের প্রয়োজনীয়তাগুলি — "তোমাদিগকে দেওয়া হইবে" (৬:৩৩)। যীশুর আমাদেরকে প্রার্থনা করার জন্য কি শিক্ষা দেন সেই বিষয়টি অনুরোধ করা ভুল নয় এবং আমাদেরকে দান করার অঙ্গীকারসমূহ যাচনা করাও ভুল নয়।

কিন্তু কিছু বিষয় ভুল হয় আমাদের প্রার্থনা করার দ্বারা হয় যখন আমরা ব্যর্থ হই নিজেকে ও নিজের প্রয়োজন সমূহ সঠিকভাবে বিন্যাস করার জন্য, সেগুলি যথার্থ ও গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও। যীশুর কথানুসারে, প্রার্থনার সঠিক বিন্যাস হল প্রথমে ঈশ্বর, তারপর আমাদের ঃ "তোমাদের নাম", "তোমার রাজ্য" ও "তোমার ইচ্ছা" (৬:৯,১০) প্রথমে, তারপর "আমাদিগকে দাও", "আমাদের ক্ষমা কর" এবং "মন্দ হতে রক্ষা কর" (৬:১১-১৩)। আর যীশুর অঙ্গীকারে মৌলিক হেতুবাক্য ঈশ্বর আমাদের প্রয়োজনগুলিপূরণ করবার জন্য "তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার ধার্ম্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর" এই আদেশটি (৬:৩৩)।

হয় প্রার্থনার সঠিক বিন্যাসের দৃষ্টিকোণ থেকে কিংবা আমাদের আশাপূর্ণ প্রত্যাশার থেকে আমাদের প্রার্থনার বাক্যগুলি অবশ্যই শিখতে হবে, "তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক" (৬:১০)।

সম্পর্কের মধ্যে প্রার্থনা

আরম্ভ করার জন্য, আমরা অবশ্যই অহংবোধ বিনা প্রার্থনা করার শিক্ষালাভ করব। গ্রীক ভাষায়, ইগো (ego) হল প্রথম ব্যক্তিবাচক সর্বনাম পদ, মানে "I" (আই) — আমি। (আই) আমি'র পাশাপাশি আমাকে ও আমার প্রভুর প্রার্থনা থেকে অনুপস্থিত। পরিবর্তে, প্রথমব্যক্তি বহুবচন সর্বনাম পদসমূহ আমাদের ও আমাদিগকে প্রতিভাত হয়। অতএব দ্বিতীয় ব্যক্তিবাচক সর্বনাম পদ হল তুমি (you) সেটি স্পষ্টভাবে ও উহ্যভাবে "আমাদের পিতার" (৬:৯) দিকে নির্দেশ করা হয়।

এই বিষয়টি হল আত্মিক, ব্যাকরণ-সংক্রান্ত নয়। (আই) আমি (সর্বনাম পদ) প্রভুর প্রার্থনায় অবর্তমান, কিন্তু আমি (ব্যক্তি) অবর্তমান নই। আমি নিজে রাজ্যের অন্বেষণ করব। আমি নিজেই এটির আগমন এবং প্রভুর ইচ্ছার কার্যসাধনের জন্য প্রার্থনা করব। আমি প্রতিনিধিত্ব করার দ্বারা প্রার্থনা করতে পারি না। না আপনি সেটা পারেন।

কিন্তু আমার প্রার্থনার সময়ে আমি কিভাবে নিজেকে চিন্তা করব? আমি কি স্বতন্ত্রীকরণের এক জন ব্যক্তি? নিও প্লেটোনিস্ট (নব-প্লেটোর দর্শন তাত্ত্বিক) দার্শনিক প্লোটিনাস "একাকীর জন্য সঙ্গিবিহীনের পলায়ন" রূপে জীবনের কথা বলেছিলেন। বহু খ্রীষ্টিয়গণেরা ব্যক্তিত্ববাদীর পথে একইভাবে প্রার্থনার মধ্যে নিজেদেরকে চিন্তা করে। "আমি বাগানে একাকী এসেছিলাম", উদাহরণস্বরূপ প্রচুর প্রেমময় স্তবের স্বরধ্বনি ধাবিত হয়।

যীশুর প্রভুর প্রার্থনায় সর্বনাম পদের প্রয়োগ এক পৃথক অন্তে পৌঁছায়। আমি স্বতন্ত্রীকরণের একজন ব্যক্তি নই। আমি এক সম্পর্কের ব্যক্তি। আমি প্রার্থনা করি না "আমার পিতা" না আপনারা করেন। আমরা প্রার্থনা করি "আমাদের পিতা"। অতএব প্রার্থনায় আমরা দ্বিগুন পরিমাণে সম্পর্ক যুক্ত। সমান্তরাল ভাবে একে অন্যের প্রতি ও ঈশ্বরের দিকে উল্লম্বভাবে ঈশ্বর তাঁর পুত্রের আত্মার মাধ্যমে আমাদের পক্ষে সেটি সম্ভবপর করে তোলেন, তাঁকে "আব্বা, পিতা" বলে সম্বোধন করার জন্য (গালাতীয় ৪:৬)। প্রার্থনার মধ্যে আমরা একাকী নই কারণ আমরা আমাদের নিজের হই না, আমরা প্রভুর অধিকারভুক্ত হই এবং তাঁর মাধ্যমে একে অন্যের অন্তর্ভুক্ত হই।

অধিকন্তু, প্রভু যাঁর উদ্দেশ্যে আমরা প্রার্থনা করি তিনি একাকী নন। তিনি "প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরের ও পিতার" (রোমীয় ১৪:৬)। একত্রে, প্রার্থনা অনুসারে তাদের উপরে তাঁর পবিত্র আত্মা ঢেলে দেন (লূক ২৪:৪৯; প্রেরিত ২:৩৩)।

অতঃপর, প্রার্থনা, একাকীর কারণে সঙ্গিবিহীনের পলায়ন নয়। এটি পবিত্র ত্রিত্বের দিকে সমাজের খ্রীষ্টিয়গণের এক (তীর্থযাত্রা) জীবন পরিক্রমা।

কিভাবে খ্রীষ্টিয়গণেরা প্রার্থনায় নিজেদেরকে কল্পনা করে তার দ্বারা দুটি বাস্তব সম্মত কাজের প্রক্রিয়া উৎপন্ন হয়। প্রথমে, আমাদেরকে অবশ্যই অন্যান্যদের সঙ্গে প্রার্থনা করতে হবে। এটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ নির্জনতার (সঙ্গিহীনতার) মধ্যে প্রার্থনা করা, যীশুর শিক্ষা (মথি ৬:৬) এবং নমুনা (মথি ৪:২) অনুসারে। কিন্তু সম্মিলিত প্রার্থনা সর্ব্বদাই অনুপূরক নিঃসঙ্গ প্রার্থনা হওয়া দরকার। সমগ্র প্রেরিত পুস্তক বিবরণীতে, যখনই বিশ্বাসী জনেরা একত্রে প্রার্থনা করার জন্য জমায়েত হয়, পবিত্র আত্মা পরাক্রমশালীরূপে বিদ্যমান থাকেন (২:১-৪; ৮:১৪-১৭; ১০:৪৪-৪৬; ১৩:১-৩; ১৯:১-৭)।

দ্বিতীয়তঃ, আমি অবশ্যই অন্যান্যদের *নিমিত্তে* প্রার্থনা করব। আত্ম-কেন্দ্রিক (অহঃ সর্বস্ব) প্রার্থনা নিবেদনকরণ — যেন একমাত্র "আমাকে ও আমার" বিষয় — সুসমাচারকে স্বীকার না করা। দুটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম আজ্ঞা সমূহ হল "তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে" এবং "তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে" (মথি ২২:৩৭-৪০)। সংশয়াতীতরূপে, আমি আমাকে ও আমার প্রয়োজন গুলির ক্ষেত্রে প্রার্থনা করা ব্যতীত নিজেকে ভালবাসতে পারি না। কিন্তু সম্পর্কের মধ্যে একজন ব্যক্তিস্বরূপ, আমি আবার আমার প্রতিবাসীর আগ্রহসমূহ ও প্রভুর প্রাধান্য গুলির নিমিত্তে প্রার্থনা করি।

প্রার্থনা এবং আকাঙ্খা

প্রার্থনা হল আকাঙ্খার এক অভিব্যক্তি। আমরা খাদ্য আকাঙ্খা করি, তাই আমরা ঈশ্বরের কাছে আমাদেরকে খাদ্যের যোগান দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই। আমরা নির্দেশনা আকাঙ্খা করি, তাই আমরা আমাদেরকে মন্দ হতে রক্ষা করার ও চালনা করার জন্য ঈশ্বরকে অনুরোধ করি।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হল আমরা আমাদের আকাঙ্খাগুলি একই সারিতে সাজাই কিনা। প্রভুর প্রার্থনার নির্দেশ দ্বারা প্রকাশিত হওয়া অনুসারে, আমাদের প্রথমে ঈশ্বরের নামের পবিত্রকরণ, তাঁর রাজ্যের আগমন এবং তাঁর ইচ্ছা সিদ্ধ হওয়া আকাঙ্খা করা দরকার (মথি ৬:৯,১০)। এই সকল উল্লম্ব আকাঙ্খাগুলি একই সারিতে সজ্জিত ঃ ঈশ্বরের নাম পবিত্র বলে মান্য হয় যখন তাঁর রাজ্যের আগমন হয়, এবং তাঁর রাজ্যের আগমন হয় যখন তাঁর ইচ্ছা সাধন হয়। তারপর আমাদের চাওয়া দরকার আমাদের ও আমাদের প্রতিবাসীদের প্রয়োজনীয় বিষয় ঃ খাদ্য, ক্ষমা, নির্দেশ (৬:১১-১৩)। এই সকল সমান্তরাল আকাঙ্খাগুলি উল্লম্ব অবস্থানের সঙ্গে একই সারিতে সজ্জিত ঃ ঈশ্বরের ইচ্ছা সাধন হয় যখন আমরা দৈনিক আহার গ্রহণ করি, ক্ষমা করি যেভাবে আমরা ক্ষমা হয়ে থাকি এবং মন্দ হতে রক্ষা করণে অভিজ্ঞতা লাভ করি (৬:১১-১৫)। এই সকল আকাঙ্খাগুলির পবিত্রতা লক্ষ্য করুন সেগুলি হল দৈহিক, সামাজিক ও আত্মিক।

প্রভুর প্রার্থনা অতঃপর আমাদের আকাঙ্খাগুলিকে ঈশ্বর, প্রতিবাসী ও স্বর্গীয় সত্তার সঙ্গে সমরেখ করে। এটি আবার পূর্ণতার ও সাধুতার নিমিত্তে আমাদের অন্তরে আকাঙ্খাগুলিকেও একই সারিতে সাজায়।

আমরা যখন প্রার্থনা করি "তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক", আমরা আমাদের এক সারিতে সজ্জিত ও ধর্মীয় আকাঙ্খাগুলি পরিপূর্ণ করার জন্য প্রভুকে অনুরোধ করি। আমরা ঈশ্বরকে অনুরোধ করি স্বর্গ ও মত্যের মধ্যকার ফাঁকটি বন্ধ করার জন্য যতক্ষণ সেখানে কিছুই থাকে না কিন্তু "এক নূতন আকাশমণ্ডলের ও নূতন পৃথিবীর অপেক্ষায় আছি, যাহার মধ্যে ধার্ম্মিকতা বসতি করে" (২ পিতর ৩:১৩)। অথবা জন ওর্‌টবার্গ এটিকে ব্যাখ্যা করেন, আমরা প্রভুকে অনুরোধ করি "গঠন কর উর্দ্ধে তথায় নিম্নে হেথায়"।

যীশু তাঁর পরিচর্য্যা কার্য্যের প্রারম্ভে আমাদের সকল আকাঙ্খাগুলির আসন্ন পরিপূর্ণতা ঘোষিত করেন। "কাল সম্পূর্ণ হইল, ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট হইল, তোমরা মন ফিরাও ও সুসমাচারে বিশ্বাস কর" (মার্ক ১:১৫)। তাঁর পক্ষে, ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন হল শুভ বার্তা — সুসমাচার।

রাজ্য ও সুসমাচারের যোগাযোগ প্রথম প্রতিভাত হয় যিশাইয় ৫২:৭ পদে ঃ "আহা, পর্ব্বতগণের উপরে তাহারই চরণ কেমন শোভা পাইতেছে, যে সুসমাচার প্রচার করে, পরিত্রাণ ঘোষণা করে, সিয়োনকে বলে, 'তোমার ঈশ্বর রাজত্ব করেন!' "

যীশু এবং যিশাইয় উভয়ই ঈশ্বরের শান্তি, পরিত্রাণ এবং রাজত্ব স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। যিশাইয় ১১:১-১৬ পদগুলি বর্ণনা করে মশীহ পবিত্র আত্মার মহাশক্তিতে (১-৩) সামাজিক সম্পর্কগুলি (৩-৫) দিকে ন্যায় বিচার পুনরুদ্ধার করেন, ঈশ্বরের সকল জীবদের মধ্যে শান্তি নিয়ে আসা (৬-৯), এবং সকল লোকেদের উদ্ধার ও ঐক্যসাধন করেন, পরজাতীয় অথবা যিহুদা (১০-১৬) যেই হোক না কেন। যিশাইয় ৬১:১,২ পদে দরিদ্রদের সাহায্যকরণ, অসুস্থদের সুস্থকরণ এবং নিপীড়িতদের মুক্তকরণ রূপে পবিত্র আত্মার মহাশক্তিতে অভিষিক্ত মশীহকে বর্ণনা করা হয়। নাসারতে যীশু নজির রাখলেন তাঁর প্রারম্ভিক বার্তায় এই পরবর্তী (শেষোক্ত) ভাববাণীর (লূক ৪:১৬-২১) এবং যোহন বাপ্তাইজের শিষ্যদের দিকে উত্তর প্রদানের মধ্যে, যখন তারা জিজ্ঞাসা করে তিনি বাস্তবিক মশীহ কি না (৭:১৮-২৩)। বিষয়টির।

আমাদের সকল আকাঙ্খাগুলির পরিপূর্ণতা হল ঈশ্বরের রাজ্য, এই বিষয়টি উপলব্ধিকরণ দ্বারা দুটি বাস্তবসম্মত কাজের প্রক্রিয়া উদ্ভূত হয়। প্রথমটি, আমরা অবশ্যই আরও অধিক প্রত্যাশা করব। স্টোয়িক দর্শনে বিশ্বাসী মানুষদের (জেনোর মতবাদ) অভিহিত আত্মসংযমী বা অনাগ্রহী আকাঙ্খার অপসারণের বিষয়টি প্রভুর মনোযোগ আকৃষ্ট করে নি। বরং, যোহনের কথানুসারে মন্দির হতে ব্যবসায়ী ও পোটারদের তাড়ালেন, তখন শিষ্যদের মনে পড়ে, "তোমার গৃহ-নিমিত্ত উদ্যোগ আমাকে গ্রাস করিবে" (যোহন ২:১৭; গীত ৬৯:৯)। স্বাভাবিকভাবেই আকাঙ্খা করা সমস্যা নয় বরং আমাদের কাছে প্রভুর চাওয়া আকাঙ্খার বিষয়গুলির ক্ষেত্রে চাওয়ার অভাবটি হল সমস্যা। আমরা পরিত্রাণ ও সুস্থতাকরণ আকাঙ্খা করি। আমরা কি আবার ন্যায় বিচার ও শান্তির জন্য প্রার্থনা করি?

দ্বিতীয়টি, আমাদেরকে অবশ্যই *প্রত্যাশা সহকারে* আকাঙ্খা করতে হবে। যীশুর অন্তরে, ঈশ্বরের রাজ্য হেথায় (মথি ১২:২৮)। এরই মধ্যে আমরা প্রভুর রাজত্ব, পরিত্রাণ, শান্তির অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ন করি। আমরা কি প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বর হলেন বস্তুতঃ "যে শক্তি আমাদিগতে কার্য সাধন করে, সেই শক্তি অনুসারে যিনি আমাদের সমস্ত যাচ্ঞার ও চিন্তার নিতান্ত অতিরিক্ত কর্ম করিতে পারেন (ইফিষীয় ৩:২০)? অথবা আমরা কি আমাদের পণগুলি রক্ষা করি আর দ্বিমনা প্রার্থনা করি আর সেই কারণে উত্তর না দেওয়ার মত প্রার্থনাগুলি (যাকোব ১:৭,৮)?

সংগ্রামরূপে প্রার্থনা

আর তখনও, ঈশ্বরের রাজ্যের আরও *অধিকতরের* নিমিত্তে আমাদের বহু প্রত্যাশী প্রার্থনাগুলি উত্তর না দেওয়ার মত হয়ে থাকে।

আমার (স্পাইনাল্ আর্থ্রাইটিস) শিরদাঁড়ায় গেঁটেবাত আছে। মণ্ডলীতে প্রতেক রবিবার, আমি সামনে এগিয়ে যাই এবং এখনও পর্য্যন্ত কোনো ফলাফল বিনা — আমার সুস্থতার নিমিত্তে বড়দেরকে প্রার্থনা করার জন্য অনুরোধ করি। সম্ভবতঃ আপনারও একই গল্প থাকতে পারে। উত্তর না দেওয়া অনুরোধগুলি হল একটি কারণ এরূপ এক সংগ্রামের প্রার্থনা হওয়ার। অন্য কারণটি হল আত্মিক সংগ্রাম যা আমাদের বর্তমান বয়সের লক্ষণ হিসাবে থাকে।

আধুনিক বাচনভঙ্গিতে, *রাজ্য হল* এক স্থির পরিভাষা, একটি স্থান অথবা একটি রাজত্ব উল্লেখকরণের জন্য, সেমন ইউনাইটেড কিংডম (মার্কিন যক্তরাষ্ট্র) অথবা কিংডম অফ সৌদি আরবিয়া। বাইবেলে, অবশ্য, (কিংডম) রাজ্য হল প্রধানত এক বিমূর্ত (অলীক) এবং গতিশীল বা প্রাণবন্ত পদ, একজন ব্যক্তির রাজপদ (লূক ১৯:১২) সমভাবে সেই রাজ্য স্থাপন করার দায়িত্ব গ্রহণের কার্য্য প্রক্রিয়া উল্লেখকরণের জন্য (মথি ১২:২৮)।

এই তিনটি উপাদান একত্রে গ্রহণ করে, আমরা ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সম্পন্ন রাজত্বরূপে ব্যখ্যা করতেপারি, তাঁর পরাক্রমশালী কার্য্য প্রক্রিয়া দ্বারা স্থাপিত, এবং যারা অনুতাপ ও বিশ্বাস সহকারে সেটি গ্রহণ করে তাদের ক্ষেত্রে শান্তি ও পরিত্রাণের এক রাজ্য উৎপন্ন হওয়া (মার্ক ১:১৫)।

প্রার্থনা হল এক সংগ্রাম কারণ সৃষ্টি হল ঈশ্বরের কাছে এক লড়াই তাঁর সার্বভৌম তার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ করণ, তাঁর শক্তি প্রতিরোধকরণ ও তাঁর রাজত্বে প্রবেশ করাকে প্রত্যাখান করা।

অস্কার কালম্যান (Oscar Cullman) ডি-ডে (D-Day) এবং (V-E Day) ভি ই ডের মধ্যেকার সময়টির দিকে আমাদের বর্তমান বয়সের সঙ্গে তুলনা করেন। ১৯৪৪ সালের ৬ই জুন, নর্ম্যানডির সমুদ্রতীরের উপরে মিত্রবাহিনীর সশস্ত্র ফৌজগণেরা ভূমিতে অবতরণ করার সময়ে ইউরোপের যুদ্ধ ফলপ্রসূভাবে অতিক্রান্ত হয়েছিল কারণ জার্মান সৈন্যগণ দুটি যুদ্ধক্ষেত্রে সফলভাবে যুদ্ধ করতে পারে নি। কিন্তু নাৎসিরা (Nazis) ১৯৪৫ সালের ৮ই মে পর্য্যন্ত যুদ্ধ করেছিল, যখন তারা অবশেষে আত্মসমর্পণ করেছিল। যীশু তাঁর প্রথম আগমনে রাজ্য আরম্ভ করেছিলেন। এতিমধ্যে পাপ ক্ষমা হয়ে থাকে, মন্দ আত্মা বিতাড়িত হয়ে থাকে, দুস্থরা সুস্থতা লাভ করে এবং পুনরুত্থানের মাধ্যমে মৃত্যু জয়লাভ করে। কিন্তু মন্দ যুদ্ধ চালিয়ে যায়। সেটির চূড়ান্ত পরাজয় যীশুর দ্বিতীয় আগমনের জন্য অপেক্ষা করে আছে, যখন "মৃত্যু আর হইবে না, শোক বা আর্ত্তনাদ বা ব্যাথাও আর হইবে না কারণ প্রথম বিষয়সকল লুপ্ত হইল" (প্রকাশিত বাক্য ২১:৪)। আমরা সূচনা ও পরিসমাপ্তি এবং সার্থকতার মধ্যে বেঁচে থাকি, সংগ্রামরত প্রার্থনা ও যুদ্ধে এক সময় কেন প্রভু এই যুদ্ধ অবিলম্বে শেষ করার দিকে "নিউক্লিয়ার বিকল্পের" এক ঐশ্বরিক সমতুল্য কার্য সম্পাদন করেন না?

প্রকাশিত বাক্য ৬:৯-১১ পদে, ঈশ্বরের মেষশাবক পঞ্চম মুদ্রাটি খুললেন আর যোহন দেখলেন, "বেদীর নীচে (স্বর্গের) সেই লোকদের প্রাণ আছে, যাঁহারা ঈশ্বরের বাক্য প্রযুক্ত, এবং তাঁহাদের কাছে যে সাক্ষ্য ছিল, তৎপ্রযুক্ত নিহত হইয়াছিলেন"। যোহনের কথানুসারে, তাঁরা উচ্চরবে ডেকে বললেন, "হে পবিত্র সত্যময় অধিপতি, বিচার করিতে এবং পৃথিবী নিবাসীদিগকে আমাদের রক্তপাতের প্রতিফল দিতে কতকাল বিলম্ব করিবে?" (৬:১০)। ন্যায় বিচারের জন্য তাদের উচ্চ রবে প্রতি উত্তর প্রদানের পরিবর্তে প্রভু প্রত্যেক কে দেন, "শুক্ল বস্ত্র" এবং তাদেরকে বললেন "তাঁহাদের যে সহদাস ও ভ্রাতৃগণকে তাঁহাদের ন্যায় নিহত হইতে হইবে, যে পর্য্যন্ত তাঁহাদের সংখ্যা পূর্ণ না হয়, আর কিঞ্চিৎ কাল বিরাম করিতে হইবে" (৬:১১)।

এই মৃত্যুবিষয়ক দৃশ্যের এক "যাজকীয়" বিষয় রয়েছে। ঈশ্বর সৃষ্টির বিদ্রোহের বিরুদ্ধে বিচার বিলম্ব করেন কারণ তিনি তখনও তাদেরকে পরিত্রাণ প্রদান করেন। ঈশ্বরের বাক্য তখনও পর্য্যন্ত প্রচারিত হয়, তাঁর প্রতি সাক্ষ্যতা তখনও প্রদান হয়। প্রার্থনা তখন হয় এক সংগ্রাম কেননা মণ্ডলীর যীশুর পুনরাগমন পর্যন্ত একটি কার্যভার থাকে। আমাদের কার্যভারে (লক্ষ্যে) দরকার ধার্মিক সহিষ্ণুতা আর আত্মস্থভাবে অপেক্ষা করার ক্ষমতা। "(সদাপ্রভু) তোমাদের পক্ষে দীর্ঘসহিষ্ণু, কতকগুলি লোক যে বিনষ্ট হয়, এমন বাসনা তাঁহার নাই, বরং সকলে যেন মন পরিবর্তন পর্যন্ত পৌঁছিতে পায়, এই তাঁহার বাসনা" (২ পিতর ৩:৯)।

আমাদের বাস্তবসম্মত পরিণতি উদ্ভূত হয় প্রার্থনার সংগ্রাম হতে ঃ প্রার্থনা বজায় রাখুন! আপনার প্রার্থনাগুলি রাজ্যের উদ্দেশ্যে বর্তমান সময়ে হয়ত উত্তর পাওয়া নাও যেতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের সময়ে সেগুলির উত্তর দেওয়া হবে। "তবে ঈশ্বর কি আপনার সেই মনোনীতদের পক্ষে, অন্যায়ের প্রতিকার করিবেন না, যাহারা দিবারাত্র তাঁহার কাছে রোদন করে, যদিও তিনি তাহাদের বিষয়ে দীর্ঘসহিষ্ণু"? (লূক ১৮:৭)।

বাধ্যতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা

আমার এক ভালো বন্ধু টনি, একটি দুর্ঘটনার কারণে তাঁর তরুণ বয়সে নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাতের দরুন উইল চেয়ারে বাঁধা পড়েছিল। এক পেন্টিকস্টল পরিবারে বড় হওয়ার দরুন সে বিশ্বাস করত প্রভু তাকে সুস্থ করবেন। একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ভেবেছিলেন, তার বিশ্বাস ছিল এক ভ্রান্ত ধারণার এক লক্ষণ এবং তাকে বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠন করেছিল। টনির ভাষায় — "পাগলা-গারদ" - আমার নয় — টনি আবিষ্কার করেছিল যে ঈশ্বর দৈহিক সুস্থতাকরণ অপেক্ষা হৃদয়ের পূর্ণতার জন্য অধিকতর আগ্রহী। অতএব তার পক্ষাঘাতের দ্বারা শান্তি তৈরী করণে, টনি নিজেকে প্রভুর ইচ্ছার দিকে অবনত করেছিল এবং ঈশ্বরের সেবাকাজের দিকে নিজেকে সমর্পিত করেছিল। তখনই ঈশ্বর তাকে সুস্থ করেন।

লূক ২২:৩৯-৪৬ পদে আমাদেরকে ব্যক্ত করা হয় কিভাবে যীশু তাঁর ক্রুশবিদ্ধ করণের পূর্বে প্রার্থনা করেন। "পিতঃ যদি তোমার অভিমত হয়", তিনি বলেন, "আমা হইতে এই পানপাত্র দূর কর তথাপি আমার ইচ্ছা নয়, তোমারই ইচ্ছা সিদ্ধ হউক" (২২:৪২)। যীশু আকাঙ্খা করেন ক্রুশটি এড়িয়ে চলার। বস্তুত তাঁর মর্মভেদী দুঃখ এতই দৃঢ় যে তাঁহার ঘর্ম্ম রক্তের ঘনীভূত বড় বড় ফোঁটা হইয়া ভূমিতে পড়িতে লাগিল" (২২:৪৪)। আর তাছাড়া তিনি জানেন যে তাঁর বাধ্যতা ঈশ্বর আকাঙ্খা করেন, অতএব তিনি ঈশ্বরের দিকে তাঁর ইচ্ছা সমর্পন করেন।

ঈশ্বরের রাজ্য এবং ইচ্ছার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হল বহিরাবরণ ও অভ্যন্তরীণের নিমিত্তে প্রার্থনা করা। টনি স্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করেছিল, কিন্তু আবার পূর্ণতার নিমিত্তেও করেছিল। যীশু প্রার্থনা করেন বেদনা পরিহার করার জন্য, কিন্তু আবার তাঁর ইচ্ছা সমর্পণ করেন। আমরা যখন প্রার্থনা করি, আমরা ঈশ্বরকে অনুরোধ করি পরিত্রাণ, সুস্থতাকরণ, ন্যায় বিচার এবং সমুদয় জগতের শান্তির জন্য। কিন্তু আমাদের প্রথমে অবশ্যই প্রার্থনা করতে হবে যেন এই সকল অনুগ্রহ দানগুলি মণ্ডলীতে ও আমাদের ব্যক্তিগত জীবন ধারায় বিদ্যমান থাকে।

আমাদের প্রার্থনা থেকে বিশ্বাসীগণেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর ঐক্যতার দ্বারা, শেষজন, হারানোজন ও ক্ষুদ্রতম জনেদের প্রতি শ্রেষ্ঠতর অঙ্গীকারবদ্ধতা সহযোগে উদিত হওয়া দরকার। এই সকল বিষয়সমূহ যদি প্রার্থনার পরে শ্রেষ্ঠতর না হয়, আমরা কি বাস্তবিকভাবে বিন্দুমাত্র প্রার্থনা করে থাকি?

ঈশ্বর তাঁর রাজ্য স্থাপন ও তাঁর ইচ্ছা সম্পাদন আমাদের প্রার্থনা সমূহ দ্বারা অথবা প্রার্থনা সমূহ বিনাই সাধন করবেন। তিনি যখন সেবাকার্য সম্পাদন করেন, আমরা কি রাজ্যের ভেতরে অথবা বাহিরে থাকব? আমরা কি তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকব নাকি থাকব না? যীশুর মত, আমাদের প্রার্থনা সর্ব্বদা হতে হবে ঃ আমাদের ইচ্ছা নয়, কিন্তু তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক।

আমাদের পিতা, উর্দ্ধে তথায় নিম্নে হেথায় গঠন কর, অন্ততঃ আবার আমাদিগের মধ্যে আর বিশেষতঃ আমার মাঝে। ■

জর্জ পল উড, মিসৌরি স্প্রীংফিল্ডের এন্‌রিচমেন্ট জার্নাল এবং মিনিস্ট্রি রিসরসিং এক্সিকিউটিভ এডিটরের ন্যাশনল ডিরেক্টর।